Samuel Johnson

Born 1709, Lichfield, Staffordshire, England
Died 1784, London, England
Occupation Essayist, Lexicographer, Biographer and Poet
Nationality English
Period Neoclassical

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

১৭৭৬ সালে জনসন যখন রাজানুকুল্যে বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড পেয়ে অবসর জীবন ভোগ করছিলেন তখন তাঁর বন্ধু বজওয়েল ও গোল্ডস্মীথ এক সন্ধ্যায় তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে পুনরায় লেখালেখিতে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালেন। জনসন কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। জনসন তাঁর "ইমেরিটাস" অবস্থানেই সন্তুষ্ট ছিলেন, পুরোনো বন্ধু আর নতুন বন্ধু নিয়ে ক্লাব গড়ে আর দেশ ভ্রমণে তাঁর দিন ভালোই কাটছিল। তিনি নতুন করে আর লেখালেখিতে হাত দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু ১৭৭৭ সালে তিন পুস্তক ব্যবসায়ী (ডেভিস, ষ্ট্রাহান ও ক্যাডেল) তাঁকে পুনরায় ইংরেজ কবিদের জীবনী লেখার জন্য জোর করতে থাকলেন, কারণ এডিনবরা থেকে অতি নিম্নমানের এরকম একটা মুদ্রণ ইতোমধ্যে কপি রাইট আইন লঙ্ঘন করে বাজারে বেরিয়ে ছিল। তাঁদের ক্রমাগত চাপে, কোনো কিছু না ভেবেই মাত্র ২০০ গিনি পারিশ্রমিকে এরকম একটা কাজ করতে রাজি হয়ে গেলেন জনসন; যদিও পুস্তক ব্যবসায়ীরা এর দশগুণ বেশি পারিশ্রমিক দিতে রাজি ছিলেন। এভাবেই জনসন "ইংরেজ কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সংক্ষিপ্ত ভূমিকা" লিখতে রাজি হয়ে গেলেন। কার্যত যখন তা প্রকাশিত হলো, দেখা গেল তাতে মোট ৬৮ খণ্ড রয়েছে—তার মধ্যে ৫৬ খণ্ডে ছিল কবিদের কর্ম আর ১০ খণ্ডে ছিল জনসনের ভূমিকা ২ খণ্ডে ছিলো সূচিপত্র। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৯ সালে। বাকি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮১ সালে। জনসন বরাবরই আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যাচ্ছিলেন, সংযোজিত কবিদের নির্বাচন তাঁর কাজ নয়, এটা পুস্তক ব্যবসায়ীদের নির্দেশ মাত্র।

জনসন যদি পুস্তক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপকালে তাঁর নিজ বিচারবুদ্ধি ও স্মৃতিনির্ভর হতেন তা হলে হয়ত অখ্যাত কবিদের নাম অন্তর্ভুক্তির সমালোচনা থেকে তিনি অব্যাহতি পেতেন। পুস্তক ব্যবসায়ীদের অনুরোধে অনেক অজ্ঞাত, অখ্যাত কবিদের নামও জনসন সম্পাদিত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কবিদের নির্বাচনে জনসন নির্দোষ হলেও, তাঁদের উপর আলোচনায় তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ নন। বিখ্যাত কবি মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা তিনি অত্যন্ত সীমিত পরিসরে শেষ করেছেন। তিনি যেখানে "Rambler" পত্রিকায় মিল্টনকে নিয়ে দুটো নিবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং পোপ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "আগামী এক হাজার বছরেও এমন প্রতিভাবান কবির জন্ম হবে না।" অথচ তাঁর সম্পাদিত জীবনী গ্রন্থে তিনি তাদের সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে শেষ করেছেন, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম যে কজন রচয়িতাকে নিয়ে জনসন কাজ শুরু করেন, কাউলে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কবিতা ছিল যুগের অনুপযোগী। ম্যাথিউ আরনল্ডের সময় পর্যন্ত তা তেমনি ছিল। কিন্তু ড. জনসন

একবার কাউলের কবিতা সমালোচনার উপর একটি সংস্করণের কথা গভীরভাবে ভাবছিলেন এবং ম্যাটাফিজিকাল কবিদের নিয়ে নিরীক্ষায় এগিয়েও গিয়েছিলেন বেশ কিছুদূর। সেখানে তিনি সাধারণভাবে ম্যাটাফিজিকাল কবিদের নিয়ে এবং বিশেষ করে কাউলে এবং ডানকে নিয়ে আলোচনা লিখেছিলেন। ম্যাটাফিজিকাল কবিদের প্রতি সার্বিকভাবে ড. জনসনের একটা মৌলিক সম্মান বোধ ছিল। তাঁর মতে, এ কবিরা ছিলেন উঁচু মানের ও বিদগ্ধ এবং তিনি নিঃসঙ্কোচে তাঁদের বিষয় বিবেচনায় যে "পাণ্ডিত্যবোধ" তার প্রশংসা করেন সঠিকভাবে; কিন্তু সাধারণ বিষয়ে তাদের সুক্ষ্মতা ও অতি উচ্ছ্বাস ছিল বেমানান—একথাও ড. জনসন উল্লেখ করতে ভোলেননি। ম্যাটাফিজিকাল কবিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁদের প্রজ্ঞা (wit)—কিন্তু যে অর্থে প্রজ্ঞার (wit) ব্যাখ্যা পোপ করেছেন সে অর্থে নয়। জনসন প্রজ্ঞাকে (wit) ব্যাখ্যা করেছেন 'discordia concors' এই অর্থে। আপাত বিসদৃশ রূপবন্ধকে (image) সদৃশ করে, দৃশ্যত অসম্ভব ভিন্ন দুটি বস্তুর মধ্যে গুঢ় রহস্যময় সাদৃশ্য আবিষ্কার এ অর্থে তিনি প্রজ্ঞাকে (wit) দেখেছেন। এসব কবিরা পাঠকদের প্রশংসা কুড়ালেও জনসন তার মধ্যে প্রচুর আনন্দের কোনো উপাদান খুঁজে পাননি। কারণ জনসনের মতে কবিতা এমন এক শিল্প যা "রসধারা" ও সত্যকে সমন্বিত করবে। তাঁর মতে কবিতায় অতি আলঙ্করিকতা বা অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার (conceit) ব্যবহার সবচেয়ে বিব্রতকর ও বিরক্তিকর।

তথাপিও জনসন কাউলেকে তাঁর গীতি কবিতার জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন, বিশেষ করে তাঁর প্রজ্ঞা (wit) ব্যবহারেরও প্রশংসা করেন যদিও ব্যক্তিগতভাবে প্রজ্ঞার ব্যবহার জনসন ভালো চোখে দেখতেন না:

আর সব কিছু থাকলেও প্রজ্ঞা তাতে যেন না থাকে
  অনেক আলোর ছটার মাঝে
দেখার কিছু যদি না থাকে।

উইলিয়াম হার্ভের মৃত্যুতে রচিত কাউলের কবিতার সমালোচনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কাউলে জানতেন কী করে তাঁর বন্ধুর গুণকীর্তন করতে হয়, তাঁর জন্য শোক করতে হয়; কিন্তু "যখন কাউলে আমাদের কাঁদাতে চান তখন তিনি নিজেই কাঁদতে ভুলে যান।" বলেন জনসন।

ম্যাটাফিজিকাল কবিরা আবেগের মূল্য কম দিতেন; বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের মূল্য বেশি দিতেন, আর এটাই ছিল জনসনের মনোপীড়ার কারণ। অনেক বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ জনসন নিজেও বুঝতেন না। এতৎসত্ত্বেও কবিদের জীবন নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে জনসন কাউলেকে নিয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধটিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

প্রসঙ্গক্রমে জনসন বলেন, "কল্পনার ভিত্তিতে রচিত কবিতা সর্বদাই নিখুঁত আনন্দের উৎস...পাঠক আগ্রহ বোধ না করলে কোনো কাব্যই সফল নয়। তিনিই সফল কবি যিনি পাঠক মনকে আনন্দে বন্দি করতে পারেন; যাঁর কবিতা পাঠক সাগ্রহে পাঠ করে; এবং নিত্য নব আনন্দের আশায় পাঠক যাঁর কবিতা বার বার আবৃত্তি করে।" জনসন ছিলেন আপাদমস্তক নৈতিকতাবাদী, কিন্তু কবিতার কাছ থেকে তাঁর প্রথম ও শেষ চাওয়া ছিল শুধুই নির্মল আনন্দ।

জনসনের কাব্যতত্ত্ব অনুসারে ম্যাটাফিজিকাল কবিদের নিয়ে তাঁর মোটেও আগ্রহী হবার কথা নয় কিন্তু আজীবন জ্ঞানানুসন্ধানী, জ্ঞানব্রতী জনসন, ম্যাটাফিজিকাল কবিদের দুর্বোধ্যতা, রহস্যময়তা ও বুদ্ধিদীপ্তির মধ্যে একরকম অনাকর্ষণীয় আকর্ষণবোধ করতেন। এই বৈপরিত্যবোধের কারণে জনসন কখনো কখনো তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সর্বোপরি তাদের দুরস্থিত রূপবন্ধ (image) নির্মাণ, বিসদৃস বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য সংযোজন, কষ্টার্জিত বুদ্ধি চর্চা এসবকে তত্ত্ব, উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করলেও কবিতার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেননি কখনো। কাউলের কবিতার যে সব অংশে গীতিময় সৌন্দর্য ছিল অন্য কঠিন অংশকে বাদ দিয়ে জনসন সে সব অংশেরই প্রশংসা করেছেন। কাউলের যে

প্রতিভা ড্রাইডেনকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রশংসা করেছেন। আর যে সব অংশে কাউলে বুদ্ধিরদীপ্তি ছড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, ডানের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন বা অযথাই অভূতপূর্ব কিছু একটা দেখাবার লোভে কবিতা লিখেছেন, জনসন তাঁর কঠিন সমালোচনা করেছেন। তাঁর কাব্য মানদণ্ডে টেকসই না হলে, জনসন কোনো বড়ো কবি এমনকি মিল্টনকেও ছাড় দেননি, কাউলেকেও দেননি, আর ম্যাটাফিজিকাল কবিদেরতো একেবারেই প্রশ্রয় দেননি তাঁদের জ্ঞানের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও। যা তাঁর আয়ত্তের বাইরে, বোধের বাইরে তাঁদের বহু প্রচারেও জনসন মোটেও তাঁদের প্রতি দুর্বল হননি। তাঁদের কোনো কোনো কবিতাকে, কবিতা নামের অযোগ্যও বিবেচনা করেছেন। যুগের মানদণ্ডে তাঁর ব্যক্তিগত কাব্য বিচারে ম্যাটাফিজিকাল কবিরা দোষে গুণে তাঁর কাছে যেমন মনে হয়েছেন; জনসন তাই বলেছেন কখনো স্ববিরোধীতায়, কখনো দৃঢ়তায়।

অব্রাহাম কাউলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অব্রাহাম কাউলে (এভাবেই উচ্চারিত) ১৬১৮ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জন্ম হয়, পিতা ছিলেন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। সাত ভাইবোনের সংসার বেশ সচ্ছল ছিল। ১৬২৮ সালে তিনি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার স্কুলে ভর্তি হন। অল্প বয়সেই তিনি প্রাজ্ঞ লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৬৩৬ সালে তিনি ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৬৩৯ সালে বি,এ পাস করেন এবং ১৬৪০ সালে শিক্ষানবীশ শিক্ষক হিসেবে ট্রিনিটি কলেজে যোগ দেন। এ সময়েই তিনি “ode on the Death of William Hervey” রচনা করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। আজন্ম রক্ষণশীল ও রাজতন্ত্রবাদী কাউলে ১৬৪৩ সালে ক্যাম্ব্রিজ থেকে পালিয়ে অক্সফোর্ডে চলে যান। সেখানেই রাজা প্রথম চার্লস তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেছিলেন, কাউলে রাজতন্ত্রের জোর সমর্থক হয়ে উঠেন। গৃহযুদ্ধের শুরুতেই তিনি প্যারিস চলে যান এবং রানি হ্যানরিয়েটা মারিয়ার দরবারে যোগ দেন। ১৬৪৪ সাল থেকে ১৬৫৪ সাল পর্যন্ত সঙ্কেত লিপিকার এর কাজ করেন এবং রাজদূত হিসেবে ফ্ল্যান্ডার্স, হল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করেন।

তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে এলে ক্রমওয়েলপন্থিদের হাতে ১২ই এপ্রিল ১৬৫৫ সালে বন্দি হন। কয়েক মাস পর জেল থেকে ছাড়া পাবার পর কাউলে দেখলেন তিনি অনেক রাজতন্ত্রীদেরও আর বিশ্বাসভাজন নন, পার্লামেন্টপন্থিদেরতো ননই। রাজতন্ত্রের সেবা করেও পুরস্কার না পেয়ে কাউলে হতাশ হন, যদিও ট্রিনিটি কলেজে চাকরিটি ফিরে পান এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা; ডিউক অব বাকিংহাম এবং আর্ল অব আলবান্স তাঁর সারা জীবনের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অচিরেই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৬৫৭ সালে “স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ” নিযুক্ত করে। এসময়ে তিনি ইংল্যান্ডে “রয়াল সোসাইটি” নামক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণে সক্রিয় ছিলেন। এটিই হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৬৬৩ সালে তিনি সারেতে অবসর জীবন যাপনে যান, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যস্ত হন এবং একজন অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসেবে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণে রত হন। দুই বছর পর সারের বার্ন এমস ত্যাগ করেন চার্টসীর উদ্দেশ্যে, পিছে ফেলে যান তাঁর সযত্ন-কর্ষিত বাগান। এখানেই তিনি ২৮ শে জুলাই, ১৬৬৭ সালে মারা যান। তাঁর বন্ধু এভলিন এর মতে, কাউলের মরদেহ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবীতে নিয়ে যাওয়া হয় “ছয় ঘোড়াচালিত এক মরদেহবাহী গাড়িতে, সমস্ত আনুষ্ঠানিক মর্যাদায়, প্রায় একশ মর্যাদাসম্পন্ন অভিজাত ব্যক্তি সে শবযাত্রায় অংশ নেন।” ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবীতে চ'চার ও স্পেন্সারের সমাধির পাশেই তিনি সমাহিত হন।

কাউলের কর্মসমূহ

কাউলের মাত্র পনেরো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় “Poetical Blossoms”; এতে ছিল দুটো নাটক ও স্পেন্সারের অনুকরণে রচিত কিছু শোক কবিতা। প্রথম নাটক “Pyramus and Thisbe” কাউলে রচনা করেন মাত্র দশ বছর বয়সে। দ্বিপদী পয়ার ছন্দে রচিত নাটকটি দেখে স্পষ্ট বুঝা যায়

অভিডের "Metamorphoses" এর সাথে কাউলের পরিচয় ছিল, পেত্রার্কের কাব্য ধরনের সাথেও তার পরিচয় ছিল। দু'বছর পরে রচিত তাঁর দ্বিতীয় নাটক "Constantia and Philetus" ওভিডের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্তি আর হোরেসের গ্রামীণ সারল্য এ দু'য়ের সমন্বয়ে রচিত ট্র্যাজিক রোমান্স। তাঁর তৃতীয় নাটক "Love's Riddle" মূলত একটি গ্রামীণ কমেডি। এটি ট্রিনিটি কলেজে মঞ্চস্থ হয়। শিক্ষা, শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ নাটক "Naugragium Joculare" পাঁচ অঙ্কে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

প্রিন্স অব ওয়েলস এর (পরবর্তী পর্যায়ে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের) ১২ই মার্চ, ১৬৪১ সালে ক্যাম্ব্রিজ সফর উপলক্ষে মাত্র এক সপ্তাহে "দি গার্ডিয়ান" ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটকটি রচনা করেন বেন জনসন, শেক্সপিয়র, মার্লো ও কীডের নাটকে প্রভাবিত হয়ে। এতে সমসাময়িক সমাজকে বিশেষভাবে রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গ করা হয়। বিশ বছর পর এই নাটকটি আবার পরিশোধিত হয়ে "cutter of coleman street" নামে প্রকাশিত হয়। বহু বছর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, অষ্টাদশ শতকেও অভিনীত হয়।

১৬৩৬ থেকে ১৬৪৬ পর্যন্ত রচিত কবিতাসমূহের সঙ্কলন "The Mistress" নামে প্রকাশিত হয় ১৬৪৭ সালে। এ কাব্য সঙ্কলনটি প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছিল। ডানের অনুকরণে রচিত এ কাব্য গ্রন্থটির বহু মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণ হয়। নয় বছর পর প্রায় একই ধরনের কবিতা নিয়ে কিছুটা আধুনিক "The Miscellanies" প্রকাশিত হয়; "Pindariques" ও "Davideis" এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৪৯ সালে ক্রশঅর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় "On Death of Mr. Crawshaw" কাউলের জীবদ্দশায় তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে "Verses, Lately Written upon Several Occasions"। এটি মূলত গদ্য, প্রবন্ধ ও হোরেস, ভার্জিলের অনুকরণে রচিত কিছু কবিতার সম্মিলিত সঙ্কলন। তাঁর গদ্যের মান আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট হলেও তা বেশ সাড়া জাগিয়েছিল এবং এই অর্থেই তা ক্লাসিকাল। "Librii Palantarum" কাউলে যখন গ্রামীণ এলাকায় অবসর জীবন যাপন করছিলেন তখন রচিত, এ গ্রন্থে উদ্ভিদ, প্রকৃতি ও মানুষের চিরকালীন সম্পর্ক নির্ণয়ে কাউলের আবেগ ও ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আরেকটি হচ্ছে তাঁর শেষ জীবনে রচিত "A Proposition for the Advancement of Experimental Philosophy" (১৬৬১); এতে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে তাঁর শিক্ষা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত ভাবনা তুলে ধরেছেন। ১৬৬৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পিণ্ডারের গীতি কবিতার অনুকরণে, বেকনের প্রশংসা ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত মোট এগারোটি প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর শেষ রচনা "To the Royal Society" প্রকাশিত হয়।

ড. স্যামুয়েল জনসনের জীবনপঞ্জি

১৭০৯ : স্যামুয়েল জনসন ইংল্যান্ডের লিচফিল্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাইকেল জনসন ও মাতার নাম সারাহ্ জনসন।

১৭২৮ : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পেমব্রোক কলেজে ভর্তি হন এবং চৌদ্দ মাস পরে কোনো ডিগ্রী ছাড়াই কলেজ ত্যাগ করেন।

১৭৩১ : পোপের অনুকরণে ল্যাটিন "Messia" অনুবাদ করেন এটাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

১৭৩৫ : তাঁর চেয়ে বয়সে বিশ বছরের বড়ো এলিযাবেথ পোর্টার নাম্নী এক বিধবাকে বিয়ে করেন। এলিযাবেথের পূর্বতন স্বামীর সম্পদে একটা গ্রামার স্কুল খোলেন কিন্তু খুব বেশি ছাত্র না পাওয়ায় ১৭৩৭ জানুয়ারি মাসে তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ফাদার লাবোবোর "voyage to Abyssinia" অনুবাদ করেন।

১৭৩৭ : লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় তাঁর প্রাক্তন শিষ্য ও বন্ধু ডেভিড গ্যারিককে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন যান।

১৭৩৮ : তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম "লন্ডন" কবিতাটি নামবিহীন প্রকাশ করেন।

১৭৪৪ : "Life of Richard Savage" প্রকাশিত হয়।

১৭৪৫ : "Miscellaneous observations on the Tragedy of Macbeth" প্রকাশিত হয়।

১৭৪৬ : অভিধান রচনায় মন দেন এবং "A Short Scheme for Compiling a new Dictionary of the English Language" রচনা শুরু করেন পরের বছর তা প্রকাশিত হয়।

১৭৪৯ : "The vanity of Human wishes" প্রকাশিত হয় ড্রুরি লেন মঞ্চে তাঁর ট্র্যাজেডি "Irene" মঞ্চস্থ হয়।

১৭৫০ : "Rambler" সাময়িকীটি প্রকাশ শুরু করেন। দু'বছর তা স্থায়ী হয় এবং ২০৮টি সংখ্যা বের হয়। মাত্র ৭টি বাদে সবই তাঁর নিজের রচনায় প্রকাশিত।

১৭৫২ : এলিযাবেথ জনসন মারা যান। জনসন আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি।

১৭৫৩-৫৪ : "Adventure" পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেন।

১৭৫৫ : নয় বছর পরিশ্রমের পর "A Dictionary of English Language" প্রকাশিত হয় এবং ১৭৫৫ সাল থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে এর ৯৩৯টি সংস্করণ বের হয় এবং পৃথিবীর প্রায় ২৬০৮টি লাইব্রেরিতে তা সংরক্ষিত হয়। অভিধানটিতে প্রায় ৪০,০০০ শব্দ সংযুক্ত হয় এবং ১৮ দশ ও উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের পর্যালোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৭৫৮-৬০ : "Idler" রচনাসমূহ প্রকাশিত হয়।

১৭৫৯ : "The History of Rasselas, Prince of Abyssinia" উপন্যাসটি তাঁর মার মৃত্যুও শেষ কৃত্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করেন। এ উপন্যাসটির ১,০১৯টি সংস্করণ ১৭৫৯ ও ১৮০৯ এর মধ্যে মুদ্রিত হয় এবং পৃথিবী ২,৪৬৪টি গ্রন্থাগারে তা সংরক্ষিত হয়।

১৭৬২ : বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড পেনশন মঞ্জুরি লাভ করেন ইংল্যান্ডের রাজার কাছ থেকে।

১৭৬৩ : জেমস বজওয়েলের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১৭৬৫ : দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শেক্সপিয়র সম্পাদনা প্রকাশিত হয়।

১৭৭৩ : বজওয়েল ও জনসন স্কটল্যান্ড ভ্রমণ করেন, এ ভ্রমণ বৃত্তান্তের উপর ১৭৭৫ সালে "Journey to the western Islands of Scotland" প্রকাশ করেন। বজওয়েল রচিত "Life of Samuel Johnson" প্রকাশিত হয় ১৭৯১ সালে।

১৭৭৯-৮১ : জনসন "The Lives of the English Poets" ১৯৮১ সালে প্রকাশ করেন। ১৭৮১-১৮১০ সালের মধ্যে এর ৬৭৪ টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

১৭৮৪ : এ বছর ১৩ই ডিসেম্বর ৭৫ বছর বয়সে জনসন মারা যান। পরের সপ্তাহে তাঁকে ওয়েস্ট মিনিষ্টার এ্যাবীতে সমাহিত করা হয়।

জনসনের কর্ম পরিচয়

ইংরেজ লেখক ও অভিধান রচয়িতা ড. স্যামুয়েল জনসন ছিলেন লিচফিল্ডের ম্যাজিস্ট্রেট ও পুস্তক বিক্রেতা মাইকেল জনসন (১৬৫৬-১৭৩১) এর পুত্র। মাইকেল জনসন ১৭০৬ সালে সারাহ ফোর্ডকে (১৬৬৯-১৭৫৯) বিয়ে করেন। মাইকেল জনসন মোটামুটিভাবে যোগ্য ও দক্ষ ছিলেন। মার্কেট স্কয়ারের নিকটবর্তী একটি বাড়িতে (বর্তমানে এটি জনসন মিউজিয়াম) লিচফিল্ডে স্যামুয়েল জনসন ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেদিনই তাঁকে সেন্ট ম্যারিজ গির্জায় ব্যাপটাইজ করা হয়।

শিশু বয়সেই জনসন তাঁর পরিণত জীবনের সাফল্যের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করেন। তাঁর যেমন ছিল দৈহিক শক্তি তেমনি ছিল কিছু দুর্বলতাও। তিনি দ্রুত কোনো বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেও তাতে আত্মস্থ হতে দীর্ঘ সময় নিতেন। তিনি যেমন ছিলেন উদার তেমনি ছিলেন গম্ভীর ও খিটখিটে মেজাজের। কোনো এক পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি গলগণ্ড রোগ পান, তাঁর বাবা-মা বিশ্বাস করতেন রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় রোগটি সেরে যাবে হয়ত। তাঁর তিন বছর বয়সে তাঁকে রানি এ্যানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে, রানি এ্যান তাঁকে আদর করে একটা স্বর্ণ মুদ্রাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি, তাঁর আরোগ্য লাভ হয়নি। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা তাঁর কিছুটা অঙ্গবিকৃতিও ঘটায়। এক সময়ে তিনি তাঁর এক চোখে দেখতেও পেতেন না, অন্য চোখেও তিনি খুব ভালো দেখতেন না। কিন্তু তাঁর মনোবল দিয়ে তিনি তাঁর শারীরিক অসামর্থ্যকে জয় করেন। তিনি যেহেতু কর্ম অপটু ছিলেন, সেহেতু লেখাপড়ায় ছিলেন অগ্রগামী ও দ্রুত। তাই যে স্কুলেই তাঁকে ভর্তি করা হতো সেখানেই তিনি অসম্ভব ভালো ফলাফল করতেন।

ষোলো বছর থেকে বয়স আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গৃহেই কাটান। নিজ ইচ্ছানুসারে পাঠের সুযোগ পান। কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা ছাড়াই তিনি তাঁর পিতার সংগ্রহ থেকে যথেষ্ট পড়াশুনা করতেন। কিছু কিছু গ্রিক চর্চাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু স্কুল ছাড়ার পূর্বেই তিনি ল্যাটিন ভাষায় বেশ দক্ষ হয়ে উঠেন এবং সহসাই তিনি ল্যাটিন সাহিত্যে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সোৎসাহে পেত্রার্কের শত শত রচনা পাঠ শেষ করেন। বস্তুত তাঁর ল্যাটিন শব্দ চয়ন ও কাব্যরচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি ল্যাটিন ভাষায় রচিত আধুনিক ও পৌরাণিক উভয় ধরনের রচনাই গভীর অভিনিবেশে পাঠ করেছিলেন।

এভাবেই তিনি অনিয়মিতভাবে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলছিলেন, অন্য দিকে তাঁর পরিবার তখন চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হচ্ছিল। জনসনের পিতার ব্যবসায় ধস নামছিল আর ক্রমাগত তিনি ঋণে ডুবছিলেন। এক সময়ে এমন হলো, পরিবারের ব্যয় নির্বাহের সঙ্কুলানও হচ্ছিল না। কাজেই শুধু অভাবের কারণেই জনসনের পিতা তাঁকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারছিলেন না। একজন দয়ালু প্রতিবেশীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে, জনসনের পিতা তাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পেমব্রোক কলেজে ভর্তি করান। কলেজে প্রথম দিনই জনসন ম্যাকরোবিয়াস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর শিক্ষকদের বিস্মিত করেন। বিজ্ঞতম শিক্ষকদের একজন বললেন, ইতোপূর্বে আর কোনো নবাগতকে তিনি এত উচ্চমানের জ্ঞান সমৃদ্ধ দেখেননি।

অক্সফোর্ডে জনসন মাত্র দু'বছরেরও কম সময় কাটিয়েছিলেন। পেমব্রোক কলেজ গেট যা বর্তমানে জনসনের মূর্তি দিয়ে সাজানো, যেখানে তাঁকে নিয়েই তুমুল তর্ক করে নবীন শিক্ষার্থীরা সেখানেই একদিন হতদরিদ্র পণ্ডিত জনসনকে জীর্ণ পোশাক পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত তাঁর বুদ্ধিমত্তা আর জ্ঞান ঔদ্ধত্য নিয়ে। কলেজের যে কোনো শৃঙ্খলা বিরোধী আন্দোলনেই তাঁকে দেখা যেত নেতৃত্বে। কর্তৃপক্ষ তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন তাঁর দক্ষতা ও জ্ঞান স্পৃহার কারণে। এরও আগে পোপের "Messiah" ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে বেশ আলোচিত হয়েছিলেন। রচনাভঙ্গি ও ছন্দ অবিকল ভার্জিলের মতো ছিলো না কিন্তু অনুবাদটি প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিল স্বয়ং পোপ ও অনুবাদটির প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন।

গ্র্যাজুয়েট হবার সময় প্রায় ঘনিয়ে আসছিল এমন সময়ে দারিদ্র্যও আরও ঘনিয়ে এল। সেই দয়ালু প্রতিবেশী যিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি তা রক্ষায় ব্যর্থ হন। ফলে কোনো ডিগ্রী ছাড়াই জনসনকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। পরের শীতেই তাঁর পিতা মারা যান। তিনি যে দায়ভার রেখে যান সবই তাঁর বিধবা পত্নীকে বহন করতে হয়।

জীবনের পরবর্তী ত্রিশ বছর জনসন চরম দুর্ভোগে কাটান, অসুস্থ শরীর, মন, দারিদ্র্য সব তাঁকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে। নিষ্ঠুর জীবন তাঁর কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠে। তিনি দুরারোগ্য হাইপোকোনড্রিয়া রোগে আক্রান্ত হন। অনেক পরে তিনি বলেছেন, তিনি সারা জীবনই প্রায় উন্মাদ বা অর্ধোন্মাদভাবে কাটিয়েছেন, কার্যত তাঁর অতি আত্মকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি এ কারণেই হয়েছিল। তাঁর মুখ বিকৃতি, অঙ্গভঙ্গি, বিড়বিড় করে কথা বলা দেখে যারা তাকে চিনত না তারা কখনো কখনো আতঙ্কিত বোধ করত। এমনও ঘটতে দেখা যেত, কোনো ভোজসভায় তিনি হঠাৎ টেবিলের নীচে ঝুঁকে পড়ে কোনো মহিলার জুতা নিয়ে তা দোলাচ্ছেন বা কোনো বৈঠকে হঠাৎই হয়ত কোনো প্রার্থনাবাণী সজোরে আওড়াচ্ছেন আবার দেখা যেত কোনো বিশেষ গলিতে না ঢুকে কোনো একটা বাড়ির চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরছেন। পথে হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশের সব খুঁটিকে স্পর্শ করে করে হাঁটতেন। কোনো একটা খুঁটি ছোঁয়া বাদ গেলে আবার একশো গজ পিছিয়ে গিয়ে সেই খুঁটিটাকে স্পর্শ করতেন। রোগের কারণে তাঁর দেহে ও মনে ছিলেন প্রায় অকর্মণ্য, বিষণ্ন। কোনো সময় দেখা যেত বৃহৎ কোনো নগর-ঘড়ির দিকে খুব গভীর ভাবে তাকিয়ে আছেন কিন্তু সময় বুঝতে পারছেন না। অন্য কোনো এক সময়ে তাঁর মনে হতো বহুদূর থেকে তাঁর মা যেন তাঁকে নাম ধরে ডাকছেন।

অবস্থার আরও অবনতি হয়। গভীর বিষণ্নতা তাকে রুদ্ধ করে। ফলে জীবনের কোনো শুভ দিকই আর তাঁর নজরে পড়ত না; মানব স্বভাবের, মানব ভবিষ্যতের সব কিছুই তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হতো। এমন দুর্বিষহ অবস্থায় হয়ত অন্য কোনো মানুষ আত্মহত্যা করত কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি জীবনে ক্লান্ত হলেও মৃত্যুতে ভীত ছিলেন এবং প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকতেন। ধর্মেও তিনি খুব স্বস্তি বোধ করতেন না, প্রচণ্ড বিষণ্নতায়ও তিনি ধর্মচিন্তায় মুক্তি বোধ করতেন না। ধর্ম চিন্তায়ও তিনি তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখতেন। স্বর্গীয় দীপ্তিও তাঁর কাছে বিকৃত হয়ে পৌছত। তিনি তাঁর মধ্যে আলোর স্থলে আঁধারই দেখতেন, হর্ষের স্থলে বিমর্ষতাই দেখতেন।

দেহ ও মনের এমন নাজুক অবস্থা নিয়েই বাইশ বছর বয়সে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নিজের অবস্থান সৃষ্টির আশায়। পাঁচ বছর এমন অবস্থাতেই মিডল্যান্ডে কাটান। তাঁর জন্মস্থান লিছফিল্ডে। তাঁর কিছু পুরোনো বন্ধু ছিল, শ্রীঘ্রই নতুন কিছু বন্ধুও জুটে যায়। আমোদপ্রিয় এক কর্মকর্তা হেনরী হার্ভে জনসনকে গভীর পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সেখানেই।

গিলবার্ট ওয়ামসলী নামে একজন প্রতিভাবান ধর্মযাজক জনসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন এবং জনসনের আচরণে ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ অভিজাত প্রতিবেশীদের অনীহা ও সম্ভাব্য বিরক্তিও ব্যঙ্গ থেকে জনসনকে বাঁচান। অবশ্য লিছফিল্ডে জনসন তাঁর বাঁচার উপযোগী কোনো ব্যবস্থাই খুঁজে পান না। কিছুদিন একটা গ্রামার স্কুলে শিক্ষকতা করেন, লেইচেষ্টারশায়ারে স্থানীয় এক অভিজাত ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু তাঁর উদ্ধত আচরণোপযোগী কোনো পেশার সন্ধান পেলেন না। পরে তিনি বার্মিংহাম যান, বহু ক্লেশে সাহিত্য কর্ম করে কয়েক গিনি রোজগারে সমর্থ হন। বার্মিংহামে তিনি কিছু অনুবাদ প্রকাশ করেন কিন্তু তা কারো নজরে তেমন পড়ে না এবং ল্যাটিন ভাষায় রচিত তাঁর একটা কাজ লোকে প্রায় ভুলে যেতেই বসেছিল।

এই শোচনীয়, ভবঘুরে জীবন যাপন কালে তিনি প্রেমে পড়লেন, এলিযাবেথ পোর্টার (১৬৮৮-১৭৫২) নাম্নী এক মহিলার। তিনি ছিলেন হেরী পোর্টারের বিধবা স্ত্রী, যিনি ১৭৩৪ সালে মারা যান। যে মহিলার প্রেমে জনসন পড়েন তাঁর কন্যা লুসি ছিল জনসনের চেয়ে মাত্র ছয় বছরের ছোটো। এলিযাবেথ পোর্টার ছিলেন বেঁটে, মোটা। প্রচুর প্রসাধন ব্যবহার করতেন। এত কিছু খুঁটিয়ে দেখার সময় অবশ্য জনসনের

ছিল না, তাছাড়া তিনি চোখেও তেমন ভালো দেখতেন না। তাই জনসন তাঁর প্রিয় "টেট্টী"কে (যে নামে জনসন তাকে ডাকতেন) সমস্ত নারী জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী ভাবতেন। বিবাহিত জীবনে তাঁরা আশাতীত সুখী ছিলেন।

তাঁর আটাশ বছর বয়সে জনসন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর "আইরীন" নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লন্ডন রওয়ানা হন। তাঁর বন্ধু ওয়ামসলীর কয়েকটি পরিচয় পত্রই ছিল তাঁর ভরসা। কিন্তু তিনি অনুকূল কোনো সাড়া পেলেন না। লন্ডনে তাঁর দুর্দিনের সহায় ছিলেন হ্যারী হার্ভে নামের এক ভদ্রলোক। জনসন তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। অবশেষে, তিনি এডওয়ার্ড ক্যাইভ পরিচালিত "দি জেন্টেলম্যানস ম্যাগাজিন" পত্রিকায় স্থায়ী একটা চাকরি পেয়ে যান এবং ছদ্মনামে পার্লামেন্ট বিবরণী লিখতেন। ব্যক্তিগত জীবনে টোরী সমর্থক হলেও তাঁর মতে—এক ধরনের সরকার অন্য ধরনের সরকার থেকে আলাদা হলেও—কাজে তাঁরা উভয়ই সমান।

তারপর তিনি সেই পদক্ষেপ নেন, যে পদক্ষেপ নিতে অনেকেই সাহস পাচ্ছিলেন না তিনি "Rambler" পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৭৫০ সালের মার্চ মাসে। ১৭৫০ থেকে ১৭৫২ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার তা প্রকাশিত হতো। শেষ সংখ্যা 'Rambler' যেদিন বের হয় তার তিন দিন পরই মিসেস জনসন মারা যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয় এবং রয়াল একাডেমি তাঁকে প্রফেসর উপাধি দেয়।

জনসনের সমালোচনার উপর মন্তব্য

সম্ভবত জনসন রচিত "Life of Cowley" হচ্ছে একমাত্র সমালোচনা গ্রন্থ, আধুনিক সাহিত্য বোদ্ধা ও পাঠকরা যাতে জনসনের জ্ঞানের গভীরতা দেখে যেমন আশান্বিত হন তেমনি হতাশ হন তাঁর অস্থিরচিত্ততা দেখে। সপ্তদশ শতকের সাহিত্য সমালোচনা যে জনসনের কাছে ঋণী, একথা সর্বজন স্বীকৃত। জনসনই প্রথম ম্যাটাফিজিকাল কবিদের বুদ্ধিমত্তার বিশ্লেষণ তুলে ধরেন পাঠকদের কাছে। আধুনিক পাঠক যদিও বুঝেন, জনসনের বিশ্লেষণ ও মন্তব্য ঠিক সমান্তরাল ছিল না। জনসনের মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য হলেও, তিনিই প্রথম ম্যাটাফিজিকাল কবিদের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন এবং পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন। যদিও তিনি ডান, কাউলে, ক্লীভল্যান্ডের কাব্য সৌন্দর্য আবিষ্কারে ব্যর্থ হন এবং তাদের নিয়ে যে উপসংহারমূলক মন্তব্য করেন তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

"The Life of Cowley" হচ্ছে জনসনের সমালোচনার অভেদ্যতার এমন প্রতীক, যা অষ্টাদশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার একটা মান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জনসনের সমর্থক ও বিরোধীরা তুমুল তর্ক করেও সে সমালোচনা মানে পরিবর্তন আনতে পারেনি। এরকম একটা প্রেক্ষিত না থাকলে বিচার করা সম্ভব হতো না, ম্যাটাফিজিকাল কবিদের সমালোচনায় জনসনের সীমাবদ্ধতা কতখানি দায়ী, আর বর্তমান মূল্যায়নে ডান, মিল্টন, গ্রের চেয়ে বড়ো কবি এই মূল্যায়নটাই বা কতখানি সুস্থির।

"The Life of Cowley" কে যদি জনসনের সমালোচনা ধরনের ভিত্তি ধরা হয়, তাহলে বলা যায় এটি সম্পূর্ণ নির্দোষ সমালোচনা নয়। জনসন নিজে এটিকে তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ জীবনী মনে করলেও অনেক সমালোচক তা মনে করেন না। কারণ ম্যাটাফিজিকাল কবিদের সম্বন্ধে জনসনের সার্বিক মন্তব্য বা তাঁর মন্তব্যের পূর্ণাঙ্গতা এতে অনুপস্থিত। তাছাড়া রুচি, মেজাজ, শিক্ষা, আদর্শ রচনার ধারণা, শ্রুতি অভ্যাস ও ভাষা জ্ঞান—এসব অবশ্যই জনসনের সমালোচনার মান দণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা দোষণীয় কিছু নয়, এরকম সবার বেলায় ঘটতে পারে। কিন্তু কতদূর? এবং কীভাবে? ভাষার ব্যাপারটাই ধরা যাক; জনসন অগাষ্টান ভাষা ও শেক্সপিয়রীয় ভাষার সমান সমালোচক ছিলেন। তাছাড়া যুগের প্রচলিত রুচিবোধ সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি, যেটুকু জানি তাতো জনসনের বর্ণনা থেকেই জানি।

জনসন কোথাও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও তাঁর যে কোনো সমালোচনাতত্ত্ব ছিল না তা নয়; তাঁর সমালোচনার ধারাই ছিল "Practical"; বিশেষ ক্ষেত্রের উপযোগী। যেখানে যে পরিমাণে প্রয়োজন সেখানে সে পরিমাণেই তিনি তত্ত্ব প্রয়োগ করতেন। কারণ কাউলে থেকে কলিন্স পর্যন্ত লেখকদের ধরন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ম্যাটাফিজিকাল কবিদের উপমা ব্যবহার জনসনের একদম অপছন্দের ছিল; তাঁদের দ্ব্যর্থক, স্ববিরোধী শব্দের ব্যবহারও তাঁর অপছন্দের ছিল। তাঁর সাহিত্যের কাছে অভীষ্ট ছিল শুধু আনন্দ।

সমালোচক যদি কোনো লেখকের উপর কোনো স্থায়ী মন্তব্য করতে চান, তাহলে সে লেখকের তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা বিবেচনা করলেই চলবে না, তিনি অবশ্যই তাঁর সাহিত্য মূল্যও বিচার করবেন। কিন্তু "সাহিত্য মূল্য বিচার" জনসন মনে করেন "খুব অস্থির ও অস্থায়ী, তাকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে ফেলা যায় না"। "অতএব এমন কোনো বিশেষ ধরনের রচনা নেই যাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় বা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যেক নতুন প্রতিভাই নতুন কিছু উদ্ভাবন করেন, যা পূর্ববর্তীরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার চেয়ে ভিন্ন কিছু রচনা করেন।" এই ছিল সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে জনসনের দৃঢ় মত। এজন্য জনসন, শেক্সপিয়র যে তাঁর নাটকে এরিস্টোটল কথিত ত্রিঐক্য ভঙ্গ করেন—তার পক্ষে জোর সমর্থন দেন। জনসনের মতে নির্দিষ্ট কাব্য কৌশলের চেয়ে কাব্য সাফল্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচনার ভিত্তি হওয়া উচিত; শিল্প নয়—প্রকৃতি। কারণ প্রকৃতিই হচ্ছে শিল্পের উৎস আর প্রকৃতি শিল্পের মত বিচিত্ররূপী নয়; প্রকৃতি সদা, সর্বত্র একই।

সাহিত্য পাঠকের উদ্দেশ্যেই রচিত—সর্ব সাধারণের জন্য, কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা অভিজাতদের জন্য নয়—এটাই জনসনের সমালোচনা বৈশিষ্ট্য। কবি সব সময় প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেবেন এবং তা কতটা সফলভাবে রূপায়িত হলো তা দিয়েই সমালোচক কবিকে মূল্যায়ন করবেন। জনসন জোর দিয়ে বলেন, সাহিত্য-লব্ধ আনন্দ দ্বিবিধ। তিনি বলেন, "মনকে আকৃষ্ট করা যায় স্মৃতি দিয়ে বা ঔৎসুক্য দিয়ে; প্রাকৃতিক আবেগের উন্মেষ ঘটিয়ে বা তাতে নতুন রূপারোপ করে।" পাঠকদের আকৃষ্ট এবং মোহিত করার উপায় হচ্ছে, সাহিত্য কর্মের দুটি গুণ: শাশ্বত সুন্দর এর আকাঙ্ক্ষা—যা প্রতি হৃদয়ে থাকে সুপ্ত, এবং এমন মনোবৃত্তি যা প্রতি হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তোলে—এবং বৈচিত্র—হঠাৎ আনন্দের বিস্ময়। সফল লেখকই এই গুণগুলোকে সম্মিলিত করতে পারেন—নতুনকে ব্যাপক পরিচিত করতে এবং পরিচিতকে নতুন করতে। এদুটো গুণের যে কোনো একটিকে ভিত্তি করেই জনসন ম্যাটাফিজিকাল কবিদের মূল্যায়ন করেন। ম্যাটাফিজিকাল কবিদের যদি কবি হিসেবে গণ্য করতে হয়; তাহলে তারা এ দুটোর কোনটি অর্জনে সফল, অবশ্যই সেটি হতে হবে তার প্রধান শর্ত।

সত্য ও বৈচিত্র এ দুয়ের মূলই মানব হৃদয়ে প্রোথিত। সাধারণের মধ্যে অসাধারণের আবিষ্কার দেখেই মানুষ আবেগতাড়িত হয়। জনসনের মতে, "চিত্তের আনন্দ" বলতে "অপ্রত্যাশিত ও চমকপূর্ণ কিছুকেই বুঝায়"। "কোনো কিছুই আমাদেরকে আনন্দিত করতে বা আকর্ষিত করতে পারে না যদি তা হঠাৎ না হয়, চমৎকার না হয়।" একইভাবে যা কিছু মানবীয়; ঠিক আমাদের মতো: "আমাদের বিশ্বাসেই আমরা আন্দোলিত হই", "যা এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তা এক মুহূর্তের জন্যও আগ্রহ বা উদ্বিগ্নতা নিয়ে দেখতে রাজি নই।"

জনসনের মতে, ম্যাটাফিজিকাল কবিরা আবেগকে নাড়া দিতে ব্যর্থ, কারণ তাঁরা দূরবর্তী বস্তু সংশ্লিষ্ট বেশি। তাঁরা বিস্ময় জাগাতে ব্যর্থ কারণ তাঁরা সে সব দুরস্থিত বিষয় নিয়ে এত বিশদ আলোচনা করেছেন যে, বস্তু তার প্রাথমিক চমকের আবেদন হারিয়ে ফেলে।

ডান সম্পর্কে জনসন কী লিখতেন, তা বলা যায় না কিন্তু যখন তিনি কাউলেকে নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন, তখন তাঁর কবিতার চুলচেরা বিচার করেন, এবং কোনো কোনো কবিতার প্রশংসা করেন। যেমন—"ode on wit" কবিতাটির উচ্চ প্রশংসা করে জনসন বলেন এটি "অপ্রতিদ্বন্দ্বী"। পিন্ডারের অনুকরণে রচিত কাউলের কবিতা সম্পর্কে জনসনের মন্তব্য "...কাউলে ছাড়া আর কেউ এরকম কবিতা লিখতে পারত না।"

কোনো পাঠক যদি ক্লীভিল্যান্ড বা কাউলের অতিরিক্ত ভক্ত না হয়ে থাকেন তাহলে তিনি জনসনের মন্তব্যের সাথে একমত না হয়ে পারবেন না। জনসন বলেছিলেন এই দুই কবির বেশিরভাগ কবিতায় সত্যিকার কাব্য গতি নেই, পাঠকের মনে তা আগ্রহেরও জন্ম দেয় না। কল্পনার অতি গুরুত্ব প্রায় সব কবিতায়ই আরোপিত। কিন্তু ডানকেও কী একই অভিযোগে অভিযুক্ত না করে পারা যাবে? জনসন ডানের ধর্ম-কবিতাগুলো ছাড়া তাঁর বাকি সব কবিতাই মন দিয়ে পড়েছিলেন এবং ডানের কাব্যের ম্যাটাফিজিকাল বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করেছিলেন।

সমালোচক হিসেবে জনসনও ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ। তাঁর ব্যক্তিগত রুচিবোধের চেয়েও বড়ো অন্তরায় ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূল্যায়নে জনসনের কোনো ব্যক্তিগত তত্ত্ব ছিল না। কোন ধরনের কবিতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এসব বিষয়ে জনসনের কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থান ছিল না। আধুনিক অনেক সমালোচনারও এরকম সীমাবদ্ধতা দেখা যায়।

"Life of Dryden" এ জনসন বলেন, "প্রতি লাইনের সঙ্গে প্রতি লাইনকে তুলনা করে বৃহৎ কাজের মূল্যায়ন করা যায় না" বরং তাদের সার্বিক ও সর্বশেষ প্রভাব দিয়েই তার মূল্যায়ন করতে হয়। কল্পনাপ্রধান সব রচনারই সাফল্য সেখানে, যদি তা পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে এবং তার মনোযোগ ধরে রাখতে পারে। সে বইয়ের কোনো মূল্য নেই যদি পাঠক তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তিনিই সফল লেখক, যিনি পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন, যার লেখা পাঠক আনন্দ লাভের আশায় বার বার প্রতি পৃষ্ঠা পড়ে সাগ্রহে।

টি. এস. এলিয়টের ম্যাটফিজিকাল কবিদের মূল্যায়ন

জনসন প্রথম "ম্যাটাফিজিকাল কবিকুল" শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করেন। তার পর থেকে এ পর্যন্ত এ শব্দ গুচ্ছ নেতিবাচক অর্থেই গৃহীত হয়ে আসছে (এলিয়টের যুগ পর্যন্ত)। জনসন এসব কবিদের একটা গোষ্ঠী বুঝাতে ব্যবহার করলেও, এ কবিকুলের (ডান, হার্বার্ট, ডন, ক্রশঅ কাউলে, ক্লীভল্যান্ড) তাঁদের সবার ব্যবহৃত উপমা ও বুদ্ধি প্রয়োগ ঠিক এমনভাবে অবিকল সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না যে তাদের একটা আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁদের মতো দুরস্থিত উপমার ব্যবহার শেক্সপিয়র, ওয়েবষ্টার, মিডলটন অনেকেই করেছেন।

জনসন ডান, ক্লীভল্যান্ড ও কাউলেকে চিন্তার কেন্দ্রে রেখেই সম্ভবত বলেছিলেন, "আপাত স্ববিরোধী বহুবিধ ভাবনাকে জোরপূর্বক তাঁরা সদৃশ করেছিলেন।" এরকম বহুবিধ ভাবনাকে এক সাথে জোর করে বাঁধার অভিযোগের ভিত্তি হচ্ছে; ভাব ও ভাবনাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায় না, সঠিকভাবে সংযুক্ত হতে দেখা যায় না। জনসনের এই অভিযোগের দৃষ্টান্ত ক্লীভল্যান্ডের কাব্যে প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু সাথে সাথে একথাও সত্যি, কবির মনের প্রভাবে এরকম বহু বিচ্ছিন্ন ভাবনাকেই ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করার শক্তি সব কবির মধ্যে সদা বিরাজমান দেখা যায়। জনসনের নিজের রচিত কবিতায়ও (The Vanity of Human wishes) তা দেখা যায়।

ম্যাটাফিজিকাল কবিদের ভাষা ব্যবহার নিয়ে এলিয়ট মন্তব্য করেন: তাঁদের ভাষা সহজ ও সুবোধ্য, অনেক আধুনিক কবিও ভাষার ব্যবহারকে এত উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁদের বাক্য একটু কঠিন হলেও, এটা কোনো লক্ষ্যণীয় ত্রুটি নয়, বরং তা তাদের ভাব প্রকাশের উপযোগী, এমনকি গ্রের অনেক গীতি কবিতার ভাষার চেয়েও তা অনেক বেশি স্বাভাবিক।

অতএব, বলা যায় অতি দক্ষ, অতি বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন সমালোচক, জনসনও ম্যাটাফিজিকাল কবিদের ত্রুটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। "ম্যাটাফিজিকাল" বিশেষণটির অপব্যবহার বরং এ কবিকুলের দ্রুত অপসারণ ত্বরান্বিত করে যা তাদের মোটেও প্রাপ্য নয়, তাঁদের স্থায়িত্ব পাবারই কথা। ঘটনাচক্রে, জনসন তাঁদের একটা মাত্র বৈশিষ্ট্য "তাঁদের বিশ্লেষণী হবার প্রচেষ্টা"কে তাঁদের প্রধান ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জনসন লক্ষ করেননি, প্রাথমিক বিচ্ছিন্নতার পর তাঁরা তাঁদের বিষয়বস্তুকে পুনরায় নতুন ঐক্যে পুনর্গঠিত করেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে।

এলিয়ট যুক্তি দেখান, কোনো কবি যখন কবিতা রচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হন, তখন তিনি অনবরত সম্পূর্ণ স্ববিরোধী ধারণাগুলোকে মিশ্রিত করে সম্পূর্ণ নতুন রূপে ঐক্যবদ্ধ করে রূপায়িত করতে থাকেন কারণ প্রত্যেক সাধারণ মানুষের ভাবনাগুলো সব সময় থাকে এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ও বহুধা বিভক্ত। ধরা যাক, একজন মানুষ প্রেমে পড়ল অথবা স্পিনোজার দর্শন পাঠ করল বা টাইপরাইটারের শব্দ শুনল অথবা কফির ঘ্রাণ পেল—এসব ভাবনাগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো মিল নেই—কিন্তু কবি তাঁর অনুভূতি দিয়ে এসব বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে একটা নতুন যোগ সূত্রে, একটা নতুন ঐক্যে সামগ্রিক রূপে রূপায়িত করেন। ম্যাটাফিজিকাল কবিরাও তা করেছিলেন।

এলিয়ট আরো যুক্তি দেখান: সভ্যতার যাত্রা যত অগ্রসর হয়, মানুষের চিন্তায় তত বেশি বৈচিত্র ও জটিলতা বাড়ে, চেতনা আরো শানিত হয়, প্রখর হয়। কবিকেও তাই হতে হয় শানিত চেতনার, প্রখর অনুভূতির প্রয়োজনে তার ভাষাও হতে পারে ভিন্ন মাত্রার, ভিন্ন অর্থের। ম্যাটাফিজিকাল কবিরা এই অর্থে ছিলেন অনেক বেশি তাঁদের সময়ের তুলনায় অগ্রগামী। লাফর্গ ও কোরবীয়ার এই দুই ফরাসি কবি তাঁদের কাব্য বৈশিষ্ট্যে অনেকটাই ছিলেন ম্যাটাফিজিকাল কবিদের কাছাকাছি। কোনো আধুনিক ইংরেজ কবি কিন্তু সে মাপের নন।

এলিয়ট উপসংহার টানেন এই বলে যে ম্যাটাফিজিকাল কবিরা (ডান, ক্রশঅ, ভন, হার্বার্ট, মার্ভেল, কিং ও কাউলে) ইংরেজি কাব্য ধারায় সন্নিবিষ্ট। তাঁদের ভিন্ন চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই, ছোটো করে দেখার বা তাঁদের প্রবীণত্বের প্রতি অতি গুরুত্বও দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মাপকাঠি তাঁদের নিজেদের যোগ্যতা। প্রশংসার ছলে তাঁদের "ম্যাটাফিজিকাল" বা "বুদ্ধিদীপ্ত" বা "দুর্বোধ্য" বা "তীক্ষ্ণধীমান" বলে তাঁদের সীমাবদ্ধ করারও প্রয়োজন নেই কারণ অন্য সব সিরিয়াস কবিদের মধ্যেও এসব বৈশিষ্ট্য প্রায় সমপরিমাণে ছিল। অন্যদিকে জনসনের মূল্যায়ন মানকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ না করে, তার উপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জন না করে জনসনের মতকে অগ্রাহ্য করারও প্রয়োজন নেই কারণ জনসনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন।

Life of Cowley

অনুবাদ : ড. রুহুল আমীন

মূল প্রবন্ধ :

ইংরেজি ভাষায় জীবনী রচনার বেশ অভাব সত্ত্বেও ড. স্প্র্যাট কাউলের জীবনী রচনা করেছেন। তাঁর রচনার গুণ ও মান, ভাষার দক্ষতা বেশ উঁচু সাহিত্য মানের কিন্তু তাঁর বন্ধুত্বের আবেগ আতিশয্য, উঁচু প্রকাশভঙ্গি মনে হয় যেন কারো উদ্দেশ্যে শোক-বক্তৃতা। তাই তা পূর্ণ মাত্রার জীবনেতিহাস হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি কাউলের চরিত্র চিত্রণ করেছেন, তাঁর পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরতে পারেননি। কারণ তিনি বিশদ বর্ণনায় যাননি, ফলে ব্যক্তি কাউলের জীবনের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়, অস্পষ্ট থেকে যায়, অতি প্রশংসার বিস্তৃত কুয়াশা জালে সবই অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আব্রাহাম কাউলে ১৬১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মুদি দোকানদার। কিন্তু তাঁর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বিশদ বিবরণ ড. স্প্র্যাট চেপে যান সম্ভবত সৌজন্য বোধের কারণে। সম্ভবত কাউলের পিতার জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা চেপে যাবার আরেকটি কারণ হলো: সেন্ট ডানস্টানের খাতায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ দেখা যায় না; অনুমান করা যায়; ধর্ম বিশ্বাসে তিনি ছিলেন ভিন্ন মতাবলম্বী। যাহোক, কাউলের পিতা ব্যক্তি জীবনে যাই থেকে থাকুন না কেন; তিনি কাউলের জন্মের পূর্বেই মারা যান এবং পিতৃহীন কাউলেকে তাঁর মার প্রযত্নে রেখে যান। তাঁর মা পিতৃহীন কাউলের শিক্ষাক্রমে অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট সংগ্রাম করেন। কাউলের মার সৌভাগ্য যে, তাঁর দীর্ঘ আশি বছরের জীবনাবস্থাতেই তিনি তাঁর পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত হতে দেখে যান, যা তাঁর স্বপ্ন ছিল তা তিনি পূর্ণ হতে দেখে যান। পুত্রের সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি দেখে মা অবশ্যই প্রশান্তিবোধ করেছিলেন। ড. স্প্র্যাটের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, কাউলে আজীবন তাঁর মার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ সসম্মানে লালন করেছেন। মাতৃঋণের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন আজীবন।

কাউলে বলেন, তাঁর মার শোবার ঘরের জানালায় স্পেনসারের "ফেইরী কুইন" পড়ে থাকতে দেখেন। বালক কাউলে বইটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর কাব্যগুণ তাঁকে এত বেশি আকৃষ্ট করে যে তাঁর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে নিজেই একদিন কবি বনে যান কাউলে। এমনি অনেক ঘটনা ঘটে অনেক বিখ্যাত মানুষের জীবনে যার কিছু অনেক আমরা কখনো কখনো স্মরণে রাখি, কখনো কখনো বিস্মৃত হই। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও কবির জীবন প্রতিভার ভিত্তি এ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যিকার প্রতিভা এমনিভাবে হঠাৎই কোনো দিকে ঝুঁকে পড়ে। আজকের দিনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্যার জশুয়া রেনল্ডস, রিচার্ডসনের একটা লেখা পড়েই চিত্র শিল্পের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

কাউলে তাঁর মার ইচ্ছানুসারেই "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার" স্কুলে ভর্তি হন, সেখানে দ্রুত তিনি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন, অবশ্য স্প্র্যাট বলতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, "তাঁর স্মৃতি শক্তিতে কিছু সমস্যা ছিল সে সময়ে, যার কারণে কাউলে কিছুতেই তাঁর শিক্ষকদের সহায়তা সত্ত্বেও ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ রাখতে পারতেন না।"

এটা মানুষের বিস্ময় প্রকাশের সাধারণ একটা প্রবণতা মাত্র। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না কারণ স্প্র্যাট তা অন্যের মুখে শুনেছেন তাই তার বিশদ ব্যাখ্যা দেননি তবুও তাঁর বইয়ের সূচনায় তিনি এ কথাটি অস্বীকার করেন। স্মৃতি বিষয়টাই হচ্ছে এমন যাতে কিছুকে সঞ্চয় করা হয় আর কিছু বাদ দেয়া হয়, এইভাবেই মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া বিনম্র সৌন্দর্য বোধ প্রকাশের জন্যও কাউলে এমন বলে থাকতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থকারের সঙ্গে কাউলের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাও এ সন্দেহ দূর করে। গ্রন্থকার বলেন কাউলের "যে কোনো প্রতিবন্ধকতার প্রতি ছিল প্রবল বিরোধ, এত বিরোধ যে, কাউলের শিক্ষক তাকে বই দেখে দেখে নিয়ম মুখস্থ করাতে পারেননি।" কাউলে বলেন না যে তিনি

ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করতে পারেননি, তিনি বলেন, তিনি চর্চা ও প্রয়োগ করেই নিয়মগুলো শিখে ফেলেছিলেন এবং যেহেতু তিনি ছিলেন "প্রতিবন্ধকতা বিরোধী" তাই তিনি ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করার ঝামেলা এড়াতে চেয়েছেন।

ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাউলে, মিল্টন এবং পোপ ছোটো বেলায়ই "আধো আধো বোল"ঃ যখন বলতে শুরু করেন তখনই ভাষার প্রকাশ তাঁদের বলিষ্ঠ দেখা যায় এবং এমন সব প্রকাশে তাঁরা তখন থেকেই দক্ষ হয়ে উঠেন যা অনেক বয়স্ক, পরিণত মানুষেরাই পারত না, এমনি অবিশ্বাস্য ছিল তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর। কিন্তু কাউলের বাল্য প্রতিভা ছিল নিঃসন্দেহে ভিন্ন। কারণ মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি শুধু কাব্য রচনাই করেননি তা মুদ্রিতও হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল "The tragical History of Pyramus and Thisbe" এটি তাঁর মাত্র দশ বছর বয়সে মুদ্রিত হয়। "Constantia and Philetus" মুদ্রিত হয় তাঁর বারো বছর বয়সে।

যখন কাউলে স্কুল ছাত্র তখনই তিনি কমেডি নাটক "Love's Riddle" রচনা করেন যদিও তাঁর ক্যাম্ব্রিজে কিছুকাল অধ্যয়নের আগ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর এই কমেডিটি ছিল গ্রামীণ ধরনের সমসাময়িক কাল চ্যুত তাই কাউলের কম সমর্থকদের কাছে তা তেমন বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেনি।

১৬৩৬ সালে কাউলে অধ্যয়নের জন্য ক্যাম্ব্রিজ যান, সেখানে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি অধ্যয়ন করেন। শোনা যায় এসময়ই তিনি তাঁর 'Davedeis' এর অধিকাংশ লিখে ফেলেন। "Davedeis" ছিল এমন মানের সাহিত্য কর্ম যা রচনার জন্য অতি উদ্যমশীল মানুষেরও অনেকদিন পড়াশুনার জন্য ও উপাদান সংগ্রহের জন্য কাটাবার কথা।

ক্যাম্ব্রিজে তাঁর দুই বছর অবস্থানের পর তাঁর "Love's Riddle" প্রকাশিত হয় যা তিনি স্যার ক্যানীম ডিগবীকে উৎসর্গ করেন, যার সঙ্গ পাওয়া সমসাময়িক সকলের ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়। ল্যাটিন ভাষায় রচিত "Naufragium Joculare" হাস্য রসাত্মক রচনা হুবহু প্রাচীন আদলে রচিত নয়: কারণ এটি লঘু কাব্য ধরনে রচিত নয় বরং এটি একটি গদ্য রচনা। ড. কোম্বারের উদ্দেশ্যে এটি উৎসর্গীত। কিন্তু তাঁর এ রচনাটি ঠিক জনপ্রিয় উপাদান সম্বলিত ছিল না আবার কোনো জ্ঞান-গর্ভ বিষয়ও তাতে ছিল না। তাই তাঁর এ রচনাটি কার্যত সর্বজনে উপেক্ষিত হয়।

গৃহযুদ্ধের প্রারম্ভে যুবরাজ যখন ইয়র্ক যাবার পথে ক্যাম্ব্রিজ পৌছান তখন তাঁর সামনে "The Guardian" উপস্থাপন করা হয়। এ হাস্য রসাত্মক রচনাটি, কাউলে বলেন, "রচিতও হয়নি, মঞ্চস্থও হয়নি শুধু খসড়া করা হয়েছিল মাত্র, গুণীজনেরা তারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন মাত্র।" তাঁর দেশে অনুপস্থিতি কালে তাঁর এ রচনাটি মুদ্রিত হলে তাঁর জনপ্রিয়তায় যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দেয়; যদিও নাট্য বিদ্রোহী আন্দোলনের কালে এটি গোপনে অভিনীত হতো এবং যথেষ্ট প্রশংসিত হতো।

১৬৪৩ সালে তিনি যখন শিল্প চর্চায় যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছেন তখন পার্লামেন্টের চাপে তিনি ক্যাম্ব্রিজ থেকে বহিষ্কৃত হন এবং অক্সফোর্ডের সেন্ট জন কলেজে আশ্রয় নেন। তাঁর রচনা সংগ্রহে সর্বশেষ সংযোজনায় "The Puritan and the Papist" নামক ব্যঙ্গ রচনাটি যখন জুড়ে দেয়া হয়; উড বলেন, তাতে কাউলের রাজানুগত্যের উঞ্চতা ও বাক ভঙ্গির সৌন্দর্য রাজার পার্শ্বচরদের এত বেশি মুগ্ধ করে যে তা লর্ড ফকল্যান্ডের নজরেও পড়ে আর লর্ড ফকল্যান্ডের দৃষ্টি যার উপর প্রসারিত হয় তারই জৌলুস বেড়ে যায়।

পরে অক্সফোর্ড যখন পার্লামেন্টের কাছে আত্মসমর্পণ করে তখন কাউলে রানির সঙ্গী হয়ে প্যারিস যান এবং প্রথমে লর্ড জেরমিন ও পরে আর্ল অব আলবান্সের সচিব নিযুক্ত হন এবং রাজকীয় সব পত্র রচনা ও বিনিময়ের দায়িত্বভার পান রাজা ও রানির মধ্যে বিনিময়কৃত সাঙ্কেতিক পত্রসমূহের ব্যাখ্যার এবং সাঙ্কেতিক পত্র রচনার দায়িত্ব পান। এ দায়িত্বভার ছিল বেশ সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে তাঁকে সপ্তাহের প্রায় সবদিন এবং দু'তিন রাত এ কাজে কাটাতে হতো।

১৬৪৭ সালে তাঁর "Mistress" প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রকাশিত এ পুস্তকটির ভূমিকায় তিনি তাঁর চিন্তার কথা এভাবে প্রকাশ করেন, "কবিরা কদাচ স্বাধীন, তাঁদের কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং কারো না কারো প্রতি অনুগত ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়।"

আমার মনে হয়, প্রেম গীতিকার প্রতি যে আনুগত্যের কথা কাউলে বলেন, তা অনেকটা পেত্রার্কের ধারার। পেত্রার্ক অনেকটা পশ্চাৎপদ ও অসংস্কৃত যুগেও তাঁর প্রেয়সী লরার প্রতি যে সুরেলা প্রেম গীতিকা রচনা করেছিলেন সে সুরই পরবর্তীতে শিক্ষিত ও মার্জিত ইউরোপের প্রেমে ও কাব্যে প্রভাব ফেলে, ইউরোপকে কাব্যে ও প্রেমে ভরে তোলে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, সব কিছুর ভিত্তিতে: যিনিই প্রেমের মহিমা কীর্তন করবেন তাঁকেই বিশুদ্ধ প্রেমানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। পেত্রার্ক ছিলেন প্রকৃত প্রেমিক এবং লরা নিঃসন্দেহে এমন প্রেমিকেরই প্রেম প্রকাশের উপযুক্ত। বার্নস আমাদেরকে এরকম তথ্যই দেন, তাঁর হাতে প্রচুর তথ্য ছিল। তাঁর অন্তর্জালার কথা, তাঁর চরিত্র বৈচিত্রের কথা যে সব কারণে তাঁর হৃদয় দীর্ন হয়েছিল, কার্যত তিনি একবারই প্রেমে পড়েছিলেন এবং তারপর আর আবেগ প্রকাশের আগ্রহ ছিল না তাঁর।

এ কারণে পাঠক তাঁর রচনায় আগ্রহ না হারিয়ে পারে না, কবিও তাঁর রচিত কবিতা উভয় বিষয়েই পাঠকের আগ্রহ কমে যায়। প্রেমে আতিশয্য স্বাভাবিক; প্রেমিক তার নিজ গুণে প্রেমিকাকে আকৃষ্ট করতে চাইবে এটাও স্বাভাবিক। প্রেমিকাকে আকৃষ্ট করার এ প্রয়াসে প্রেমিক তার বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্যে প্রেমিকাকে মুগ্ধ করার প্রয়াসী হবেনই, কিন্তু কবি কখনো কখনো এসব প্রকাশে "অর্থহীন বায়বীয়তায়" আক্রান্ত হন, আমাদেরকে বিতর্কে লিপ্ত করেন কাউলে কি তাঁর গুরু পিণ্ডারের কাছ থেকে এসব "স্বপ্নের ছায়াই" আয়ত্ত করেছেন কিনা!

কোনো বিদ্যায়তনের নির্জনতায় অথবা জীবন চাঞ্চল্যের অস্থিরতার মাঝেও প্রায়োগিক কোনো বিষয় বা গুঢ় কোনো তত্ত্বের অভাব হয় না এবং তা পাওয়াও খুব কঠিন কোনো বিষয় নয়। মানুষের জীবন এত দুর্বহ হওয়ার কথা নয় যাতে সে তার মূল্যবান সময় স্বেচ্ছায় কতগুলো স্বপ্ন আর কৃত্রিম ঘটনার মধ্যে নিজেকে আবৃত রাখবে। যে ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা বিশ্বাস ভঙ্গ অথবা অর্থ আত্মস্মাতে অপরাধী ভাবে এবং কল্পিত সে অপরাধ থেকে পরিত্রাণ পাবার কাল্পনিক প্রয়াসে সদা নিয়ত থাকে, যে অপরাধ সে জীবনে কখনো করেনি তার সঙ্গে এমন একজন লোকের পার্থক্য সামান্যই যিনি স্বচক্ষে সৌন্দর্য অবলোকন না করে সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন, ঈর্ষান্বিত না হয়েও ঈর্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, কখনো নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন কখনো গুরুত্বহীন মনে করেন; তাঁর কল্পনায় যথেচ্ছ বিহার করেন, কখনো তাঁর স্মৃতি হাতড়ে মরেন এমন প্রতীকের খোঁজে যা কখনো আশায় উদ্বেলিত করে, কখনো নিরাশায় নিমজ্জিত করে। তাঁর কল্পনার ধনকে কখনো বিবর্ণ পু র সাথে তুলনা করেন কখনো বা গুণে ভাস্বর, মহামূল্যবান চিত্রিত করেন।

প্যারিসে লর্ড জেরমিনের সচিব হিসেবে কর্মরত অবস্থায় কাউলে বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জড়িত ছিলেন। বাস্তব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে রত ছিলেন, কাজেই তিনি কল্পনা নির্ভর কোনো কাজে মনোনিবেশ করার যথেষ্ট সময় পাননি। মিঃ বেনেটের (পরবর্তীতে আর্ল অব আর্লিংটন) নিকট প্রেরিত, ১৬৫০ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কাউলের পত্রাবলি মিঃ ব্রাউন প্রকাশিত "Miscellanea Aulica" তে সংরক্ষিত আছে। এই পত্রাবলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলোতে বিষয়বস্তুই প্রাধান্য পেয়েছে: শব্দ চয়ন বা রূপতত্ত্ব নয়। অকারণ কাব্য সৌন্দর্য বা বাকভঙ্গির চর্চিত রূপ সে সব পত্রে অনুপস্থিত কারণ সেগুলো ছিল একান্তই রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় সম্বলিত।

একটা অনুচ্ছেদ (স্কটল্যান্ড চুক্তি ও পরবর্তী বিদ্রোহ নিয়ে রচিত) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের অযোগ্য নয়:

> "স্কটল্যান্ড চুক্তি" তিনি বলেন, "হচ্ছে একমাত্র বিষয় যা নিয়ে আমরা গভীরভাবে জড়িত; আমি আশা করি এবং এখনো বিশ্বাস না করে পারি না যে অচিরেই একটা চুক্তি সম্পাদিত হবে: জনগণ সে রকম একটা ঐক্যই আশা করে। স্কটিশরাও তাদের দাবির কিয়দাংশে নমনীয় হবে

বলে আমার বিশ্বাস। উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার একটা আবহ দৃশ্যমান, বিষয়টি মহামান্য রাজার গোচরে আছে এবং বিষয়টি তাকে বোঝানো হচ্ছে। সত্য বলতে কী (যা আমি সবচেয়ে বড়ো যুক্তি বলে মনে করি), এরকম বিষয়ে ভার্জিলও একই কথা বলেছিলেন।"

বর্তমানকালের কোনো সচিবের কাছে এরকম বিবরণ হাস্যকর বিবেচিত হবে বা বড়োজোর পাণ্ডিত্যের অতি দাম্ভিক বহিঃপ্রকাশ মনে হবে। কিন্তু সে যুগের বিষয়গুলো এত বেশি কুসংস্কার পূর্ণ ছিল যে, আমি সন্দেহ না করে পারছি না যে কাউলের আর কোনো উপায় ছিল না, সে প্রেক্ষিতে ভার্জিলের ভাগ্য ও তার ভবিষ্যদ্বাণীকে উদ্ধৃত না করে।

কয়েক বছর পর স্প্র্যাট বলেন, কাউলের "কাজ" "অন্যদিকে ঘুরে গেল" এবং কাউলের প্যারীসে অবস্থান অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় ১৬৫৬ সালে তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। "গোপনীয়তা রক্ষা ও অবসর জীবনের ছুতোয়, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর অনুপ্রবেশ থেকে তাঁকে বিরত করতে।"

তাঁর ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর পরই আগ্রাসী ক্ষমতাশালীদের কিছু কিছু দূত তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং অন্য একজন যোগ্য লোক খুঁজতে থাকে এবং যথেষ্ট তল্লাশির পর তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং ড স্ক্যারব্রো তাকে এক হাজার পাউণ্ডের মুচলেকা দিয়ে অবমুক্ত করান।

এ বছরই তিনি ভূমিকাসহ তাঁর কাব্য প্রকাশ করেন, যার অনেক কিছুই পরবর্তী সংস্করণে তিনি বাদ দেন তাঁর রাজানুগত্যে কিছুটা শৈথিল্যের কারণে। এই ভূমিকাতে তিনি বলেন, "কিছুদিন আগ থেকেই এবং এখনো তিনি অবসর যাবার কথা এবং আমেরিকার কোনো এক খামারে চলে যাবার কথা ভাবছিলেন এমনকি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার শঙ্কাও প্রকাশ করছিলেন।"

জবর দখলকারী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করায় যে আপাত গণধিককার তাঁর জন্য নিয়ে এসেছিল তাঁর জীবনীকাররা তাঁকে সে গ্লানি থেকে মুক্তি দানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যদিও তাদের এত চেষ্টার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না; কারণ তাঁর খ্যাতির এতটুকুও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি, তাঁর আত্মসমর্পণের কারণে। তাঁর অবসর গ্রহণেচ্ছা ছিল অকপট। একজন মানুষকে এক রাজ্যে অপমান করে, অন্য রাজ্যে বিচার করলে তাও এমন অবস্থায় বিচার করলে: যখন তিনি দিন-রাতব্যাপী সাঙ্কেতিক পত্র রচনা ও পাঠোদ্ধারে ব্যয় করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে, তাঁকেই যখন কারারুদ্ধ করা হয় তখন তো সে মানুষটি নিরাপত্তা ও একটু শান্তির আশায় ভিন্ন কোনো দেশে অবসর কাটানোর বাসনাতো প্রকাশ করতেই পারেন। তথাপিও, একজন প্রতিভাবাবান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বা একজন ভুক্তভোগীর প্রতি করুণা কোনোটাই আমাদেরকে ভুলতে দেয় না যে, তাঁর কর্মদক্ষতায় যেমন ছিল গুণ তেমনি ছিল তাঁর পশ্চাদপসারণও ভীরুতা।

স্প্র্যাট বলেন পরবর্তী পর্যায়ে কাউলে চিকিৎসক হিসেবে অবতীর্ণ হন, অবশ্য তখনো তাঁর "মূল পেশায় ফিরে আসার গোপন বাসনা লুকিয়ে রেখেই" এবং মি. উড বলেন, "ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে তুষ্ট রেখেই তিনি তা করতে চেয়েছিলেন (রাজার অনুসারীরা তা লক্ষ করছিলেন), তিনি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পদে যোগ দেবার আদেশ পান, আদেশটি তাঁর মনোপযোগী ছিল (যদিও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা এ জন্য তাঁর সমালোচনা করেছিলেন)।" তিনি পুনরায় ফ্রান্স যান। সাথে নিয়ে যান "oliver's death" কাব্যগ্রন্থ।

তাঁর এ পদায়ন খুব অনুকূল কিছু ছিল না, তাই এই পদে যোগদানে খুব অন্যায় কিছুও আবিষ্কার করা যায় না। তিনি ক্ষমতাশীন লোকদের তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন তা প্রথমেই খতিয়ে দেখবার বিষয় তাকে কোনো দোষারোপ করবার আগে। শোনা যায় ক্ষমতাশীনদের তিনি তেমন কোনো গোপন বিষয় সরবরাহ করেননি বা তাদের কোনো গোয়েন্দা বৃত্তি দিয়ে বা তাদের অনুকূলে যায় এমন কোনো তথ্য দিয়ে সহায়তাও করেননি। তিনি যদি তাদের কাছে শুধু নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, যারা তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেবেন; তাহলে তিনি প্রচলিত সামাজিক আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটাননি।

যে মানুষটি তাঁর একটি ন্যায় কাজের জন্য তাঁর শত্রুদের হাতে পড়েছেন, তিনি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তায় সামান্যতম পরিবর্তন না এনে যদি নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিতে তাঁর মুক্তি ও জীবন বাঁচাবার নিশ্চয়তা পান: যদি শত্রুপক্ষ যা ভেবেছিল, তা তিনি পূর্বে কখনো না করে থাকেন তাহলে তাঁর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে তো তাকে কারারুদ্ধ করা বা মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কথা। যিনি অন্যের হাতে বন্দি তিনি তাদেরকে ক্ষতিকর কোনো তথ্য নাও দিতে পারেন, কারণ কোনো শক্তি দিয়েই সত্যিকার আনুগত্য আদায় করা যায় না। তিনি ক্ষতিকর কিছু না করে একেবারেই নীরব থাকতে পারেন।

এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে, কাউলে খুব কম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আনুগত্য তাঁর জন্য তাঁকে বিশ্বস্ততা বা প্রচুর আনুকূল্য এনে দিয়েছিল তেমন মনে হয় না, তাঁকে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রাখা হয়েছিল, পূর্ণ বিশ্বাসে আনা হয়নি কারণ তাঁর জামিনের জন্য প্রদত্ত মুচলেকা কখনো বাতিল করা হয়নি; বা তিনি কখনো নিরাপদ বোধ করেননি কারণ অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যু ও সরকার পতনের পর তিনি পুনরায় ফ্রান্সে ফিরে যান এবং রেষ্টোরেশানের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

"তিনি শর্তাধীনই ছিলেন" তাঁর জীবনীকার বলেন, "সাধারণ মুক্তির" পূর্ব পর্যন্ত; তাহলে ধরে নেয়া যায় তিনি ফ্রান্স যাননি এবং রাজার পক্ষে কাজ করেননি, যাদের কাছে মুচলেকা দিয়েছেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাঁর বন্ধুকে বিপদাপন্ন করে তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেননি বরং যা করেছিলেন তাঁর বন্ধুর অনুমতি নিয়েই করেছিলেন।

কাউলে অলিভারের মৃত্যুতে যে কাব্য রচনা করেন তার উপর উডের বক্তব্য অতি প্রশংসায় জর্জরিত মনে হয়, অবশ্য তাতে অতিপ্রশংসার তেমন কিছু ছিল না। সেখানে ছিল অলিভারের সরকার নিয়ে কাব্যে রচিত একটি আলোচনা মাত্র। কিন্তু এ রচনাটি ক্ষমতা জবর দখলকারীদের যথেষ্ট প্রশংসা পায়নি।

যাহোক, ১৬৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কাউলেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে প্রধান করা হয়। ড. বার্চ যে বর্ণনা দেন, রয়্যাল সোসাইটির প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কে সেখানে আমরা দেখি, বার্চ, কাউলেকে একজন পরীক্ষণ বিলাসী দার্শনিক হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং কাউলেকে ড. কাউলে বলে অভিষিক্ত করেন।

এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে কাউলে প্রচুর দর্শন চর্চা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রস্তুতিমূলক পঠন পাঠন, জাতিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে এবং জাতির জন্য প্রচুর সম্মান বয়ে নিয়ে আসে। ড. কাউলে উদ্ভিদ বিজ্ঞানকে চিকিৎসা শাস্ত্রের সহযোগী শাখা বিবেচনা করে কেন্টে বসবাস শুরু করেন, উদ্ভিদ সংগ্রহের আশায়; ড. কাউলে উদ্ভিদ নিয়ে এত বেশি আকৃষ্ট বোধ করেন যে, জ্ঞানের অন্যান্য শাখা তাঁর কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, উদ্ভিদ বিজ্ঞান কাউলের কাছে কবিতা হয়ে যায়। ল্যাটিন ভাষায় তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উপর প্রচুর পুস্তক রচনা করেন। এদের মধ্যে প্রথম দুটি পুস্তকে তিনি শোক গাথার আকারে বিভিন্ন উদ্ভিদের গুণাগুণ বর্ণনা করেন, তৃতীয় ও চতুর্থ পুস্তকে তিনি ফুলের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুস্তকে তিনি উদ্ভিদের ব্যবহার ও গুণাগুণ "হিরোয়িক কাপলেটে" লেখেন।

একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই সময়ে দুজন কবির জন্ম হয়: এ দুজন মহান কবি হলেন কাউলে ও মিল্টন। অবশ্য দু'জনেই অসমান প্রতিভার অধিকারী, প্রায় বিপরীতধর্মী প্রতিভার কিন্তু দুজনেই লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায়। কিন্তু তাঁদের দুজনের এবং মে'র কবিতার আবির্ভাবের পূর্বে ইংরেজি সাহিত্য পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় পিছিয়ে ছিল।

কাউলে ও মিল্টনের ল্যাটিন কাব্যের তুলনায় মে'র কবিতা ছিল শ্রেয়; আমার মতে কাউলে ও মিল্টন এ দুজনের মধ্যে কাউলেই ছিলেন অধিক সফল। মিল্টন যখন প্রাচীন চিন্তাকেই প্রাচীনদের ভাষায় রঞ্জিত করেন, কাউলে তখন প্রাচীনদের ভাষায় আধুনিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটান; ল্যাটিন ভাষায় শব্দ ঐশ্বর্য রক্ষা করেই।

রেষ্টোরেশানের সময় তাঁর সুদীর্ঘ সেবার ও বিশ্বস্ততার জন্য, তাঁর প্রতিভার মর্যাদা হিসেবে তাঁর প্রচুর প্রাপ্য ছিল এবং পাছে কেউ তাঁকে ভুলে না যায় সে জন্য কাউলে একটি বিজয় সঙ্গীতও রচনা করেন।

কিন্তু সময়টা জনগণের এত বেশি আশার ছিল যে অনেককেই হতাশ হতে হয় অনিবার্য কারণে এবং কাউলে অনেক ক্লান্তিকর বিলম্বের পর অবশ্য তাঁর পুরস্কার পান। রাজা প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় চার্লস উভয়েই কাউলেকে সেভয়ের কর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু উড বলেন, "তিনি তা হারান কবিতার শত্রুদের কারণে।"

রাজানুগ্রহের অবহেলা তাঁর মনোবেদনার কোনো কারণ ঘটেনি, বরং এ পরিবর্তনই তাঁর কাম্য ছিল, ফলে তিনি এ অবসরে পুরোনো হাস্যরসাত্মক নাটক "দ্য গার্ডিয়ান" মঞ্চোপযোগী করেন এবং তাঁর এ পুরোনো নাটকটি "দ্য কাটার অব কোল্যান ষ্ট্রিট" নামে জনসমক্ষে মঞ্চস্থ করেন আরো তীব্রতার সাথে উপস্থাপন করেন, পরে তা রাজদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়।

ড্রাইডেনও স্প্র্যাটের সাথে নাটকটির প্রথম প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বলে মি. ড্যানীশের কাছে মন্তব্য করেন। তাঁরা তাদের মন্তব্যে বলেন, "কাউলে যখন শুনলেন তাকে কতটা অবহেলা করা হয়েছে, তাঁর ব্যর্থতার সংবাদ ততটা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করেননি, যতটা দৃঢ়তা এ মহান ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা হয়েছিল।"

কিন্তু কী রকম দৃঢ়তা তাঁরা কাউলের কাছে আশা করেছিলেন বা কীরকম দুর্বলতা কাউলে দেখিয়েছিলেন তা ড্রাইডেন ও স্প্র্যাটের বর্ণনা থেকে জানা যায় না। যা কেউ চায় তা যদি না পায়, তাহলে যা সে পায় তাতে কোনো ব্যক্তিরই তুষ্ট হবার কথা নয়, এমনকি তিনি যদি তাঁর নিজের কর্মে কোনো অপূর্ণতা ছিল এমন বিবেচনা করতে না পারেন তাহলেতো তার মোটেও তুষ্ট হবার কথা নয়। যখন কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য থাকে জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করা, তখন কোনো সমালোচকেরই অধিকার থাকে না তার কর্মটিকে তুলনা করার বা মান নির্ণয় করার, বিচারকদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবার বা নিজের আত্মবিশ্বাসহীনতাকে, লজ্জাকে নিজের উজ্জ্বলতার ঔদ্ধত্যে ঢেকে রাখবার।

এ নাটকটি প্রত্যাখ্যাত হবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না: অবশ্যই নাটকটিতে মনোযোগ সন্নিবিষ্ট হবার মতো যথেষ্ট আনন্দ উপাদান ছিল। নাটকটির ভূমিকায় তিনি যে রাজদ্রোহী দোষে দুষ্ট নন তা প্রতিষ্ঠিত করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, রাজপরিবারকে তিনি সঙ্গ দিয়েছেন তাহলে "কী করে তাদের সুদিনে তিনি তাদের সাথে কোনো বিবাদে জড়াতে পারেন।" যদিও ডাউনেস এর মন্তব্য থেকে জানা যায়, যে নাটকটি রাজ পরিবারকে নিয়ে কিছুটা ব্যঙ্গ ধর্মীই ছিল।

বেশিদিন তিনি জনগণকে কষ্টকর দ্বন্দ্বে রাখেননি। তিনি তাঁর সব অভিযোগ ও হতাশা তাঁর কাব্য "The Complaint" এ বিধৃত করেছেন, সে কবিতায় তিনি নিজেকে বিষণ্ন কাউলে হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এরকম অভিযোগের যা ফল হয়, তাই হয়েছিল, কাউলের ভাগ্যে আরো ঘৃণা আরো করুণা জুটেছিল।

এসব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলির পিছনে যথেষ্ট ঈর্ষা ছিল বুঝা যায় সে সময়ে রাজ কবি নির্বাচন বিষয়ে রচিত কিছু পংক্তি থেকে। এক ধরনের সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ছিল তাতে, সাকলিং যখন তা প্রবর্তন করেন প্রথম তখন থেকেই; সম্ভবত সব প্রজন্মের কবিদেরই এরকম বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল:

সেভয় হারিয়ে কাউলে আসেন রাজ সভায়,
তাঁর ব্যর্থ নাটকের জন্য ক্ষমা চেয়ে;
সবাই তাঁকে এত ভালো ভালো কথা কয়
এপোলোও বোধ হয় খুশি হয়েছিলেন তাঁর সব কথা শুনতে পেয়ে
তিনিও এসবকে ভাবতে পারেননি, তিরস্কার
যদি না তিনি করে থাকতেন ভুল এতসব
কবিতা লিখেছিলেন স্যাম টিউককে দিতে পুরস্কার
কিন্তু প্রাপ্তি হলো তাঁর, নিন্দা আর করুণার কলরব।

ফলে তিনি পুনর্বার অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে লাগলেন জোরালোভাবে। মরোজ উড বলেন, "প্রার্থিত যা তা না দেখে, যে উৎকর্ষ তিনি আশা করেছিলেন তা না পেয়ে এবং অন্যদের অর্থের আশায় মূল্যবান সব পদ দখল করতে দেখে, হতাশ হয়ে কাউলে সারেতে অবসর যাপনে যান।"

স্প্র্যাট বলেন, "তিনি তখন বিরক্তিকর আনুষ্ঠানিকতায় ক্লান্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন বিদেশে অপরিচিত আচরণে তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন। রাজ সভার আচরণেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, এ জীবনে তিনি অভ্যস্ত থাকলেও তা তাঁকে খুব পরিতৃপ্ত করতে পারছিল না। এ কারণেই তিনি তাঁর স্বভাবগত, সহজাত প্রবৃত্তির দিকেই ঝুঁকে পড়েন প্রবলভাবে এবং তাঁর পুরোনো কর্মে জড়িয়ে পড়েন এবং একাকী পাঠে নিবিষ্ট হন পরমানন্দে। সব স্তাবকদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সব ঈর্ষা, হঠকারিতা আর ভাগ্যের অপ্রসন্নতাকে পরিহার করে তিনি শুধু পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হন।"

যদিও ভিন্নভাবে বিষয়গুলো দেখা হয় বা দেখানো হয় কিন্তু শুধু সম্পাদিত কর্মই দেখা যায়, কর্মের পিছনে অভিষ্ট গোপনই থাকে। কাউলে অবসরে যান প্রথমেই বার্ন এলমসে পরে চের্টসি ও সারেতে। মনে হয় তিনি জনভীতি বেশ কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি নিজেকে একরকম নিরাপদই ভাবতে লাগলেন। আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ না করে বরং বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এতদূরই শুধু গেলেন যেখানে তিনি একাকিত্বে ক্লান্ত, পীড়িত বোধ করলে পুনরায় জন প্রবাহে ফিরে আসায় প্রথমে কোনো বড়ো প্রতিক্রিয়া হয়নি, পরে অবশ্য তিনি আর্ল অব সেন্ট আলবান্স এবং ডিউক অব বাকিংহামের আগ্রহে রানির মালিকানাধীন বেশ কিছু খাস জমির লীজ পান তাতেই বেশ অর্থ সমাগম হতে থাকে।

অনেকে জানতে চাইবেন সাগ্রহে, এসময় কী তিনি সুখী ছিলেন। তাদেরকে আমি পেক সংরক্ষিত একটা চিঠি পড়তে বলব, এবং তাদেরকেও পড়তে বলব যারা একাকিত্ব বিলাসী।

ড. টমাস স্প্র্যাট

চার্টসি, ২১মে, ১৬৬৫

"প্রথম রাতে যখন এখানে আসি তখন আমার এত ঠান্ডা লেগেছিল, আর সাথে ছিল পুরোনো রাতের ব্যথা, ফলে আমি আমার ঘরে দশ দিন বন্দি হয়ে রইলাম। দ্বিতীয়ত: আমার পাঁজরে, হঠাৎ পড়ে গিয়ে এত ব্যথা পেয়েছিলাম যে আমার বিছানায় শুয়েও আমি এ পাশ থেকে ও পাশ ফিরতে পারছিলাম না। এই ছিল এখানে আমার ভাগ্যের শুভ সূচনা। তাছাড়া, আমার প্রজাদের কাছ থেকে আমি কোনো টাকা-পয়সা পাচ্ছিলাম না সম্ভবত আমার মাঠের সব ফসল আমার প্রতিবেশীদের গবাদি পশুরা সাবাড় করে ফেলেছিল। এর পরিণতির কী তাৎপর্য তা ঈশ্বরই জানেন ভালো। এটা যদি অশুভ ইঙ্গিতবহ হয় তাহলেতো আমার ফাঁসিতে ঝোলা ছাড়া আর কোনো উপায়াই নেই। আরেকটি দুর্ভাগ্য এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর যে, আপনি আমাকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি, আপনি মি. বোয়িসের কাছে বলেছিলেন আপনি আসবেন কিন্তু আপনি আসেননি। এটাকেই বোধ হয় লোকে বলে "Monstri Similie"। আশা করছি পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে (যদিও এটা অনিশ্চিত আমি কখনো ভালো হয়ে উঠবো কি না) আবার হাঁটতে পারব এবং তখন সম্ভবত আপনি আমি ও ডীন মহোদয় সেন্ট এ্যানস পাহাড়ে বেশ কটা আনন্দের দিন কাটাতে পারব। আপনি হ্যাম্পটন টাউন হয়ে সহজেই এখানে আসতে পারবেন এবং একরাত এখানে কাটাতেও পারবেন। আমার সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা এবং আর বেশি কিছু লিখতে পারছি না: Verbum Sapienti."

তিনি খুব বেশি দিন একাকিত্বের হরিষ বা বিষাদ কোনোটাই ভোগ করতে পারেননি। কারণ তিনি ১৬৬৭ সালে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে চেষ্টারে মারা যান।

তাঁকে সাড়ম্বরে চচার ও স্পেনসারের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়, রাজা চার্লস ঘোষণা করেন, "মি. কাউলের মতো দ্বিতীয় কোনো ভালো মানুষ আর ইংল্যান্ডে রইল না।" ড. স্প্র্যাট কাউলেকে মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে অমায়িক ও উদার আখ্যায়িত করেন। ড. কাউলে সম্পর্কে এই মরণোত্তর সম্মাননার কোনো বিরোধিতা বা ঈর্ষার বা কোনো বিভাজিত মতান্তর ঘটেনি।

ড. স্প্র্যাট যে বর্ণনা দিয়েছেন আমি তাঁর সঙ্গে কেবল এরকম কিছু মন্তব্যই জুড়ে দিতে পেরেছি। ড. স্প্র্যাট এমন এক সময়ে লিখছিলেন যখন গৃহযুদ্ধের কোন্দল তখনো শেষ হয়ে যায়নি এবং উভয়পক্ষ ছিল তখনো ক্ষিপ্ত এবং উভয়পক্ষের আগ্রহই ছিল অতৃপ্ত। যা তিনি বলেননি তাতো আর বলা যাবে না বা এখন তা জানাও যাবে না। তাই আমি অবশ্যই তাঁদেরকেই এই বইটি পড়তে বলব যাঁরা এটিকে একটি সম্পূরক পুস্তিকা হিসেবে বিবেচনা করবেন।

কাউলে অন্যান্য সাধারণ কবিদের মতো যখন সঙ্কীর্ণ বিষয়াবলি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখেন, কোনো গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে না লিখে ক্ষণস্থায়ী বিষয় নিয়েই অধিক মাথা ঘামান তখন ফল হয় এই যে, ক্ষণে তিনি নন্দিত হন, ক্ষণে তিনি নিন্দিত হন।

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো বুদ্ধিবৃত্তি জিনিসটিও ব্যক্তির অন্যান্য বিষয় নির্বাচনের মতো, তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশভঙ্গিও পরিবর্তিত হয় বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রূপে ও আঙ্গিকে। সপ্তদশ শতকের শুরুতে একদল কবির আবির্ভাব হয় যাঁদেরকে ম্যাটাফিজিকাল কবি বলা যায়, যাঁদের একজন কাউলের কাব্য গুণের কিঞ্চিৎ সমালোচনা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সমালোচনা সাহিত্যের জনক কবিতাকে একটি "অনুকরণ শিল্প" হিসেবে যথার্থই চিহ্নিত করেছেন, সে মতকে সঠিক ধরলে ম্যাটাফিজিকাল কবিরা আর কবি থাকেন না; কারণ তাঁরা কোনো কিছুকে অনুকরণ করেছিলেন এমন বলা যাবে না। কারণ তাঁরা প্রকৃতি বা জীবন কোনোটাকেই অনুকরণ করেননি। তাঁরা বস্তুর রূপকে চিত্রিত করেননি বা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার প্রতীকও হয়ে উঠেননি।

অনেকে যারা তাঁদের কবি বলতে নারাজ তারা তাঁদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত বলেন। ড্রাইডেন তাঁর নিজের সম্পর্কে ও তাঁর সমসাময়িকদের সম্পর্কে খোলাখুলি বলেন যে, তাঁরা সকলে বুদ্ধিবৃত্তিতে ম্যাটাফিজিকাল কবি জন ডান (১৫৭২-১৬৩১) এর সমকক্ষ নন, কবিতায়ও নন।

যদি বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়টিকে পোপ সঠিক ব্যাখ্যা করে থাকেন, যেমনভাবে তিনি তা করেছেন, "বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়টি এমন, যা মানুষের চিন্তায় এসেছিল হয়তো কিন্তু পূর্বে কখনো এমন সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়নি।" তাহলে ম্যাটাফিজিকাল কবিরা তা কখনো করতে পারেননি বা সে রকম কোনো চেষ্টাও করেননি; কারণ তাঁরা কেবল তাঁদের চিন্তায়ই অনন্য হবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শব্দ চয়নে তাঁরা ছিলেন উদাসীন। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাখ্যায় পোপও ছিলেন ত্রুটিপূর্ণ: পোপ বুদ্ধিবৃত্তিকে অবমূল্যায়িত করেছিলেন, পোপ বুদ্ধিবৃত্তিকে চিন্তার দৃঢ়তার পরিবর্তে ভাষার প্রণোজ্জ্বলতার নীচে স্থান দিয়েছিলেন।

বুদ্ধিবৃত্তিকে যদি আরো উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়, আরো প্রসারিত রূপে দেখা হয়, যা হবে তাৎক্ষণিকভাবে স্বাভাবিক ও নতুন, যা খুব সুস্পষ্ট না হলেও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সঠিক ও ন্যায্য স্বীকৃতি পেতে হবে; যদি বিষয়টি এমন হয়, তাহলে যে কেউ তা পড়ে চমৎকৃত হবে এবং বিস্মিত হবে যে এমন একটি বিষয় সে জানত না, ঠিক এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির পর্যায়ে ম্যাটাফিজিকাল কবিরা কখনো পৌছাতে পারেননি। তাঁদের চিন্তা নতুন বটে কিন্তু স্বাভাবিক নয়, তাদের চিন্তা খুব স্পষ্ট নয় বা ন্যায্যও নয়; এবং পাঠকও তাতে বিস্ময় বোধ করে না বরং তাদের চিন্তার যোগ সূত্র ধারণ করতে পাঠককে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ যখন শ্রোতার বোধের বাইরে থেকে যায় তখন তা হয়ে যায় শ্রমসাধ্য বিষয় যাকে দার্শনিকভাবে বলা যায়, "discordia concors" অর্থাৎ তাতে থাকে আপাত বিসদৃশ বিষয়ের সাদৃশ্যকরণ প্রচেষ্টা, আপাত বিরোধী দুটো বস্তুর মধ্যে দুর্বোধ্য উপমার আবিষ্কার। বুদ্ধিবৃত্তিকে এতক্ষণ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হলো সেরকম বুদ্ধিবৃত্তিতে তাঁদের কোনো ঘাটতি ছিল না।

বিবিধ, বিচিত্র বিষয়কে জোর করে একত্রিত করা হয়; প্রকৃতি ও শিল্পভাণ্ডার লন্ডভন্ড করে উপমা খোঁজা হয়, দৃষ্টান্ত খোঁজা হয়; তাঁদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করে, তাঁদের সূক্ষ্মতা সমৃদ্ধ করে—একথা সত্য কিন্তু পাঠক ভাবে তাঁর মননের উন্নতি বেশ উচ্চমূল্য দিয়েই কিনতে হলো, তাই যদিওবা এমন জ্ঞানের প্রশংসা পাঠক মাঝে মধ্যে করে কিন্তু সে জ্ঞান পাঠককে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করে না।

তাঁদের রচনার এই বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, ম্যাটাফিজিকাল কবিরা তাঁদের বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি, পাঠককেও অনুপ্রাণিত করতে পারেননি। যেহেতু তাঁরা সম্পূর্ণভাবে এমন বিষয় কেন্দ্রিক ছিলেন; যা ছিল সাধারণ পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। তাঁদের অনুভূতির প্রকাশও ধারাবাহিক ছিল না ফলে পাঠক মনের কোনো দুঃখ, বেদনার সাথে তাঁরা সম্পৃক্ত হতে পারেননি বা কোনো দুঃখ বেদনায় তাদের প্রভাবিতও করতে পারেননি। ম্যাটাফিজিকাল কবিরা বুঝতে পারেননি বা তা খুঁটিয়েও দেখেননি ঠিক কোন লগ্নে কোন অনুভূতিটি কীভাবে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্চনীয়। তাঁরা শুধু মানব অনুভূতির দর্শকই ছিলেন সে অনুভূতি তাদেরও ছুঁয়ে যায় এমনটি তাদের কাব্যে অনুপস্থিত। তাঁরা শুধু শুভ অশুভের দর্শকই ছিলেন, নিষ্ক্রিয় ভঙ্গিতে তাঁদের অবসরে। ইপিকিউরিয়ান দার্শনিকদের মতো তাঁরা নির্মোহ ভঙ্গিতে জীবন ও জীবন বৈচিত্র্য সম্বন্ধে শুধু মন্তব্যই করে যেতেন জীবনের মূল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট না হয়ে। ফলে তাদের প্রেম নিবেদন বা প্রেমের ব্যর্থতায় বিষাদ সবই ছিল শূন্য গর্ভ। তাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল অভিনব কিছু প্রকাশ করা, অভূতপূর্ব কিছু বলা।

এমনকি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও তাঁদের কাছে অধরাই থেকে যায়, যদিও করুণ রস কিছুটা ফুটে উঠে; কারণ তাঁরা মানুষের চিন্তার বৃহত্ত্ব এবং মানুষের মন জুড়ে যে ভাবনার প্রসার থাকে, যা মানুষকে সহসা সচকিত করে এবং যৌক্তিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে, তা তাঁরা তাঁদের চিন্তার পরিধিতেই আনেননি। সূক্ষ্ম বিষয় মানে হচ্ছে গভীর বিষয় সংযোজন এবং সাধারণ বিষয় বর্জন। মহৎ চিন্তা বলতে সাধারণ চিন্তাকেই বুঝায়, যা ব্যতিক্রমের বেড়াজালে ঘেরা নয়, বা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আবদ্ধ নয়। যে সব লেখক অকারণেই মহত্ত্ব পাবার আশা করেন তাঁরা খুব কমই মহৎ হতে পারে। "ম্যাটাফিজিকাল" কবিদের প্রবণতা ছিল বিশ্লেষণাত্মক; তাঁরা সব কল্পচিত্রকেই খণ্ড খণ্ড করেই বিশ্লেষণ প্রবণ। ফলে তাঁদের সামান্য conceit ও কষ্টকল্পিত আনুপুঙ্খতা, প্রকৃতি বিশ্লেষণ, জীবন বোধ এমনই দাঁড়িয়েছে যার অর্থ প্রিজমের সাহায্যে মধ্যা র সূর্য রশ্মিকে প্রাচুর্যে ভেঙে দেখানোর চেয়ে বেশি কিছু দাঁড়ায়নি।

তাই তাঁরা Sublime হবার চেষ্টায় কিছু অতিকথন ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন মাত্র। তাঁরা বিশদ আলোচনা করেছেন; যুক্তি ও কল্পনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন এবং এমন কিছু দ্ব্যর্থক, দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেছেন যার জন্য তাঁদের কোনো কৃতিত্ব দেয়া যায় না।

তথাপিও প্রতিভাবান মানুষদের শ্রম ও সাধনা কখনো বৃথা যায় না। তাঁরা সব সময় তাঁদের বুদ্ধিমত্তাকে মেকি conceit কেন্দ্রিক করে রাখলেও কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত সত্যও উদ্ভাবন করেছেন তাঁদের conceit-গুলো যদি সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে তাহলে তা অগ্রসর হওয়ার দাবিদার। তাঁদের পরিকল্পনার উপর লিখতে গেলে প্রচুর পড়তে হবে ভাবতেও হবে। কোনো মানুষই ম্যাটাফিজিকাল কবি হয়ে জন্মাতে পারে না বা লেখকের মর্যাদা পেতে পারে না শুধু বর্ণনা নকল করে বর্ণনা দিয়ে, অনুকরণ থেকে অনুকরণ ধার করে, প্রচলিত চিত্রকল্প ব্যবহার করে, বংশ পরম্পরায় চলে আসা উপমা ব্যবহার করে, তাৎক্ষণিক ছন্দ ব্যবহার করে এবং ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করে।

এই কবিগোত্রের কবিতা পড়ে মন স্বভাবতই কোনো স্মারক কথায় বা কোনো অনুসন্ধানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। জানা কোনো কিছুই হয়তো সূত্র খুঁজে স্মরণে ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা নতুন কিছুকেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাঁদের মহত্ত্ব যদিবা কদাচ মহত্ত্ব আরোপ করে তাঁদের বোধের তীক্ষ্ণতা বিস্মিত করে; কল্পনা সদা তৃপ্ত না হলেও অন্তত চিন্তা করার শক্তিকে এবং তুলনা করার ক্ষমতাকে শাণিত করে। তাদের সমুদয় কাব্য কীর্তির মধ্যে আপাত অসম্ভব যা দৃশ্যমান তার মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান কখনো সন্ধান লাভ করা সম্ভব, সে জ্ঞান হয়তো প্রকাশের স্থূলতার মধ্যেই নিহিত আছে। অবশ্য এমন জ্ঞানের

সন্ধান শুধু তাদের পক্ষেই করা সম্ভব যারা তার মূল্য বুঝে এবং সম্ভবত পরিষ্কার অর্থবোধক পর্যায়ে যদি তাকে উত্তোলিত করা যায় তাহলেই বোধ হয় তাঁদের সমগ্র কাজ সৌন্দর্য পাবে। যদিও তাদের কর্মে ঔচিত্য বোধ প্রচুর থাকলেও অনুভূতির প্রাচুর্য নেই।

এ ধরনের লেখা, আমার বিশ্বাস; মারিনী ও তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে ধার করা হয়েছিল এবং জন ডানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। জন ডান ছিলেন বিচিত্র ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী। বেন জনসনও সম্ভবত তাদের উৎসাহিত করে থাকবেন কারণ বেন জনসনের ভাষা ছিল কর্কশ এবং আবেগের প্রকাশ তাঁর রচনায় ছিল কম।

ম্যাটাফিজিকাল কবিদের সুনাম যখন তুঙ্গে তখন তাঁদের বেশ অনুসারী দেখা যায়। তাদের তাৎক্ষণিক অনুসারীদের অনেকের নাম যেমন: সাকলিং, ওয়ালার, ডেনহাম, কাউলে, ক্লিভল্যান্ড এবং মিল্টন এখন আর ম্যাটাফিজিকাল কবি হিসেবে স্মরণ যোগ্য নয়। ডেনহাম ও ওয়ালার বিখ্যাত হবার জন্য অন্য পথ অনুসরণ করেন। মিল্টন ম্যাটাফিজিকস চর্চা করেছিলেন তাঁর একটা মাত্র কাব্যে; "হবসন দ্য ক্যারিয়ার"। কাউলে ম্যাটাফিজিকস এর অনুসারী ছিলেন এবং নিজ প্রতিভা বলে তাঁর পূর্বসূরিদের অতিক্রম করেন, তাঁর সুর সিক্ত আবেগ প্রকাশে। সাকলিং তাঁর কাব্য বা conceit কোনোটাতেই নতুন কোনো কিছু আনতে পারেননি। যা কিছু সুন্দর, নান্দনিক তা কাউলেই আনেন। সাকলিং সে পর্যায়ে পৌছতে পারেননি এবং মিল্টন তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সমালোচনামূলক মন্তব্য উদাহরণ ছাড়া স্পষ্ট বুঝা যায় না; আমি তাই ম্যাটাফিজিকাল কবিদের কিছু রচনার উদ্ধৃতি দিয়েছি এবং বুঝাবার চেষ্টা করেছি কেন তারা নিজেদেরকে ম্যাটাফিজিকাল অভিধায় অভিষিক্ত করল কেনইবা তাদের প্রশংসাকারীরা সে নামে তাদের সম্বোধন করেন এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন।

এ দলের কবিরা সম্ভবত তাঁদেরকে বুঝার চেয়ে বেশি প্রশংসা বিলাসী ছিলেন, তাই তাঁরা তাঁদের বুদ্ধির প্রাখর্য জ্ঞানের সে শাখায় নিবদ্ধ রেখেছিলেন, যে শাখা সাধারণ পাঠকদের কাছে কম পরিচিত ছিল। তাই কাউলে তাঁর "Knowledge" কবিতায় এভাবে জ্ঞানকে চিহ্নিত করেন:

পবিত্র বৃক্ষটি শোভন বাগানের মাঝে জন্মেছিল;
ফিংসিয় সত্য তাতেই ছিল বিরাজিত,
এবং তাঁর সুগন্ধি অবস্থান সেখানেই ছিলো প্রতিষ্ঠিত,
সেই পরফিরীয় বৃক্ষই খাঁটি যুক্তির বিস্তার ঘটিয়েছিল,
প্রতি পত্রেই তার স্বাক্ষর বহন করত
প্রতিটি ফল তার তেমন কথাই বলত;
এত স্বচ্ছ আর স্বর্গীয় ছিল তার দীপ্তি
এত স্পষ্ট ছায়া ছিল তায় বিস্মৃত, অন্য সব আলো পেত অবলুপ্তি।

"এনাক্রিয়নে" কোনো প্রেমিকের বার্ধক্যজনিত যন্ত্রণা কবি বিধৃত করেন এভাবে:

প্রেম ছিল তোমার জীবনে জড়িত নিবিড় করে
আগুন যেমন করে তার সাথে উত্তাপকে ধরে
শক্তিমান এক সত্তা নির্দিষ্ট করে দিল সময়
মিলিয়াগারের ভাগ্যের মতো দুর্জয়
সময়ের বিপরীত গতি
বেগ আনল তোমার প্রেমে, টানতে পারল না যতি।

পরের কবিতাটিতে 'মান্না' সম্পর্কে রাব্বীনীয় অভিমত প্রকাশিত:

বৈচিত্র চাই না আমি, একটাই দাও আমায়

আমরণ একেই যেন আকৃষ্ট থাকা যায়।
সেরকম প্রেমই আমার চাই
'মান্নার' মতো একেতে যেন বহুকে পাই।

একইভাবে জন ডান চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রশংসা করেন এভাবে:

প্রতি বস্তুতেই এমন কিছু গুণ থাকে প্রাকৃতিক
যেমন বালসাম উদ্ভিদ সদা তাকে সতেজ রাখে
যদি বাহ্য বাতাস তাকে আহত না করত বেগতিক
তোমার রূপ, যৌবনও তেমনি সদা সতেজ থাকে।
তোমরা যারা বিদ্বান বা ধার্মিক,
এবং পুণ্যবান...

যদিও জন ডানের নিম্নবর্ণিত বর্ষ শেষের রাত্রি নিয়ে রচিত কবিতায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ আছে তবুও তা খুব অসুন্দর কিছু নয়:

বৎসারান্তের এই গোধূলি লগ্নের আগমন নেই, নির্গমনও নেই
ও যেন আমারই জীবনের প্রতিরূপ অথবা ওরই প্রতিরূপ আমি।
যা উল্কাপাতের মতো বিস্মিত করবেই
কার কী, বা কোথায় এমন দম্ভ
নিজেকে খুঁজে পেতেই জাগে আমার সন্দ
আমার অস্তিত্ব আর বছরের যোগ ফলে আমাকে খুঁজে পাই না
পুরোনোর কাছে দেনা নেই কোনো, নতুনের কাছেও পাওনা নেই
তা বলে ভুলিনি কিছুই, ধন্যবাদ দেবো না এমনও না
আশায় বাঁধি না বুক, তবু সত্যের দেখা মেলা ভার
এমনি সাহস করেছি সঞ্চয়, যেদিন দেখা পেয়েছি তোমার।

—ডান

এসব সত্ত্বেও, ক্ষুদ্রাকৃতিতে মানব বিশ্লেষণ করেন ডান গূঢ় এবং দুর্বোধ্যভাবেই:

মানুষ যদি বিশ্ব বিস্তারী হয়, তাহলে সবার মাঝেই বিরাজমান
উত্তর দেবার মতো সম্বল কিছু সমপরিমাণ
বিশ্বের সব সম্পদ: পুণ্যবানদের সাধনার কেন্দ্র হয়
পুণ্যবানদের পুণ্যের রূপই যদি তা হয় আত্মার তাহলে কিইবা রয়।

এ রকমই দূরবর্তী, কষ্টকল্পিত, অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত ভাবনায় ম্যাটাফিজিকাল কবিদের সব কাব্যগ্রন্থ পরিপূর্ণ।

জনৈক মহিলাকে যিনি আংটির জন্য কবিতা লিখেছিলেন:

যারা তাদের মাথার উপরে অনেক বৃত্ত দেখে,
তারা বলে একটা আংটির মতোই স্বর্গ আমাদের আবৃত রাখে
তুমি যখন স্বর্গে যাবে
(তখন স্বর্গ আরো সুন্দর হবে)
সেখানেও তুমি কবিতা লিখবে
সে কবিতাটিরই অভাব সেখানে এখনো
যদিও সূর্য তাকে বছরে দু'বার প্রদক্ষিণ করবে
সূর্য বুদ্ধির দেবতা বলে আজও বন্দিত।

—কাউলে

দর্শনে তাঁদের অবস্থান চিহ্নিত করার যে জটিলতা কাউলে তুলেছেন তা আরও জটিল হয়ে দেখা দিল প্রেম বিষয়ক কাব্যে:

পাঁচ বছর আগে তোমায় ভালোবেসেছিলাম
পুরোনো সে প্রেমের জন্য অবিশ্বস্ত আখ্যা পেলাম
ক্ষমা করুন ভদ্রে আমায়, ভুল আপনারই
পাঁচ বছর আগের সে মানুষটি এখন আর আমি নই
সে দেহ এখন আর নেই যা ছিল আগে
এবং মনটাও যে বদলে গেছে সেতো আপনার চোখেও লাগে।
সেই মন আর চিন্তা এতদিন রাখব ধরে,
অসংলগ্ন ছিল তা আরো; কোনো দুর্ঘটনার পরে
সব বিষয়ই এমন এলোমেলো মনে হবে হয়তো
যদি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সে বদলে যায় দ্রুত
আমার সব চিন্তার শীর্ষে যে চিন্তা ছিল তখন
তার থেকেই সব চিন্তার জন্ম এখন
তাহলে যদি এই দেহই এখনো ভালোবাসে কী করছিল অন্যটি
অপবিত্র ছিল কী তা, নিষেধ করে যা প্রকৃতি।

ভিন্ন নারীর প্রেম—ভূগোল বিষয়ক কবিতায় দেখা যায়—এবং উপমিত হয় ভিন্ন দেশ ভ্রমণের সাথে:

তুমি কী দেখোনি সব নারীর হৃদয়
(সে ভূমি জুড়ে ভ্রমণ করেছ নিশ্চয়)
কোথাও দেখেছ আদিমদের জয়
কোথাও দেখেছ বন সবই, বসতের যোগ্য নয়?
কী আনন্দই বা সেথায় পেতে, কিইবা প্রশান্তি এমন
সব দেশগুলোই ছিল অসভ্য যখন?
শুধুই কামার্ততা দৃশ্যমান প্রখর আলোয়
অভব্য কামনারই কেবল জয়
আর অহংকার যেন, উত্তরের ভালুক ক্রুদ্ধ
বাকিরা সব শীতলতায় রুদ্ধ।
আর যারা নাতিশীতোষ্ণ প্রায় শোনা যায়
তাদের ভূমি সব উষর ধূলি আর পাথরময়। —কাউলে

একজন প্রেমার্ত প্রেমিকের প্রেম কাতরতাকে তুলনা করা হয়েছে মিশরের সাথে:

মিশরের ভাগ্যের প্রতি আমি আকর্ষণ করি দৃষ্টি
এবং কখনো অনুভব করি না শিশিরের বৃষ্টি
মেঘ থেকে জল ঝরে যখন শিরে
কিন্তু সব আর্দ্রতার কাছেই আমার ঋণ
প্রেম ঝরা হৃদয়ের কাছে অন্তবিহীন। —কাউলে

সব দুর্বোধ্যতার সমাধান হয় অতীত দিয়ে, কিন্তু সব ধ্বনি যখন জেগে উঠে তখন তা একজন আধুনিকের আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় থাকে:

গ্লোবের উপর
সহজেই চিহ্নিত করতে পারে কোনো শিল্পী
কোনো ইউরোপ, আফ্রিকা বা এশিয়া
সহজেই নির্মাণ করতে পারে তা, যা ছিল মূল্য নির্ভর
তাই প্রতি অশ্রু বিন্দু তোমার
যা অংশ তোমার অঙ্গ সজ্জার
একটা গোলকের মধ্যেই তোমায় ধরে রাখা যায় হে পৃথিবী
তোমার, আমার অশ্রুধারায় দুজনই যখন ডুবি
তোমার স্বর্গ থেকে ঝরা অশ্রুতে
নতুন পৃথিবীতে নিমজ্জিত সবি।

নীচের পংক্তিগুলো পাঠে পাঠক সভয়ে চিৎকার করে উঠতে পারে এই বলে, "দুর্বোধ্যতা আরো দুর্বোধ্যতায় আবদ্ধ।"

এখানে দেখো নারী সূর্য, ওখানে এক পুরুষ চন্দ্র,
তার ভুবনে আলো ছড়ায় অতন্দ্র,
বা দুজনে, একে অপরের সাথে এমনিভাবে লীন
যেন কারো কাছেই নেই কারো কোনো ঋণ। —ডান

ডান ছাড়া আর কেইবা একজন সৎ মানুষকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাথে তুলনা করতে পারে?

যদিও ঈশ্বরই আমাদের শ্রেষ্ঠ কাঁচ যা দিয়ে সবই দেখি
সব কিছুর কেন্দ্রেই তিনি, সব বস্তুতেই তিনি
তবুও যা কিছু আমাদের কাছে দৃশ্যমান,
সবই দৃষ্ট হয় অনুপাতে সমান,
সৎ মানুষের কীর্তি সবই সদা থাকে বেঁচে
অদৃশ্য পুণ্য সব তার, দূরবর্তী হলেও মনে হয় অতি কাছে।

কার পক্ষেই বা ভাবা সহজ, প্রায় প্রতি লাইনেই কষ্টকল্পিত সব উপমাকে একীভূত করা সম্ভব?

যেহেতু, আমার ধ্বংস নির্ঘাত, প্রেমের পাপ স্বীকারে,
তাহলে তার শাস্তিই বা বিলম্বিত কেন?
কেনইবা সে পালিয়ে যেতে চায় যাজিকার বেশে
এমনকি বাধ্যবাধকতা থাকে শেষে?
তোমাকে কি তুমি পোড়াতে চাও একান্তে
একাকী কোনো প্রদীপের প্রান্তে,
এবং উপমা দুটোকে ফেলব সন্ধিগ্ধতায়
জীবনের প্রদীপ যেমন জ্বলে যায়?
কিন্তু ভেবে দেখো, জীবন কেমন ফুরিয়ে যায়
তোমার নারীত্ব দীর্ঘতর হয় পুরুষের তুলনায়
এবং জীবনের দৈর্ঘ্য যদি মাপো
পুরুষের আদর্শ যদি জুলিয়াসেই দেখে থাকো
তুমি কেন তোমায় ধর্মানুভূতি দিয়েই ঢেকে রাখো। —ক্লাইভল্যান্ড

বিরক্তিকর অতিকথনের হতে পারে এমনটি:

এদিকে যে বাতাস প্রবাহিত হয় সাথে তার
দু'একটি দীর্ঘশ্বাসও পাঠিয়ে দিতে পারো
এমনি অনেক দীর্ঘশ্বাস পাবে তুমিও আমার
সে দীর্ঘশ্বাসেরাই ঝড় তুলতে পারবে আরো —কাউলে

কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাব
প্রেমের তরে বৃথাই এত ব্যাকুলতা
দীর্ঘ প্রেমে অশ্রু বন্যাই হবে শেষ প্রাপ্যটা। —কাউলে

সবাই সুসজ্জিত যুদ্ধের সেরা সাজে সেজে
(বিব্রতকর মহিমার দৃশ্য) দেখাল সে দূর থেকে
সূর্যও বুঝি হঠাৎ থমকে গেল তাতে
তার যুদ্ধ সজ্জার প্রবল জ্যোতিতে। —কাউলে

একটি চিরকালীন ভীতি
রক্তাক্ত চক্ষুতার চক্রাকারে ঘুরায়, আর তার ধারালো থাবা
ভূমিকে ছিঁড়ে ফেলে; তারপর উগ্রগতিতে ঘুরে বেড়ায়
ক্ষুব্ধ লেজ ঝাপটে আর গর্জনের তাড়ায়।
পশুরা পালিয়ে যায় গুহায় আর ভয়ে কাঁপে নিরন্তর
বাতাস হীনতার মাঝেও বৃক্ষরা কাঁপে থর থর;
নৈশব্দে আর ভীতিতে কাঁপে চারপাশ
এতই ভীত সব প্রতিধ্বনিও যেন ভয়ে ফেলে না শ্বাস। —কাউলে

তাদের কল্পকাহিনিগুলোও হচ্ছে ভয়ঙ্কর ও অস্বাভাবিক।

স্নানরতা তার প্রেমিকা:

তার চারপাশে এসে মাছেরা ভিড় জমায়, নিত্য যেমন হয়
মৎস্য শিকারির মেকি আলোতে দেখেছ তাদের নিশ্চয়,
এবং সব কিছুকে অতি সহজেই যেমন নেয়া যায়
প্রথম দর্শনে সে তেমনি নিয়েছিল আমায়:
কোনোদিন আলো জ্বলেনি এমন করে
আলোর তরঙ্গ পরে
যদিও প্রতি রাতে সূর্য ডুবে যেত পশ্চিম তীরে। —কাউলে

আয়নায় প্রেমিকের নাম ক্ষোদিত দেখে:
আমার নাম ক্ষোদিত এখানে
আমার দৃঢ়তাই বুঝি উপহার দিল এ আয়নাকে
যাই ক্ষোদিত কী আনন্দই বা তাতে আনে
এতো, তেমনি কঠিন যেমন দেখেছিলে তাকে। —ডান

অনেক সময় ম্যাটাফিজিকাল কবিদের ব্যবহৃত conceit-গুলো ছিল খুবই সাধারণ মানের:

কোনো এক অস্থির নারীকে
এখন সে মিষ্টি রোদ পোহায়
এবং কোনো দীর্ঘশ্বাস আন্দোলিত করে না তাকে

তোমার ভুরুর স্বর্গীয় উদ্যানে দৃশ্যমান নয়
ক্ষুদ্রতম মেঘের চিহ্ন ও কী সেখানে থাকে
সে তো তোমাকে দেখে চঞ্চলা, সুন্দরী উচ্ছল
এবং তোমার সব অস্থিরতাতে তার আস্থা অবিচল। —কাউলে

লেবুর রসে লেখা এবং আগুনের পাশে বসে পড়া এক কবিতা এ রকম:

এখনো তোমাতে দেখিনি তেমন কিছু;
কিন্তু যখন তুমি কামরাঙা লালিমায় মুখ করো নীচু,
বর্ণিল রেখায় রঞ্জিত দেখি যেন রক্তিম কাঠ
কখনো আকৃতিতে তা 'L, কখনোবা 'B,
কখনোবা মনে হয় আকারে তা 'V, অথবা 'T,
সবগুলো বর্ণকেই সার বেঁধে করা যায় পাঠ। —কাউলে

যেহেতু ম্যাটাফিজিকাল কবিরা ছিল সদা নতুনত্ব বিলাসী তাই তারা উপমায় কোনো উঁচু, নীচু কিছু খোঁজেননি, স্থুল বা সূক্ষ্মতায় কোনো তারতম্য লক্ষ করেননি; কখনো তাঁরা ভাবেননি অতি সাধারণ কী উপমিত অসাধারণ উপমেয়র সাথে বা অসাধারণ কী উপমিত অতি সাধারণের সাথে।

প্রেমিকের স্বাস্থ্য চিকিৎসায়।

ধীরে, অতি ধীরে স্পর্শ করো সুন্দরী
যে ক্ষত তুমি নিজেই দিয়েছ উপহার
সে ব্যথাতো তার জন্য খুবই দরকারি,
কারণ আছে তাই তোমার স্পর্শকে ভয় পাবার।
তোমার করুণা রসে সিক্ত করো এখন আমায়
কারণ এতই ব্যথাতুর আমি, দ্রুত আরোগ্য লাভ অসম্ভব প্রায়।

পৃথিবী ও একটি ঘড়ি

মাহোল নিম্নজগতের অকল্পনীয় স্থান, যদিও
প্রতি পলে বিস্ময় জাগায় তবুও
প্রকৃতির বিরাট ঘড়ির খণ্ডিত অবস্থান
প্রতিটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে সক্রিয় সমান
জীবন ও গতি; সমান শিল্প কৌশলে
সম্পূর্ণ করেছিল খণ্ডিত সকলে।
—কাউলে

কবিকে কয়লার খনি কখনো দেখেনি কিন্তু তবুও পেয়েছে সে যোগ্য সম্মান, ক্লেইভল্যান্ড কয়লা খনিকে সূর্যের সমান্তরাল চিত্রিত করেন:

আমাদের নিরপরাধ শান্ত খনির মূল্য
কোনো মানবকে করে না নাস্তিক বা কোনো নারীকে চরিত্রহীনার তুল্য
তবুও কেন সেবাদাসীরা পবিত্রতর করবে দেবালয়
কেনইবা বেশি সম্মান পাবে, আকর যা পায়?
অগ্নি গর্ভা খনিরা পাবে মূল্য বেশি তারো চেয়ে
দেবতারা ধন্য যে সম্মান পেয়ে।
অগ্নি উপাসকরা কেনইবা করবে সূর্যের উপাসনা

সূর্যকে ছেড়ে বরং করত তারা আমাদের খনিরই বন্দনা;
নিশ্চয়ই ছেড়ে দিত তারা সূর্য-মন্ত্র উচ্চারণ
যদি জানত খনিগুলোতে রয়েছে কী সম্পদ গোপন
তারা উত্তাপ আর আলো কী চায়? করতে সঞ্চয়
অথবা দুটোকেই? সূর্যও কি পারত করতে তাদের এত আলো, উত্তাপময়?
না, পারত না তা, সূর্যতো ভিন্ন নাম মাত্র
তারোতো শুধু অগ্নি শিখায় ভরা সারা গাত্র
তাহলে এ কথা আনুপাতিক হারে হোক সত্য
সূর্য যা দিতে পারে খনিরাও তা দিতে পারে নিত্য।

মৃত্যু, এক সমুদ্র যাত্রা :

কোনো পরিবার
কখনো কি চেয়েছিল, আত্মা খুঁড়ে করতে স্বর্গ আবিষ্কার
আরো অভিযাত্রী যার জন্য করত আরো অভিযান
সাহসী হতো আরো, ভাগ করে নিতে আনন্দ তাদের সাথে সমান —ডান

ম্যাটাফিজিকাল কবিদের চিন্তা ও প্রকাশ কখনো ছিল সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। এমনি দুর্বোধ্য যে কোনোভাবেই তার রহস্য ভেদ করা যায় না।

মৃতও নয় কিম্বা জীবিতও নয় এমন প্রেমিক

তখন আমি আমার মাথা নামালাম,
শীতল মাটির কোলে; এবং ক্ষণিকের জন্য মৃতবৎ থাকলাম
এবং মুক্ত আত্মাকে কোথাও পালাতে পাঠালাম:

আহ মলিন আত্মা, বললাম আমি
যখন পুনরায় সে তার খাঁচায় এলো নামি
কী বোকাই না ছিলাম, তার পুরোনো শেকলে ফেরাতে আবার!
সাগর যাত্রায় তাকে ফেরাতে পুনর্বার!
বোকামিই ছিল তা ফেরাতে দেহে তার
যেখানে বসবাসে তার ক্লান্তি ছিল অপার
একবার মৃত হয়ে পুনরায় জীবন প্রাপ্তি
মৃত্যুই তোমাকে দিত অপার শান্তি
আমার মাঝে বেঁচে থাকার এত আর্তি? —কাউলে

প্রেমিকের হৃদয় যেন এক হাতবোমা।

তার কঠিন হৃদয়ের কাছে নিবেদন, যদি পূর্ণ হয়
হৃদয়ের সেই প্রকোষ্ঠটায়
অভ্যন্তরের সব কিছুই তো ধসে যাবে
গ্রেনেডের মতো সবই চূর্ণ বিচূর্ণ করবে।
প্রেম তখন রেখে যাবে হৃদয়ের এক ধ্বংসস্তূপ
দু'জনের হৃদয়ই হয়ে যাবে নীরব, নিশ্চুপ
দুটি হৃদয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি হৃদয় কী সৃষ্টি হয়
বিদীর্ণ খনি থেকে নতুন ধাতু যেমন করে জন্মায়। —কাউলে

আলোর কাব্যিক বিচ্ছুরণ :

যুবরাজের মহিমা সবার উপর সমান বর্ষিত,
যার থেকে হয় সব নাম, যশ কীর্তি অর্জিত;
তখন নক্ষত্রের জঠর থেকে, নববধূর উজ্জ্বল দৃষ্টির প্রতি পলকে,
প্রতি দৃষ্টিতে হাজার নক্ষত্র জ্বলে ঝলকে
রাজ প্রাসাদ ভরে যায় প্রচুর তারায়, এবং নিষিদ্ধ সেথা প্রবেশ
সব আলোর, শক্তিতে ভরা সমগ্র আকাশ
প্রথমেই জ্বলে উঠে চোখ তার
চোখের আলোতেই যেন জ্বলে উঠে সব অলঙ্কার
সব অলঙ্কার দ্যুতি ছড়ায়
এবং উদ্দীপ্ত করে উষ্ণতায়, আলোয় আর আকঙ্ক্ষায়। —ডান

ম্যাটাফিজিকাল কবিরা তাঁদের ভাব প্রকাশের অঙ্গাবরণ নিয়ে তেমন ভাবত না, তাই তারা স্বভাবে কম ভাবুক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয় কারণ এ ধরনের পাঠক ভাব প্রকাশ অপেক্ষা ভাব প্রকাশ সৌন্দর্যের প্রতিই আকৃষ্ট বেশি।

প্রেমিকা কল্পনায় যত সুন্দর বাস্তবে তেমন নন, এমন এক প্রেমিকাকে কাউলে চিত্রিত করেন এভাবে:

আমার স্বপ্নে তুমি আরো সুন্দর
প্রাকৃতিক দানের চেয়েও তোমার সৌন্দর্য অপার
তোমাকে ভালোবেসে যাব চিরকাল, তোমায় হারালে সবই হারাবে
আমার স্বপ্নে তুমি যেমন, তুমি চিরকাল তেমনি রবে।

এই প্রার্থনা ও পরিশ্রমের সমন্বিত রূপই শিখিয়েছেন জন ডান :

মানুষ ছাড়া আর কারো মাঝে এ সমন্বয় থাকে না,
পৃথিবী ছাড়া, এমন আর কোথাও দেখা যায় না
তাদের নিয়েই পৃথিবীতে আমরা স্বপ্ন গড়ি, স্বর্গ গড়ি
প্রার্থনা ছাড়া আমরা শ্রম করি অথবা প্রার্থনা সব ছাড়ি
অর্ধেকই করি তাই তা পূর্ণ হয় না।

ডানই আবার মত অতিসাধারণ বিষয় নিয়ে কালক্ষেপণের মতো বিষয়কে চিত্রিত করেন:

—যা আমার শুরু করা উচিত ছিল
আমার যৌবনের প্রাতে, এখন বিলম্বে হলেও তাই করা ভালো;
এবং আমি, পথশ্রান্ত পর্যটকের মতোই করব তা
সারাদিন যে ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত এবং হারিয়ে সব
আলো আর শক্তি, ক্লান্ত বিষণ্ন হয়ে অবশেষে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে নীরব।

মানুষের জীবনের একমাত্র বিষয় তো জীবন আর মৃত্যু। গোটা মানবজীবনের সারাৎসার ডান বুঝে নেন নীচের লাইনগুলোতে :

ভেবে দেখো, কী এক কারাগারে তুমি শায়িত ছিলে
পরে শিখলে শুধু চুষতে আর কাঁদতে।
ভেবে দেখো যেখানে বেড়ে উঠলে তুমি, তা এক সরাইখানা

দু'গজ জমিতেই বাঁধা যার সারা দেহখানা
তারপর সরোষে জেগে উঠলে একদিন
বিষণ্ণতায়, মাতৃ বাঁধনহীন।
কিন্তু ভেবে দেখো মৃত্যু এবার পরোয়ানা পাঠিয়েছে তোমায়
এখন তুমি মুক্ত আর প্রসারিত প্রায়;
মনে করো, মরচে পড়া কিছু একটা খাঁচা ছাড়ল তোমার
শান্তিতে আত্মাটি দেহ ছাড়া হবে আবার
মুক্ত হয়ে খাঁচাটি ছেড়ে যাবে সে
মনে করো খোলসটি ভাঙল তোমার, আত্মা ছাড়ল পৃথিবীকে।

ম্যাটাফিজিকাল কবিরা কখনো কখনো চরম স্থূল ও বিরক্তিকর। কাউলে যখন সৌন্দর্যের দীর্ঘ প্রশংসা করেন এভাবে :

—তুমি অত্যাচারী, কোনো মানবেই পরিত্রাণ দাও না!
তুমি ধূর্ত অতি, জানি কাউকেই ছাড়বে না!
ঘাতক তুমি, পিশাচ তুমি জানি,
তুমি আমাকেও ছাড়বে না।

তাই কাউলে তার প্রেমিকাকে বলেন :

তুমি এমনি সত্য, অনেকভাবে, তাই
তোমাকে তেমন করে চাই, সূর্যকে যেমন পাই
আরেকটা সাদৃশ্য, তুমি অবশ্যই জুড়ে দিতে পারো
তাহলে একটা সূর্যসদৃশ মানব কী সৃষ্টি করবে আরো।

তাই তিনি প্রেমিকের আরাধনাকে রূপায়িত করেন এভাবে :

যদিও তোমার ভাবনা অস্বচ্ছ ছিল এতদিন
আদি পাপের প্রভাববিহীন
এমন মোহময় রূপ তোমার দেখা যায়
সন্ন্যাসীরাও লিপ্ত হয় মৃত্যু প্রতিযোগিতায়
অদ্ভুত এক দ্বিচারিতায়
ভরা থাকে হৃদয়ের গভীরে প্রেমের বৈশ্য
যদিও চেতন মানুষ সব তোমাকেই চায়
কেউবা স্বপ্নে চায় তোমার নৈকট্য। —কাউলে

অশ্রুর নিখাদ স্বাদ

স্বচ্ছ কাঁচের বোতল নিয়ে খাঁটি প্রেমিকেরা আসে
আমার অশ্রু নিয়ে যায়, যা প্রেমিকদের কাছে সুরার মতো
বাড়িতে গিয়ে তোমার স্ত্রীর অশ্রু চেখে দেখো বসে তার পাশে
সবই মিথ্যে মেকি যদি স্বাদে না হয় আমার অশ্রুর মতো। —ডান

পরের লাইনগুলোও খুব শোভন কিছু নয় :

গোলাপের পাপড়ি থেকে ঝরে পড়া শিশিরের মতো
ফসল মাড়ানো যন্ত্রটি যেমন ধ্বনি তোলে

প্রাচ্যের কোনো ব্যথা হরা ঔষধ যেমন
আমার প্রিয়ার বুকের ঘামও তেমন
তার গ্রীবা-তনু এত মোহনীয় দ্যুতি ছড়ায়
যেন তা মুক্তার মুকুটই প্রায়
আর তোমার প্রেমিকার ঘাম দুর্গন্ধ ছড়ায় —ডান

ম্যাটাফিজিকাল কবিরা যখন করুণ কিছু বলতে চান তাও হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর:

নরকে যেমন মানুষ নীরোগ থাকে
তেমনি আমি সর্বরোগ মুক্ত
রোগের উপসর্গগুলোও আমায় কভু না ঢাকে
কিন্তু সব যন্ত্রণায় সদা তুমি ভুক্ত। —কাউলে

তাঁরা যে উপমাগুলো ব্যবহার করতেন সেগুলো কতটা বাস্তবধর্মী বা হৃদয়স্পর্শী সে ব্যাপারে তাঁরা কখনো যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন না; সেগুলো জনপ্রিয় হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন। বেকন মন্তব্য করেন, "ঐতিহ্যগতভাবে কিছু মিথ্যার প্রায়ই জয়জয়কার দেখা যায় কারণ তা থেকে সহজ উপমা টানা যায়।"

গম্ভীর এক আর্তনাদে তা ফেটে গেল;
বৃথাই কিছু একটা যেন বলতে চেয়েছিল:
অভ্যন্তরে প্রেম ছিল সুকঠিন,
ভেনিসীয় পাত্রে বিষ ঢালা যেন। —কাউলে.

বর্ণনায় তাঁরা শুধু conceit এর দিকেই সচেতন থাকতেন, উপমার সৌন্দর্যের দিকে থাকতেন সমান উদাসীন। উদাহরণস্বরূপ রাত্রি ছিল কবিদের প্রিয় বিষয়। ড্রাইডেনের রাত্রির রূপ বর্ণনা সবারই জানা;

আর ডানের রাত্রির বর্ণনা নিম্নরূপ :

মধ্যরাতে তুমি দেখছ আমায়, অন্যরা সব নিদ্রিত
ক্ষীয়মাণ সময় যখন ছেড়েছে ভাবনা যত
আগামীর কর্মব্যস্ততা, কর্মক্লান্ত মানুষ সব ভুলেছে
এমনি গাঢ় ঘুমে অচেতন, যেমন ঘুমায় মানুষ কবরে,
পরিবর্তন যদিওবা হয় কিছু, ভিন্ন হবে না তা তেমন
দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীও ঘুমায় গভীর এখন
যদিও আগামীকালই হবে তার শাস্তি ঘোষণা, সে লোকটিও
একটু যদিবা চোখ খোলে, পরক্ষণেই ঘুমায় সেও
যদিও মৃত্যুদণ্ড তার নিশ্চিত ভাসে চিন্তায়
মৃত্যুকেই বুঝিবা অনুশীলন করে গভীর নিদ্রায়
অথচ গভীর রাত্রে আমায় তুমি দেখছ জাগ্রত।

যাহোক, এসব কবিদের সম্পর্কে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে; তারা যখন কোনো অতিসাধারণ বিষয়ে কবিতা রচনা করেন, তখন তাঁরা অপ্রয়োজনীয় ও অকাব্যিকভাবে বেশ দক্ষ তারপরও বলা যায় কিছু কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তায়ও তাদের তীব্র অনুভূতি যথার্থই প্রশংসাযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ আশাবাদ নিয়ে কাউলে যা বলেন তা এক অভিনব আবিষ্কার:

আশা, এমনি এক ধারণা যার দুর্বল সত্তা যদি ধসেও যায়,
কিম্বা সফল বা ব্যর্থও হয় তাতে একই ফল প্রায়;
শিষ্ট বা দুষ্ট তাকে সদা রাখে আবৃত
ভাগ্যের সঙ্কট তাকে করে আহত।
ব্যর্থতার ছায়া কভু না তার পিছু ছাড়ে
মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোয় বা গভীর রাতের আড়ে।
ভাগ্য তারাদের সাধ্য থাকে না আর
আশীর্বাদে তোমাকে মুক্ত করার;
সব কিছুকেই যদি তার অবস্থানেই সুখী বলি
তাহলে আশা নিজেও নিরাশার নামান্তর কেবলি।
আশা, তোমাতে যদিও বা থাকে আনন্দ সর্বোচ্চ
তুমিই সে আনন্দের আস্বাদ গ্রাস করে নিচ্ছ!
হঠাৎ যদিবা তুমি কিছু সম্পদও দাও, অবশেষে দারিদ্র্যই রেখে যাও,
তোমার চাকার পূর্ব ঘূর্ণনের সাথেই বেঁধে দাও!
পূর্ণ যে আনন্দ হৃদয়ে পুষ্পিত হবার, থাকি আশায়,
পুষ্পহীনা এক কুমারী আসে দেখি আমার শয্যায়,
লাভহীন সৌভাগ্য সব তুমি আনো বয়ে,
ক্ষমতাবান তুমি, এমনি ক্ষমতা লয়ে:
আনন্দ! সেতো সুরারই মতো, নাগালে মনে হয় সুস্বাদু কত!
আকণ্ঠ পানে স্বাদ উবে যায় তত।

নীচে একজন পরিব্রাজকের উপমাটি লক্ষ্যণীয়, যখন তার প্রেয়সী থাকে গৃহে আর সে থাকে ভ্রমণে তখন দুজনকে উপমিত করা হয় কম্পাসের দুটি কাঁটার সঙ্গে, এই উপমাটিকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে এ জন্য যে এ উপমাটি দিয়ে কবি কি তাঁর সৃজনশীলতার প্রমাণ রাখতে চান, নাকি দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস পান।

অতএব দুই আত্মায় আমরা যেহেতু একাত্ম,
আমি বিদায় নেব, ক্ষণিক বিচ্ছেদ তুমি সইবে নীরবে ও ত্রস্তে,
বিচ্ছেদে বিলীন হবো না আমরা জানবে তুমি সত্য,
সোনার পাত আঘাতে কমে না, বরং বাড়ে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে

যদি আমরা দুটি সত্তাও হই
আমরা কম্পাসের দুটি কাঁটার মতোই,
তুমি রবে স্থির অচঞ্চল চিত্ত
তোমাকে কেন্দ্র করেই আমি এঁকে যাব বৃত্ত

তোমাকে কেন্দ্র করেই ঘূর্ণন বৃত্তাকার,
যত দূরেই ঘুরি না কেন, বিচ্যুত করে না কোনো পাড়ি
তোমাতে লীন থাকি, পূর্ণ করি শুধু তোমার আকার,
এক হয়ে যাই আবার, যবে ফিরে আসি, পিছনে সব ছাড়ি।
এমনি রবে তুমি চিরদিন, আমার হয়ে
কম্পাসের অন্য কাঁটাটির মতো তির্যক,
তোমাকে স্থির জেনে আমার বৃত্ত হবে সার্থক,
ঘুরে এসে দেখব, যেখানে ছিলাম আমি সেখানেই গেছি রয়ে। —ডান

এসব দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এসব কবিরা এমন সব উপমা ব্যবহার করেছেন যা কখনো অনুচিত, অন্যায়। তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এসব প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ প্রতীক ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র নতুনত্ব ও অভিনবত্বের আশায়। ফলে তাঁরা পাঠককে ইঙ্গিত আনন্দ দানে ব্যর্থ হন। অভিনব প্রশংসা যেখানে মুখ্য, আনন্দ সেখানে গৌণই বটে।

এ পর্যন্ত ম্যাটাফিজিকাল কবিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনার পর, এখন শুধু বিশেষভাবে কাউলেকে নিয়েই আলোচনা করাই সঠিক হবে কারণ তিনিই ছিলেন এ ধারার শেষ কবি এবং নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবি।

কাউলের বিবিধ কাজের মধ্যে আছে সংক্ষিপ্ত কিছু রচনা যা তিনি তাঁর অবসরে রচনা করেছিলেন বিভিন্ন উপলক্ষে; বিভিন্ন ভঙ্গিতে—ছড়ার লঘুতা থেকে শুরু করে গম্ভীর আড়ম্বর পর্যন্ত। এমন বৈচিত্র্যের সমাবেশ খুব কম কবির মধ্যেই দেখা যায়। অনেক ভালো রচনার মধ্যে কিছু ভালো রচনা বেছে নেয়া বোধ হয় সমালোচকের জন্য সবচেয়ে ঝামেলার কাজ। আমি জানি না রাজা স্কেলিগার ক'জন পাঠককে তাঁর ভীষণ প্রিয় দুটি গীতি কবিতা পড়তে অনুরোধ বা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যে দুটি কবিতার জন্য তিনি তাঁর রাজ্য ত্যাগ করতেও রাজি ছিলেন। আমি অবশ্য কাউলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ যার নাম হওয়া উচিত ছিল "To my muse" সে রকম নামকরণ হয়নি বলে দ্বিতীয় চরণদুটির উদ্ধৃতি দেয়া গেল না। এরকম নামকরণ হলেও কাব্যগ্রন্থটির আরো কিছু অপূর্ণতা থেকে যেত; কারণ প্রত্যেক কবিতায় সুবোধ্য হবার জন্য যা যা প্রয়োজন, যা থাকা অপরিহার্য, কাউলের কাব্যগ্রন্থে সে সুবোধ্যতার সবগুলোই বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য কিন্তু তা ঠিক উপযুক্ত প্রয়োগ হবে না।

কাউলের "The ode on wit" অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাউলের যুগে "wit" বলতে "intellection"-কেই বুঝাত "will" না বুঝিয়ে। আজকের যুগে তাঁর অর্থ ভিন্ন কবিদের সব কাব্য কর্মের মধ্যেই কবিরা তাঁদের দৃষ্টান্ত উদাহরণস্বরূপ স্থাপন করেছেন। কাউলে তাঁর কাব্যে "wit" এর আতিশয্যের তীব্র নিন্দা করেছেন :

তবুও তার কাজ সব কিছুকে হিরন্ময় করা নয়,
এমন কিছু করা নয়, যার জন্য শিল্পের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়।
নাকে, ঠোঁটে অতি অলঙ্কার কভু না বাড়ায় রূপের বাহার,
সর্বত্রই যদি থাকে বুদ্ধির বাহার, এত বুদ্ধিরইবা কী দরকার।
বহু বর্ণিল আলোও কী খুঁজে পাবে তাকে
আসলেই যদি সেখানে কিছু দ্রষ্টব্য না থাকে।
মানুষ সন্দেহ করে, কারণ তারা আকাশ থেকে দূরে
তারারাইতো পুঞ্জীভূত হয়ে নক্ষত্র মেলা তৈরি করে।

লর্ড ফকল্যান্ডকে নিবেদিত (যাঁর উদ্দেশ্যে সে যুগে সবাই কবিতা নিবেদন করত) কাউলের কবিতায় বেশ চমৎকার কিছু চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় কাউলের অন্যান্য কবিতার মতোই কিন্তু সে কবিতাগুলো খুব সুরচিত নয়। স্যার হেনরী ওটোনের স্মরণে রচিত শোক গাথায় কাউলেকে বেশ উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ মনে হয়, চিন্তার ধারাবাহিকতা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক যদিও উপসংহারে আলেকজান্ডারকে টেনে আনা সত্ত্বেও কাব্যের অঙ্গহানি ঘটে না বরং তাকে বেশ শোভন ও শক্তিশালী মনে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কাউলে রচিত সব শোক গাথা বা প্রশংসাসূচক কবিতায় তিনি যাদের বীরোচিত মর্যাদা দেন তাঁদের নাম উল্লেখে অবহেলা করেছেন বা ভুলে গেছেন।

হার্ভের মৃত্যুতে রচিত কাউলের কবিতায়, হার্ভের জন্য যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে কিন্তু তাতে এমন গভীর কোনো আবেগ নেই যা ব্যক্তিগত নিভৃত পাঠকে উজ্জীবিত করে, বা এমন কোনো বুদ্ধিমত্তার প্রকাশও তাতে নেই যা পাঠককে উদ্দীপ্ত করতে পারে। কাউলে জানতেন, কী করে তাঁর বন্ধুদের

বিশেষায়িত করতে হয়, প্রশংসা করতে হয়; কিন্তু তিনি যখন আমাদের কাঁদাতে চান, তিনি নিজেই ভুলে যান কী করে কাঁদতে হয় বরং তাঁর ব্যবহৃত উপমায় তিনি আমাদের মধ্যে অবদমিত আবেগকে বিপথগামী করেন। এই হচ্ছে তাঁর পুঞ্জীভূত চিন্তাগুলোর পরিণতি। ফলে কাউলে তাঁর নিজ চিন্তা দিয়ে পাঠককে তাড়িত করতে ব্যর্থ হন।

তাঁর রচিত "chronicle" অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একক: কল্পনার এমন সুন্দর বিহার, এমন সুন্দর প্রকাশ, এমন বিচিত্র সাযুজ্যের সমন্বয়, চিত্রকল্পের এমন ক্রমিক বন্ধন, এমন সুরময় শব্দ নির্বাচন কাউলে ছাড়া আর কোনো কবির কাছেই আশা করা যায় না। তাঁর প্রাণচঞ্চলতাই যেন তাঁর শক্তির কেন্দ্র; তাঁর গতিময়তা ক্ষণিক আলোর ঝলক নয় বরং প্রাণময়তারই প্রতীক। অবশ্য তাঁর প্রাণচঞ্চল চপলতার নীচে কখনো তাঁর জ্ঞান চাপা পড়ে না; নীতিবাদী, রাজনীতিক এবং সমালোচক কাউলেকে তাঁর সব চপলতার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। এমন করে হাস্যরসে জ্ঞানের আস্বাদন আর কারো কবিতায় পাওয়া যায় না। হাস্যরসের মধ্যে সাকলিং শুধু হাস্যরস আর উৎফুল্লতাই উপহার দিতে পারতেন জ্ঞানের ছিটেফোঁটা প্রকাশও দেখাতে পারতেন না; আর ড্রাইডেন শুধু তত্ত্বকথাই বলতে পারতেন, হাস্যরস মোটেও না।

ডাভেনান্ট এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতার শুরুটা অত্যন্ত সতেজ, শেষটাও সুখকর, তাতে কিছুটা সমালোচনাও দেখা যায়, সে সমালোচনার শুরু ও শেষ বেশ উপভোগ্য। কিন্তু কাউলের সমালোচনার দক্ষতা তেমন বলিষ্ঠভাবে লক্ষ্যণীয় নয়: সামান্য যে সব মন্তব্য তিনি করেন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাঁর "Davideis" এর ভূমিকা ও পাদটীকায়, সে সব মন্তব্য বা সমালোচনা তখন ইংরেজি সাহিত্যে ছিল সুপ্রচলিত আর কাউলের মন্তব্যগুলো ছিল সে তুলনায় অপ্রতুল ও অসম্পূর্ণ। "Jersey" তে উদ্ধৃত লাইনগুলো কৌতূহলী হলেও শেষ অবধি তা ছড়ার লঘুতায় শেষ হয়।

কাব্যকারে তিনি যুক্তিবাদের 'পক্ষে' ও 'বিপক্ষে' যে দীর্ঘ আলোচনা করেন তাও ম্যাটাফিজিকাল কবিতার বৈশিষ্ট্যেরই ধারক। জ্ঞানের বিরুদ্ধে রচিত লাইনগুলো খুব যুক্তিপূর্ণ নয়। আর যে সব লাইনগুলোতে তিনি মানুষের যুক্তি, বুদ্ধির উৎকর্ষতাকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সেগুলোকে সঠিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন: বস্তু যেভাবে দৃশ্যমান তার উপর জোর দেননি বরং তাদের যৌক্তিক ভিত্তির উপরই জোর দিয়েছেন। কাউলের যুক্তিবাদের, বুদ্ধিবাদের অবস্থানকেই, বেন্টলি তাঁর সারা জীবনে রচিত একমাত্র কাব্যে অনুকরণ করেছেন সম্ভবত, যদিও তাতে অনুকরণের নিম্নমান থেকেই যায়:

> পবিত্র পুস্তক অষ্টম আকাশের মতো উজ্জ্বল
> হাজার সত্যের ঐশী আলোয় তা সমুজ্জ্বল,
> অযুত, নিযুত যত সব নক্ষত্র সচল
> তারাই একত্রে নক্ষত্রমণ্ডল;
> তবুও যুক্তি সহায়ক রহস্যের সমুদ্র উদ্‌ঘাটনে
> এত বিস্ময় বিস্তৃত যখন দৃষ্টির সামনে,
> উর্ধ্বাকাশে নক্ষত্রের গতি বিধি যদি জানতে চাই
> পৃথিবীতে স্থাপিত কম্পাসেই সে নিশ্চয়তাটা পাই।

এরপর বেন্টলি বলেন :

> যাঁরা শুধু ধর্ম পুস্তকেই সব উত্তর খোঁজেন
> সত্যের সাথে মিশ্রিত ভুল, মেঘে ঢাকা রশ্মিই দেখেন
> যাঁরা হুইসটনের মতো পবিত্রাধার আর তারার ব্যবধান ভুলে যান
> তাঁরা রহস্য-সমুদ্রে ডুবেন বা রহস্যে ব্যবধান ভুলে যান

মিল্টন সম্বন্ধে যেমন শোনা যায় যে, তিনি তাঁর নিজ কাব্যকে তাঁর কাব্যগুণ দিয়েই বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন, কাউলেও সম্ভবত মিল্টনের মতেই বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তিনি তাঁর

"Miscellanies" শেষ করেন ক্র'সঅর উপর রচিত কবিতা দিয়ে, কাউলের কবিতার শেষাংশ এত উচ্চমানের যে, কোনো সাধারণ মানের কবির পক্ষে সে রকম কিছু রচনা করা বা রচনা করার উচ্চাশাও পোষণ করা হবে অবান্তর চিন্তার সামিল।

"মিসসিলেনিস" এর পর কাউলে রচনা করেন "Anacreontiques" এটি হচ্ছে মূলত কতগুলো ছোটো ছোটো কবিতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এর মধ্যে যে সব কবিতা আনন্দ, উচ্ছ্বাস নিয়ে রচিত সেখানে নৈতিকতা হয়ে যায় ভোগবাদিতা এবং তাঁর কাব্যিক শিক্ষা হচ্ছে শুধুই প্রতিদিনকে ভোগ করা, যার লক্ষ্য ছিল আনন্দ দান, স্বনিষ্ট কোনো বিবরণ দান নয়। কাউলের "Anacreon" ঠিক পোপের "Homer" এর মতো অনেক আধুনিক গুণে মণ্ডিত। ফলে অধিক পাঠকের কাছে তা গ্রহণীয় হয়।

কাউলে রচিত এসব ছোটো ছোটো কবিতাই, তাঁর সব কাব্য কর্মের মধ্যে সর্বাধিক সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত। শব্দ চয়ন ম্যাটাফিজিকাল কবিদের ধরনের নয় এবং ভাব প্রকাশও খুব দূরবর্তী অনুভূতির ধরনের নয়; প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহ থেকে, প্রতিবেশ থেকে তা দুরস্থিত নয়। প্রকৃত আনন্দ সব সময় অবশ্যই স্বাভাবিক হতে হবে, এবং প্রকৃতি একই ধরনের সব সময়। মানুষ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নভাবে জ্ঞানী হয় কিন্তু পরমানন্দে হাসতে গেলে সবার হাসির ধরন একই রকম হয়।

চিন্তার লঘুতা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন পরিচিত ভাষায় দক্ষতা এবং পরিচিত ভাষার ধরন বহুদিন একই রকম থাকে। কমেডি নাটকের সংলাপ যখন বহুল ব্যবহৃত আচরণ এবং বাস্তব জীবন থেকে সংগৃহীত হয় তখন তা যুগের পর যুগ সমান জনপ্রিয় থাকে। ভাষার রূপ বদলাতে গিয়ে শব্দের অবস্থান তখনই বদলানো অথবা শব্দার্থে নতুন রূপারোপ করা হয় যখন লেখকের উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ্যে বোধগম্য হওয়া নয় বরং ব্যতিক্রম চিহ্নিত হওয়া বা প্রশংসিত হওয়া।

কাউলের "Anacreontiques" এর ভাষা তাই সাধারণ মানুষকে সেরকমই আনন্দ দেয় যা সে চিরকাল পেয়ে আসছে। প্রকৃতি যদি তাকে শুধু এক ধরনের লেখার জন্য সৃষ্টি করেও থাকেন, তাঁর লেখনী প্রতিভার পূর্ণ সাক্ষ্য পাওয়া যায় অতিপ্রচলিত বা অতিসাধারণ ধরনের ভাষায়ই।

তাঁর পরবর্তী ধরনের কবিতার রচনার প্রমাণ পাওয়া যায় "The Mistress" কাব্যে, যার কোনো বিশেষ অংশ বিশেষভাবে উদ্ধৃত করার বা পৃথকভাবে সমালোচনার জন্য বা প্রশংসার জন্য পড়বার প্রয়োজন নেই। কারণ এ কাব্যগ্রন্থের প্রায় সবগুলো কবিতার একই রকম সৌন্দর্য, একই রকম ত্রুটি, একই অনুপাতে গড়া। সবগুলো কবিতা একই বুদ্ধিমত্তায়, একই জ্ঞানের প্রাচুর্যে নির্মিত; এবং স্প্র্যাট যথার্থই বলেন, "কবির জ্ঞান প্রতি কবিতায় এমন প্রাচুর্যে প্রবাহিত যে, পাঠক বিস্মিত হয়ে কিছু উৎকর্ষ লাভ করে।" কিন্তু কোনো প্রেমিকের রচিত কবিতা বিবেচনা করে তা যদি জীবনে প্রেম করেনি এমন কোনো পাঠক পড়তে যায় তাহলে সে তা পড়ে তৃপ্ত হবে এবং কবিতার প্রশংসা করবে।

কাউলের এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রেম নিবেদনের কবিতাও নয়, করুণ রসাত্মক কবিতাও নয়, বীর রসাত্মকও নয়, ভালো লাগার মতোও নয়। তিনি যখন কিছুর প্রশংসা করেন তখন তা হয় উচ্ছ্বাসে ভরা: সেটা প্রেম প্রকাশেই হোক বা প্রেম উদ্দীপনেই হোক; প্রতি স্তবকই ক্লেদে, যন্ত্রণায়, মৃত্যু চিন্তায় ক্ষত বিক্ষত চিত্তের ভগ্ন হৃদয়ের প্রকাশ লক্ষ্যণীয়।

প্রধান যে শিল্প কৌশলে "The Mistress" নির্মিত তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ এডিসন করেছেন। প্রেমকে কাউলে অন্যান্য কবিদের মতোই রূপকভাবে শিখা ও আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন; সত্যিকার আগুন বলতে যা বুঝায়, প্রেম বলতে তাই বুঝানো হয়েছে অথবা রূপক আগুনকে বুঝানো হয়েছে একই বাক্যে "আগুন" শব্দটির দু'রকম ব্যবহার একই তাৎপর্য বহন করে। তাই কবি তাঁর প্রিয়ার "চোখের শীতল দৃষ্টি, একই সাথে সে চোখে প্রেম উদ্দীপনা দেখে" কবি তাঁর প্রিয়ার চোখকে বরফের জ্বলন্ত আগুনের আয়নার সাথে তুলনা করেন। প্রেমের তীব্রতায় বেঁচে থাকার যোগ্যই ভাবেন কবি সেই উষ্ণাঞ্চলকে। যে প্রেম বৃক্ষকে তিনি স্বহস্তে নির্মূল করেছেন তিনি দেখছেন সে বৃক্ষ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।

এসব প্রজ্ঞাদীপ্ত উপমাকে এডিসন বলেন মিশ্রিত প্রজ্ঞা; যে সব প্রজ্ঞা একই সঙ্গে প্রকাশের এক ধরনের সত্য আবার মিথ্যাও। এডিসনের আলোচনা বিস্তৃত। কাউলের চিত্রকল্পগুলো ক্ষণিকের জন্য আনন্দদায়ক; যেহেতু সে সব চিত্রকল্প মেকি, ক্ষণিকেই পাঠক তাই তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাচীন উপমাগুলো, আধুনিক ইতালীতেও সমান প্রযোজ্য।

একজন কট্টর ধর্মতত্ত্ববিদ কাউলেকে কঠিন সমালোচনা করেছিলেন, তাঁর প্রকাশিত কাব্য, "a book of profane and lascivious verses" গ্রন্থে। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে শুরু করে তাঁর সমগ্র জীবন নিয়ে ছিল ধর্মগুরুর মন্তব্য। কার্যত কাউলে ছিলেন গভীর ধর্ম বিশ্বাসী এবং তাঁর মৌল বিশ্বাসে ধর্মদ্রোহিতার লেশমাত্র রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটাই কাউলেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সবল যুক্তি, কিন্তু নৈতিকতাহীনতার অভিযোগটি সর্বৈব ভিত্তিহীন।

কাউলের "মিসট্রেস" এর প্রলুব্ধ করার কোনো ক্ষমতা নেই; সে শুধু চেতনা জুড়ে থাকে, হৃদয়ে আসে না। তার রূপ, তার জন্য বিরহ, তার দয়া, তার নিষ্ঠুরতা, তার অবজ্ঞা, তার অস্থিরতা এসব কোনো আবেগেরই সৃষ্টি করে না। কাউলের উদ্ভিদের গুণ বর্ণনা, ফুলের রং রূপের প্রশংসা আড়ষ্ট, আলস্য নিয়ে কেউ পড়ে না। কাউলের রচনার ধরন এমনই যে, তা পড়ে মনে হবে কোনো সন্ন্যাসী বুঝিবা পাপ মুক্তির প্রয়াস পাচ্ছে। কখনোবা মনে হয় কোনো দার্শনিক বুঝি ছন্দে, ছন্দে দর্শন চর্চাই করছে। কারণ তাঁর কাব্য পাঠে, শুধু পাঠে মনে হয় নারীর কথা শুনেছেন, নারীকে সশরীরে কখনো দেখেননি, আর সমগ্র কবিতাটি শুধু কবিকেই মনে করিয়ে দেয়, কোনো নারীকে নয়। তাঁর বিষয়বস্তুকে কখনো আমাদের কাছে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনে হয়, কখনো মনে হয় অতি সাধারণ; কখনো মনে হয় সৃষ্টিশীল, কখনো মনে হয় আরোপিত, অস্বাভাবিক।

পিণ্ডারের ধরনে রচিত গীতি কবিতাগুলোই আলোচনা করা যাক; এগুলো এমন ধরনের রচনা, যা কাউলে মনে করতেন; প্যানক্কিরোলাসও, তার "হারানো অতীতের আবিষ্কারগুলো তালিকাভুক্ত" করলে ঠিক এমনি দৃঢ় ও উদ্যোগী প্রয়াস পেতেন।

যে উদ্দেশ্যে কাউলে অলিম্পিয়ান ও নিমিয়ানীয়ান গীতি কবিতাগুলো গদ্যানুবাদ করেছেন, তা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা। কাউলের উদ্দেশ্য ছিল "পিণ্ডার কী বলেছেন তা দেখানো নয় বরং কীভাবে তা বলেছেন তা দেখানো।" তাই কাউলে তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করেননি বা তাঁর আবেগকেও রুদ্ধ করেননি; এসবের প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেননি। কাউলে শুধু সতর্ক ছিলেন, এমন কিছু তিনি যেন না লেখেন, যা পিণ্ডার লেখেননি।

অলিম্পিক গীতি কবিতাগুলোর শুরু, আমার মতে মূল কবিতা থেকে সুন্দর কিন্তু তার শেষটা মূল কবিতার মতো এত সুন্দর ও শক্তিশালী নয়। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কাউলে চিন্তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন, পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করেন হঠাৎ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই। যদিও ইংরেজিতে অনূদিত গীতি কবিতাগুলোকে মোটেও অনুবাদ বলা যাবে না, এগুলোকে বড়োজোর কিছু মন্তব্য বলা যায়।

অবশ্য পিণ্ডারের ভাব স্পৃহা সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হয়নি। নীচের সুন্দর লাইনগুলো ঠিক তেমন গভীর করে বলা হয়নি যেমন করে পিণ্ডার বলেছিলেন :

মহান রেয়ার পুত্র
অলিম্পিয়া পাহাড়ের যেথা তুমি আসীন
নীরবে বসে দেখো, তোমার সৃষ্টি রঙিন
যদি আল্পস পর্বতেও উড়ে যেতে চাও
যদি আমার কবিতায় আনন্দ পাও
আমার কবিতাও তাহলে রেয়ার পুত্রের মতো মহান
সুউচ্চ ঠিক তারই সমান।

নিমিয়ানীয়ান গীতি কবিতাগুলো অবশ্যই পিণ্ডারের প্রতি সুবিচার করেছে। পাঠক অবশ্য লক্ষ করবেন, "আদি অমাবস্যা, মসৃণ ললাট আর তার মোহনীয় আকর্ষণ" এসব তাঁর গদ্য রচনায় যুক্ত। অবশ্য কাউলের শব্দ নির্বাচন ও কল্পনার খেলা কখনো কখনো মূল বিচ্যুত, যেমন:

সব অতিথির জন্য অবারিত সমান,
নিঃসন্দেহে করবে আপনাকে আহবান,
আপনাকে খাবে ততোধিক, যতটা আপনি খান।

কখনো কখনো তিনি লেখকের চিন্তাকে প্রসারিত করেন কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়া। অলিম্পীয় কবিতায় একটি মাত্র শব্দে যে শপথ করা হয়, তা কাউলে তাঁর কাব্য "castalian stream" এ তিন লাইনে করেন। থেরোনের প্রাচুর্যের কথা আমরা শুনেছি, এমনো শুনেছি, তাঁর অনেক শত্রুও ছিল, যা কাউলে তাঁর ছন্দায়িত গদ্যে লেখেন এরকম :

কিন্তু অকৃতজ্ঞ ঈর্ষিত নন শুধু দাতা
সমানভাবে ঈর্ষা করেন গ্রহীতা;
এটাই এখন সস্তা আর মিতব্যয়ী ধরন
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের চেয়ে করা তা গোপন
না, এ খারাপ তারো চেয়ে;
এই ধরনটাতেই ধন্য যেন সবাই তা পেয়ে
কারো উপর অন্যায় আঘাত করা
পাছে তার কাছে ঋণ যদি পড়ে যায় ধরা।

অনুমান করা কঠিন, বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানে প্রথম সারির একজন মানুষ অতি সাধারণ একটি নৈতিক বিষয়ে এত দুর্বল ভাষায় তার প্রকাশ ঘটালেন কী করে! এরকম দুর্বল প্রকাশে বিস্ময় জাগে; পিণ্ডারকে অনুসরণ করতে, তিনি কী জেগে ছিলেন না স্বপ্ন দেখছিলেন।

নীচের গীতি কবিতাগুলোতে কাউলে তাঁর নিজ পছন্দের বিষয়ে লেখেন, তিনি কখনো কখনো পিণ্ডারের মতো মর্যাদায় উপনীত হন সত্যি সত্যি। যদি তাঁর ভাষার কিছু কিছু দুর্বলতা বাদ দেয়া যায়, তাহলে তাঁর কবিতার প্রভাব থেবীয়ান কবিদের সমসাময়িকদের মতোই মনে হবে :

সঙ্গীত শুরু করো আর বাজাও রুদ্র বীণা:
ঐ দেখ সময় বয়ে আসছে কী ভীষণ বেগেই না!
হাতে হাত রেখে আসছে সবে ছন্দোময় যতিতে
আমার গানের সাথে নাচছে সমান গতিতে;
অনেকক্ষণ সে নাচ চলে অবিরাম
আমিও ততক্ষণই গাইলাম।
ততক্ষণই চলবে সে গান, করতাল
যতক্ষণ না কেটে যাবে তবলার তাল।

এত সুন্দর উদ্দীপ্ত প্রকাশের পর যদি নীচের লাইনগুলোর ভাষায় কেউ কবিতাটির উপসংহার টানা দেখে তখন কে না অনুশোচনা করবে!

থামো আমার সঙ্গীত
তোমার পক্ষীরাজ ঘোড়ার রাশ টানো
পূর্ণ বেগে যে উড়তে শুরু করেনি এখনো—
বড়ো দুরন্ত, আর লাগামহীন ঘোড়া আমার
সইবে না মোটেও অদক্ষ হাতের অত্যাচার,
পিঠ থেকে ফেলে দেবে পাঠক বা লেখক উভয়কে একবার।

কাউলে এবং সম্ভবত ম্যাটাফিজিকাল কবি গোষ্ঠীর ত্রুটি হচ্ছে, তাঁদের চিন্তার প্রকাশকে শেষ পর্যন্ত শানিত করা, ফলে তাঁদের শানিত চিন্তা সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়; বৃহৎ সমগ্রে ক্ষুদ্র উপাদান তুচ্ছ। সে তুচ্ছ বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা যায় বটে কিন্তু মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হাস্যকর। তাই স্বনিষ্ঠভাবে ম্যাটাফিজিকাল কবিদের রচনা কেউ সমালোচনা করলে, তাঁদের সঞ্চয়ে মূল্যায়ন যোগ্য আর কিছু তেমন থাকে না। তাদের উপমাগুলোর মূল্যও হারিয়ে যায়, কারণ যে বিষয়টি উপমিত হয় তার চেয়ে উপমেয় বস্তুটিই প্রাধান্য পায় বেশি, দৃষ্টান্তই প্রধান হয়ে উঠে মূল বিষয়বস্তু থেকে।

এসবের মধ্যে কাউলের "The Muse" শীর্ষক গীতি কবিতাটিই আমরা আলোচনার জন্য নিতে পারি, যে কবিতাটিতে কবি বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার মেজাজে, কল্পনা ও বিচারবুদ্ধিকে, বুদ্ধি ও বাগ্মিতাকে, সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু কী করে স্মৃতি, অনুভূতিকে বেগবান করে তা তিনি কখনো ব্যাখ্যা করেননি, যাহোক, তবুও আমরা এটুকু ধরে নিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করতে পারি যে, কাউলে তাঁর কল্পনার যথার্থ রূপ দিতে পেরেছিলেন তাঁর কাব্য সাধনার শুরুতেই; কিন্তু তবু যেন কিছু অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়।

প্রকৃতি তার আসনে সমাসীন হোক এবং
শিল্প বোধ তাকে নিয়ন্ত্রণ করুক স্বয়ং
কল্পিত পথচারী চারপাশে থাকুক
অনেক অহংকারের বিষয়, তা হয়ে উঠুক
চিত্রকল্পে, বিচক্ষণতায় তার বাক্য ভরপুর
সুচয়িত শব্দে তার কাব্য হয়ে উঠে সুদূর,
নিষ্পাপ প্রেম, মোহনীয় সত্য বা প্রায়োগিক মিথ্যাচার
নিষ্প্রভ তারা সব যদিও আছে পোশাকের বাহার।

প্রত্যেক পাঠক মনই প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠে অলঙ্কারের, উপমার ভারে; তবুও নীচের চার লাইন আমি একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না:

মহীয়সী সম্রাজ্ঞী আসীন হোন ভ্রমণাসনে
আনন্দিত হোন ভ্রমণে
দীর্ঘ আনন্দময় আপনার পথ
কিন্তু হায়! কোনো এক তুষারিত দিনে থামবে জীবন রথ।

একই গীতি কবিতায়, কাব্য দেবীর গুণপনা তুলে ধরে, দেবীর প্রজ্ঞা কীর্তন করেন কাউলে। কাব্যের ভাষায়, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে জানতে চান, কী আছে আগামীর গর্ভে; কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তিনি প্রকাশ না করে পারেন না।

আগামী সময়ের নীড়ে তুমি উঁকি মারো
এবং তীক্ষ্ণ চোখে সেখানে দেখো,
শক্ত খোলসে আর সাদা আবরণে তোমার সম্মুখে,
মিথ্যার ভিত্তিতে সব ভবিষ্যৎ লেখে
তার খোলসে জমা রয়েছে বিস্ময় আরো।

একই ভাবনার প্রকাশ দেখি আমরা কাশিমিরের কাব্যেও; কাউলের মতো ঠিক একই রকম ভুলও সৌন্দর্যে পূর্ণ।

কাউলের রচনার বিষয়বস্তু যাইহোক; লঘু অথবা গুরু তাতে তার বুদ্ধিবৃত্তি যত প্রখর হয়েই ধরা দিক তা যেন ঠিক অকুণ্ঠ প্রশংসনীয় হয়ে উঠে না বরং নিন্দনীয় অভিধারই যোগ্য হয়ে উঠে। লোহিত সাগরের রক্তবর্ণে,

"সাগরের নাম বদলে যায়" এবং গৃহযুদ্ধের সময়ের ইংল্যান্ডকে আর "লালাভ বলা যাবে না শ্বেতও না।" একই এক অনতিক্রমনীয় মোহাবর্তে আবদ্ধ কবিই আবার তাঁর কাব্যে পুনর্জীবিত করতে চান "কবিতায় শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ লেখাকে তুলে ধরতে" এবং সে আশা নিয়েই তিনি নববর্ষকে সম্বোধন করেন:

না, যদি তুমি আমায় ভালোবাসো হে নববর্ষ,
সেখানে রেখো না আমার তরে প্রচুর ভালোবাসা বা হর্ষ,
বৃথাই সে সব ভালোবাসা
ভয়েই যদিও আমার সব ভরসা
এ সতর্কবাণীর মিছেই প্রয়োজন
তবুও হে নববর্ষ শোনো কিছুক্ষণ
কী করে, করো তুমি এ মহাভুল
সঠিক নয় তার, মাত্র একচুল;
সয়ে যাবো সব প্রেম একাকী এমন
তোমার পূর্বসূরিরা দেখিয়েছিল যেমন;
যথেষ্ট কারণ আছে সন্দেহ করার
সহাস্যে সয়ে যাবো সব, জীবন যদি কাটানো যায় উর্ধ্বে সব যন্ত্রণার

এ কবিতা পাঠের আগেই বোধ হয় পাঠক চিৎকার করে উঠবেন:

হে, সমালোচক বলো,
এ কবিতার তুলনায় পিণ্ডার কত দুর্বল!

এমনকি যাঁরা প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাঁরাও বলবেন, এ ধরনের দুর্বল কবিতাই যদি প্রাচীন কবিতার দৃষ্টান্ত হয়, তাহলে সে কবিতা পুনরুজ্জীবিত না হওয়াই ভালো।

কাউলের কাব্যের অনুপাতহীনতা ও তাঁর ভাবাবেগের অসামঞ্জস্যতা তাঁর কাব্য গঠনের শিথিলতার মতোই সমান লক্ষ্যণীয়। তিনি কাব্যের ব্যাকরণ মানেন না; তাই তাঁর কাব্যে দুই সিলেবল থেকে বারো সিলেবল পর্যন্ত গঠিত হতে দেখা যায়। কাউলে দেখেন, পিণ্ডারের কাব্য গঠন আধুনিক পাঠকের কাছে সুখ শ্রাব্য নয়; তথাপিও পিণ্ডারের সিলেবল বিশ্লেষণ করে আমরা তাদের স্বাভাবিকই দেখি এবং সে কারণেই ধরে নিই প্রাচীন পাঠকের কাছেও তা সমান গ্রহণীয় ছিল। পিণ্ডারের অনুকরণকারীর তাই উচিত ছিল, অনুকৃত কাব্যে কী ছিল না এবং অনুকরণকারীর সে কাব্যে নতুন কী যোগ করা উচিত ছিল; প্রাচীন কাব্যের 'মিটার' গঠন অনুকরণকারীর উচিত ছিল অবিকল ধরে রাখা এবং তার সঙ্গে ভাব পরিবর্তন ধারা প্রাঞ্জলভাবে অব্যাহত রাখা।

ড. স্প্র্যাট অবশ্য জোর দিয়ে বলেন, "অনিয়মিত 'মিটার' গঠিত কাব্য সব রকমের ভাব প্রকাশ ও পরিবহনে সক্ষম।" কিন্তু ড. স্প্র্যাটের স্মরণ রাখা উচিত ছিল, যা সব কিছুর জন্যই উপযুক্ত তা আসলে কোনো কিছুর জন্যই বিশেষভাবে উপযুক্ত নয়। কাব্যের শ্রেষ্ঠ আনন্দ তার 'মিটার' গঠনে বা চরণ বিন্যাসে এবং একই রকম স্তবক বিন্যাসে যার মাধ্যমে কবিতা পাঠ আনন্দময় হয়ে উঠে এবং বার বার স্মৃতি নির্ভর হতে হয় না।

কাউলে যদি মনে করে থাকেন পিণ্ডারের কাব্যধরনই হচ্ছে "কাব্য রচনার সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট ধরন ও গঠন" তাহলে তা শুধু সুউচ্চ ও সুমহান বিষয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য হতে পারে; সে ক্ষেত্রে কবির পক্ষে সমালোচককে তুষ্ট করা কঠিন হবে। আবার এ কথাও বলা যায়, কী করে পিণ্ডারের কাব্য গঠন শ্রেষ্ঠ হতে পারে যাকে ড. স্প্র্যাট বলেন, পিণ্ডারের কাব্য গঠন "প্রধানত গদ্যেরই নিকটাত্মীয়।"

এই অতিশিথিল ও নিয়মহীন কাব্য রচনা এমনভাবে উষরতাকে ঢেকে রেখেছিল এবং আলস্যের তোষামোদ করেছিল যা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের সব কাব্য রচনাতেই এমনভাবে প্রভাব ফেলল যে,

আমাদের কিশোর, কিশোরীরাও সে ধারায় প্রভাবিত হলে, ফলে যে আর কিছুই করতে পারত না সেও পিণ্ডারের অনুকরণে লিখতে পারত। অবশেষে, প্রাচীন কাব্য রীতিকে আক্রমণ করা হলো এবং ল্যাটিন ধারার রচনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল: যেমন, শেলডনীয় নাটক সম্পর্কে একটি কবিতায় সব ধরনের কবিতা রচনা ভঙ্গি ভীষণভাবে তালগোল পাকিয়ে "Musae Anglicanae" রচিত হলো। পিণ্ডারিক ধারা প্রায় অর্ধ শতাব্দী বেঁচে ছিল এবং অবশেষে বিলুপ্ত হলো তদস্থলে এল অন্যসব অনুকরণ ধারা।

পিণ্ডারিক গীতি কবিতার সর্বোচ্চ সম্মান ছিল দীর্ঘদিন, আমি তা বিনা সমালোচনায় বাতিল করে দিতে চাই না: যদিও পিণ্ডারিক গীতি কবিতার রচনা ভঙ্গি ছিল ত্রুটিপূর্ণ, তথাপিও এদের অনেকগুলোই ছিল তাদের চেতনা বোধ, জ্ঞানোন্মেষ, উর্বর সৃষ্টিশীলতার জন্য; ছিল ন্যূনতম প্রশংসার দাবিদার। চিন্তার নতুনত্ব, চমৎকারিত্ব তাদের মধ্যে কখনো কখনো দেখা যায়। কিন্তু এক অংশের অভিনবত্ব কবিতার অন্য অংশে গিয়ে দারুণ লজ্জাকর পরিণতি পায় এবং ভাষার দৌর্বল্য, মহৎ সব ধারণাকেও ভাবে ও প্রকাশে সামঞ্জস্যহীন করে তোলে। তথাপিও সে সব কবিতা যে একেবারেই প্রশংসার অযোগ্য তা নয়; তাদেরই কিছু কিছু সত্যি বলতে কি কাউলে সফলভাবেই অনুকরণ করেছিলেন।

এখন আলোচনার বাকি রইল, "Davideis" যে কাব্যগ্রন্থটি পিণ্ডার বারো খণ্ডে রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন কারণ "Aeneid" ও বারো খণ্ডেই রচিত। কিন্তু মাত্র তিন খণ্ড রচনা করার মতো ধৈর্য ও অবসর পেয়েছিলেন পিণ্ডার।

মহাকাব্য অসম্পূর্ণ রেখেছেন এমন অনেক কবি আছেন, যেমন: ভার্জিল, স্ট্যাটিয়াস, স্পেন্সার ও কাউলে। কাউলে যে তাঁর "Davideis" অসম্পূর্ণ রেখেছেন তার জন্য আমরা অনুতাপ বোধ করি না; কারণ কাউলে মৌনভাবে হলেও স্বীকার করেছেন, মহাকাব্য রচনায় তাঁর অনাগ্রহ ছিল। মহাকাব্য নিয়ে সাধারণ মানুষেরও খুব বেশি আগ্রহ বোধ ছিল না, বহু শতাব্দী ধরেই মানুষ মহাকাব্যের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে আসছিল। আমি কাউলের অন্যান্য কাব্য নিয়েই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তাঁর পরিকল্পিত মহাকাব্য "Davideis" সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করব না কারণ তা পুস্তকাকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি বা তা নিয়ে কোনো আলোচনাও তেমন জমে উঠেনি। অবশ্য 'spectator' পত্রিকায় তা নিয়ে একবার আলোচনা হয়েছিল 'Rymer' একবার তার প্রশংসা করেছিল এবং ড্রাইডেন তাঁর 'Mac Flecknoe-তে তাঁর অনুকরণ করেছিলেন, এসব বিচ্ছিন্ন আলোচনা ছাড়া সারা ইংরেজি সাহিত্যের আর কোথাও কোনো আলোচনার কথা আমার স্মরণে আসে না।

এরকম নীরবতা এবং অবহেলার কারণ খুঁজতে গেলে, দেখা যাবে এর বিষয়বস্তু বা প্রকাশভঙ্গি কোনোটাই আকর্ষণীয় ছিল না।

মূল্যবান ইতিহাস সব সময়ই বিনম্র চিত্তে, সসম্মানে এবং বেশ সমীহ জাগানো কল্পনা নিয়ে ও নিয়ন্ত্রণ বোধ নিয়ে পড়া হয়। নির্ভরযোগ্য কোনো কোনো সাহিত্য কর্মের, সততাকে আমরা মৌনভাবে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত, এর প্রাঞ্জল প্রকাশকে, অনাড়ম্বর ভঙ্গিকে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ করি না। আমরা সব কৌতূহল দমন করেই বরং তাকে গ্রহণ করি। ইতিহাসবিদের সাথে আমরা ততদূরই যাই যত দূর তিনি আমাদের নিয়ে যান। সব ব্যাখ্যাই আপেক্ষিক, তাই বৃথা; ধর্মের যে ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত করা হয়েছে তাই যথেষ্ট এর বেশি ব্যাখ্যা হবে অপ্রয়োজনীয় এমনকি কখনো কখনো ধর্মদ্রোহীও বোধ হতে পারে।

যে সব ঘটনা ঈশ্বর প্রদত্ত, সে সব ঘটনা মানব বুদ্ধির দীপ্তির ঊর্ধ্বে। সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধেতো এক কথায় সব কথাই বলা হয়ে গেছে, "তিনি বললেন, হও এবং সব হয়ে গেল।"

আমরা শুনে থাকি Saul, "অশুভ আত্মা তাড়িত হয়েছিলেন" এ সূত্র থেকে কাউলে নরকের ও লুছিফারের বর্ণনার একটা সুযোগ পান। লুছিফার সম্বন্ধে তিনি বলেন:

> একদা শত শত অশরীরী আত্মার অধীশ্বর ছিলেন,
> হেসপারের মতো জাঁকালো রাত্রি যাপন করতেন

কিন্তু বজ্রপাতের মতোই আঘাত পেয়ে নীচে নেমে এল
এবং প্রথমেই সগর্জনে, আগুনে নিপতিত হলো।

লুছিফার অন্যসব নিম্নস্তরের শয়তানদের সাথে আলাপ করল, যে আলাপে কিছুটা ধর্মহীনতা ও অনৌচিত্য লক্ষ্যণীয়; এবং তার কথাকে ফলপ্রসূ করার জন্য তার লম্বা লেজ দিয়ে বুকে আঘাত করে। এরপর বেরিয়ে আসেন "ঈর্ষা" এবং কিছুক্ষণ বিরতির পর এগিয়ে আসেন এবং তাঁর উৎসাহের উচ্ছ্বাসে এ লাইনগুলো উচ্চারণ করলেন :

তুমি ধমক দাও জোরে, প্রচণ্ড ঝড় জবাব দেবে,
এবং বজ্র প্রকম্পিত আকাশে ধ্বনি তুলবে।
যখন সাগর স্ফীত এবং উদ্ধত এত,
যেন আগুনের গর্বও তাতে ভীত
ক্লান্ত, বৃদ্ধ সূর্যও যেন তার দীর্ঘ পথ থেকে
তোমার স্বরেই যাত্রা শুরু করবে এবং বেপথু চালাবে দিনকে।
উচ্ছ্বসিত বৃত্তরা তাদের গতি করবে শ্লথ
এবং অনড় তারারা থামাবে তাদের রথ।
স্বর্গের জাঁকালো পোশাকধারী দল ঘুরবে যত্রতত্র মিলে পরস্পর
গর্বিত সঙ্গীত ছেড়ে মিলবে যেথায় একই স্তর।

প্রত্যেক পাঠকই প্রায় কাউলের এ রূপক চরিত্র চিত্রায়ণে বিরক্তি বোধ করেন, এ অপ্রয়োজনীয় চিত্রায়ণে বিব্রত হন।

শুধুমাত্র রহস্যাবৃত বর্ণনাতেই যে কাউলের কল্পনা ও কল্পকাহিনি তাদের প্রভাব হারিয়ে ফেলে তা নয়: জীবনের সর্বব্যাপিতা, ধর্মতত্ত্ব যাই আলোচিত হোক না কেন সেগুলোকে জীবন থেকে এত বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী মনে হয় যে, পাঠক মনে করে; এসব এমন মানুষ সম্বন্ধে যারা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, প্রবল কল্পনা দিয়েও তাদের বুঝা যায় না যাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে, বর্ণিত মানুষদের সুখ, দুঃখ সহজে বোধগম্য হয়ে উঠে না বা তাদের বিষয়ে মনোনিবেশও সম্ভব হয়ে উঠে না।

কাব্য সৌন্দর্যের একটা প্রধান আকর্ষণ হলো বর্ণনার ছটা বা মনের চিত্রায়ণ। কাউলে আমাদেরকে কেবল তাঁর সিদ্ধান্ত উপহার দেন, কোনো চিত্রকল্প উপস্থাপনে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কী দৃশ্য আমাদের মানস পটে ভেসে উঠা উচিত ছিল তা কাউলে তুলে ধরতে পারেন না, শুধু কিছু চিন্তাই তাঁর বর্ণনার সারাংশ। ভার্জিল যখন টারনাস যে পাথরটি এ্যানিসকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিল তার আকৃতি ও ওজনের বর্ণনা দেন; কাউলে তখন যে পাথরটি দিয়ে কেইন তার ভাইকে হত্যা করেছিল শুধু তারই বর্ণনা দেন :

আমি তাকে পাথরটি নিক্ষেপ করতে দেখেছিলাম
সাথে সাথেই তাকে নিহত হতে দেখলাম।

গোয়ালিয়ার কাছ থেকে যে তলোয়ারটি নেয়া হয়েছিল তার সম্বন্ধে কাউলে বলেন,

এত বিশাল ছিল সে তলোয়ারটি
এক আঘাতেই তার দেহচ্যুত মস্তক ছুঁয়েছিল মাটি।

অন্য কবিরা মৃত্যুকে তাঁর সাধারণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করেন; কাউলে সেখানে শুধুই সমাধির বিজ্ঞ বর্ণনা দিয়ে মৃত্যুকে চিত্রিত করেন:

তাঁর ডান পাঁজরে ঢুকে গেল উন্মত্ত সে তলোয়ার
দেহের অভ্যন্তরের সব এক আঘাতেই করে ফেলে বার
জীবনের প্রদীপ নিভে গেল এক আঘাতেই তার।

কাউলের উপমা একদিকে অশালীন আবার অন্যদিকে প্রাজ্ঞ। কাল্পনিক রাজাদের সিংহাসনে আরোহণ বা অবরোহণ কাউলে দেখান এভাবে :

রাজা জোয়া প্রথমেই উজ্জ্বল মহিমা কিছু দেখান
জীবনের প্রভাতে তাঁর সুনাম ছড়ায়, দ্রুত তিনি তা পান।

বিশৃঙ্খল এক সেনাবাহিনীর গুণকীর্তন করেন পরক্ষণেই সুন্দর উপমায়;

তার সেনাবাহিনী ছিল না, উন্মত্ত জনতা ছিল, বলা যায়
হৃদয়হীন, অস্ত্রহীন, বিশৃঙ্খলই তারা ছিল প্রায়;

তিনি তাদের অস্থিরতা তুলে ধরেন।

তাঁর ব্যবহৃত উপমাগুলো সব সময়ই অশালীন এমন নয়; কিন্তু তিনি অতিকথনে বা অতি স্বল্প কথনে পাঠককে প্রায়ই বিব্রত করেন:

রাজাকে একাকী রেখে আসা হয়, তার শিরের উপর ছিল
এক স্বর্গ রূপায়, সোনায় রেশমি কাপড়ে প্রসারিত।

যাই তিনি রচনা করেন না কেন সবই থাকে অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি আকীর্ণতায় দুষ্ট:

সূর্যের সফল রশ্মি খনিতে জন্ম দেয় মূল্যবান ধাতুর,
যেখানে উৎপন্ন হয় মূল্যবান সোনার,
তার চেয়েও বেশি মূল্য স্বর্ণের।

কোনো এক স্তবকে, কাউলে দর্শনের অস্পষ্টতাকে প্রশ্ন করেন :

হে, বিদ্বজ্জন সকল, যাদের সম্মান এত,
লতা কেন ওক গাছকে জড়িয়ে ধরে বলুন তো?
ওক গাছতো প্রেমের যোগ্য নয় মোটে
ওক গাছ তো বরং বৃক্ষ এত, তার ভাগ্যেইবা এত প্রেম কী করে জোটে?

তাঁর প্রকাশভঙ্গি কখনো কখনো এত নিম্নমানের যা তাঁর কাছ থেকে কখনো আশা করা যায় না।

না, মাননীয় অতিথিবৃন্দ, যেহেতু আপনারা এসেছেন ভিতরে,
আপনাদের প্রিয় বন্ধুর গল্প শুরু হলো এবারে।

প্রভাত কালের সাদৃশ্য টানতে তিনি লেখেন :

মিট মিট করে তারারা সব, প্রভাতের আগমনে
সদলবলে প্রথম দেখা যায়, পরে ডুবে যায় সবে কোনো এক ক্ষণে।

জিব্রাইলের পোশাক বর্ণনাটাও লক্ষ্যণীয় :

বেশ কোমল, ঝলমলে এক খণ্ড মেঘকে বানাল আবরণ,
মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল রোদও তা করেনি ছেদন;
কপোলে রেখেছিল টেনে জীবন্ত লালিমা
প্রভাতের লালিমার চেয়েও উজ্জ্বল ছিল তা,
চ্যুত এক নক্ষত্র সাজিয়েছিল চুল তার
গ্রীবাব্যাপী করেছিল সৌন্দর্য বিস্তার
রেশমি রুমাল এক টুকরো কেটে নিল আকাশ থেকে
গাঢ় নীল রং যেথা মুগ্ধতায় চোখ দেয় ঢেকে

এসবে সে রঞ্জিত করে বাতি তারায়,
তারাদের ঝরে পড়ার আগেই তা রঞ্জিত হয়ে যায়;
নতুন রংধনু দিয়ে নিজেকে সাজায়
আর খণ্ডিত আরেক টুকরো গলাবন্ধ বানায়।

কাউলের রূপবন্ধ নির্মাণের এ হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত: সাধারণ প্রকাশভঙ্গিতে যা হতে পারত আরো সুস্পষ্ট আরো জোরালো কিন্তু কাউলের রূপবন্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে হয়ে যায় দুর্বল ও ব্যঙ্গাত্মক। জিব্রাইলকে উজ্জ্বল ও ম্লান আকাশের রং দিয়ে রঞ্জিত করা হয় যেভাবে, তা আমরা সহজেই বর্জন করে, আমরা আমাদের কল্পনার রংয়ে আরো সুন্দর করে সাজাতে পারতাম। কিন্তু কাউলে টুকরো টুকরো বর্ণনায় জিব্রাইলকে একজন পোশাক নির্মাতার মতো করেই সাজান।

কখনো কখনো কাউলে তাঁর স্বভাবসুলভ বর্ণনায় এতদূর বিচ্যুত হয়ে যান, এত উচ্ছ্বসিত হন যে তাঁর বর্ণনা হয়ে যায় অস্বাভাবিক ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর:

পাঠাগারে খুব কম পছন্দের লেখককেই খুঁজে পাওয়া যায়,
তবুও তাদের পাঠাগারে সুসংগৃহীতই রাখা হয়;
তখন মানুষ আত্মিক ভাবনায় তাড়িত হতো কম
এখন সে লেখার প্রাদুর্ভাব যেরকম।
কুমারী ম্যারীকে জানার চেষ্টা করেছে অনেকে
খুব কম জনই জেনেছে তাকে
মেকি ভাবনায় অনেকেই ক্লান্ত
শ্রম সব আলস্যে রূপান্তরিত।

"Davideis" মাত্র চার পর্বে রচিত যদিও বারো পর্বে রচিত হবার পরিকল্পনা ছিল তা। অতএব তাকে ঠিক মহাকাব্যের মতো সমালোচনা করা যায় না। তৃতীয় পর্বে দেখা যায় কাউলের পরিকল্পনা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অসম্পূর্ণ কর্ম থেকে স্থায়ী কর্মের দৈর্ঘ্য অনুমান করা যায় না। যে সব চরিত্রের তখনো সূচনাই হয়নি অথবা হঠাৎ হঠাৎ তাদের দেখা যায় তাদের পূর্ণাঙ্গ হবার আগে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করা যায় না। গল্পটি "odyssey" ধরনেই গঠিত এবং অনেক কলাকৌশলযুক্ত। অতীত বর্ণিত হয়, ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হয়: কিন্তু কাউলের কাব্যকলা এত অপরিকল্পিত যে, তা দেখে অনুমান করা কঠিন কীভাবে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে তিনি বাকি আটটি পর্ব শেষ করতেন। সম্ভবত এই আশঙ্কায় তিনি তা রচনায় আর অগ্রসর হননি। ফলে, পরবর্তী প্রজন্ম অনেক উপদেশ থেকে বঞ্চিত হয়। "Davideis" এর রচনা অব্যাহত থাকল না কারণ সম্ভবত এর অধিক পাণ্ডিত্য ভার এবং টীকার আধিক্য।

তাঁর চিত্রিত চরিত্রগুলো যদি নৈতিকতা বিবর্জিত না হতো, তারা অকুণ্ঠ প্রশংসা পেত। তিনি তাঁর চরিত্র 'সওল'কে দেহে ও মনে সম্পূর্ণ বীর হিসেবে চিত্রিত করেন:

একদা তিনি তাঁর পথ বেছে নিলেন, তিনি নির্বিঘ্নে এগুলেন
পাশে দাঁড়ালেন না, পিছু হটলেন না, বিপদ বা আনন্দ কমই লক্ষ করলেন।

উদ্ধত মেরাহ এবং প্রশান্ত মাইকলকে সুন্দরভাবে কল্পনা করলেন এবং বলিষ্ঠভাবে চিত্রিত করলেন। রাইমার "ডেভিডেইসকে" ট্যাসোর "জেরুজালেম" অপেক্ষা শ্রেয় বলে ঘোষণ করলেন, তবে রাইমার বলেন, কাউলে "ডেভিডেইসকে, সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য মুক্ত করলেন না সজ্ঞানেই।" পাণ্ডিত্য বলতে যদি জীবন, প্রকৃতি অনুসন্ধানের বিপরীতে বিজ্ঞানের বিশেষ শাখার জ্ঞান বা বিস্তৃত অধ্যয়নকে বুঝায় তাহলে অবশ্যই কাউলে ভুল করেছেন, ট্যাসোর চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান চর্চা করে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সত্যি সত্যি এদের দুজনের মধ্যে তুলনারই বা কী প্রয়োজন। কাউলের সঙ্গে ট্যাসোর সাদৃশ্য এখানে যে,

উভয়েই অপার্থিব বিষয় কেন্দ্রিক হলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কাউলে যেখানে শুধু পরামর্শ বা উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন, ট্যাসো সেখানে অপার্থিব বিষয়কে বাহ্যিক শক্তি দিয়ে তরান্বিত বা প্রতিহত করার পক্ষে।

কোনো বিশেষ অংশকে যদি সঠিকভাবে তুলনাও করা যায়, আমার মনে হয় স্বর্গের বর্ণনা অংশে দুজন কবিরই বেশ মিল আছে, যে মিলটি দুই কবির বর্ণনা ভঙ্গির ব্যবধান সত্ত্বেও প্রচুর সাদৃশ্যপূর্ণ। কাউলের বর্ণনা নেতিবাচক, কারণ তিনি স্বর্গে কী কী নেই শুধু তারই বর্ণনা দিয়েছেন। ট্যাসো স্বর্গের ঔজ্জ্বল্য, সুখময় এলাকার বর্ণনা দেন। ট্যাসো রূপবন্ধ উপহার দেন আর কাউলে আবেগের কথা বলেন। ঘটনাক্রমে, রাইমার ট্যাসোর বর্ণনার সমালোচনা করেন।

"Davideis" বা কাউলের অন্য যে কোনো রচনা পাঠেই আমরা দেখি জ্ঞান ও বুদ্ধির তিনি অসফল প্রয়োগ করেছেন, অমিতাচারী ব্যবহার করেছেন। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেও তাঁর থেকে মুক্তি নাই, তাদের অপপ্রয়োগ যে কোনো পাঠকের নজরেই জ্ঞানের অপপ্রয়োগ বলেই ধরা পড়বে। আমরা কখনো কখনো বিস্মিত হই বটে কিন্তু তাতে আনন্দ পাই না বা প্রশংসা করার মতো তেমন কিছু খুঁজে পাই না, আর তা অনুমোদনের তো প্রশ্নই উঠে না। যাহোক, আমরা কাউলের রচনা পড়ছি, স্বভাবগতভাবেই যিনি দক্ষ এবং পাঠ সমৃদ্ধ।

কাউলের কাব্য সমালোচনায় দেখা যাবে, তিনি যথেষ্ট সৃষ্টিশালীতা নিয়ে লিখেছেন কিন্তু তাঁর বিষয় নির্বাচন ছিল অপটু ও অবহেলিত। তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তী ছিল প্রচুর কিন্তু তাঁর রূপবন্ধ ছিল স্বল্প; তাঁর রূপবন্ধ করুণা উদ্দীপক নয়, সূক্ষ্মবোধ সম্পন্নও নয় কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা বা প্রজ্ঞা প্রশ্নাতীত, বেশ তীব্র ও গভীর।

ডেনহাম তাঁর শোক গাথায় বলেন,

> কোনো লেখকই তাঁর অপঠিত ছিল না বোধ হয়;
> কিন্তু যা কিছু লিখেছেন সবই তাঁর নিজস্ব নিশ্চয়।

এই বিস্তৃত পরিধিকে সীমায়িত করার প্রয়োজন নেই, বিশেষত কাউলের বেলায়, অন্য কবিদের বেলায় তা প্রযোজ্য হতেও পারে। তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন বটে কিন্তু কারো রচনা থেকে ধার করেছেন খুব অল্পই।

অবশ্য তাঁর রচনাশৈলী তাঁর নিজস্ব ছিল না বস্তুত; তিনি অস্বাচ্ছন্দেই প্রভাবশালী রচনা ধারার অনুসারী ছিলেন। প্রশংসাসূচক প্রকাশকে উপস্থাপনায় তাঁর একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল কিন্তু লক্ষ করেননি তাঁর পূর্বসূরিরা ঠিক কীভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আনন্দ বিতরণ করতেন। তিনি শুধু বাসী মালা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, যে মালা বসন্তে ছিল চিরহরিৎ, উচ্ছল, উৎফুল্ল। ইত্যবসরে যে সময় তাঁর কাছ থেকে যৌবন কেড়ে নিয়েছে, তা তিনি খেয়াল করে দেখেননি।

তাঁর নিজ সময়ে তিনি ছিলেন উৎকর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ল্যারেনডন মন্তব্য করেন, কাউলে তাঁর পূর্বসূরিদের স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে যান। শোনা যায় মিল্টন ঘোষণা করেছিলেন, ইংরেজি সাহিত্যে বড়ো তিন কবি হচ্ছেন স্পেন্সার, শেক্সপিয়র এবং কাউলে। তাঁর রচনা ভঙ্গিতে মিল থাকলেও তাঁর আবেগানুভূতি ছিল ভিন্ন রকম। সব বিষয়েই তিনি তাঁর নিজস্ব ভাবনার ছাপ রেখেছেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, সুদূরের বা নিকটের যা কিছু প্রযোজ্য সবই তাঁর চিন্তায় ভিড় জমাত একসাথে। বিস্মৃত জ্ঞান কারো সাথে মিলে গেলেও তিনি তা অকাতরে ব্যবহার করতেন।

স্যার হেনরী ওটোন এর স্মরণে রচিত তাঁর শোকগাথা, গ্রোটিয়াস, স্কেলিগারের স্মরণে যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে এত সাদৃশ্যপূর্ণ যে, আমি না ভেবে পারি না, কাউলের শোকগাথা গ্রোটিয়াসের শোকগাথারই অনুকরণ, যদিও সে অনুকরণে কাউলে কোনো স্বকীয়তার ছাপ একেবারেই রাখেননি তেমন নয়।

তাঁর "মিসট্রেস" কবিতার একটা অংশ অবিকল ডানের মতো, দৃশ্যত মনে হবে এমন রচনা কাউলে না করলেও পারতেন, যদিও ডানের চিন্তা কাউলের চিন্তার সাথে এমনভাবে মিলে যায় যে, কাউলে ভাবতে পারেননি এরকম ভাবনা অন্য কবিরও ছিল।

যদিও আমি ভাবি তোমাকে আর পাবো না খুঁজে,
তবুও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তোমায় খুঁজি কী জানি, কী বুঝে;
তোমায় খুঁজবার যন্ত্রণাটি আমি ভুলে যাই
যদিও তোমায় খুঁজবার গোপন রহস্যটি দেখি, আর নাই
(প্রকৃতি বা শিল্পে কভু তার সন্ধান না পাই)
তবুও তার শ্রমের মূল্য সে পেয়ে যায়
অপ্রার্থিত পথেই তা পেয়ে যায় প্রায়। —কাউলে

তোমাদের কেউ প্রেমের আকর খুঁড়েছ হয়তো,
তোমার প্রধান আনন্দটি কোথায় বলতো:
আমি ভালোবেসেছি, পেয়েছি এবং বলছি সে কথা নিরবধি;
তা বলে কী ভালোবাসব, পাব আর বলব বৃদ্ধাবস্থা অবধি,
আহা! এ তো সবই ছল ভরা :
এমন কি আনন্দ সুধাইবা পেল হৃদয়
শুধু তাকেই মহিমান্বিত করাই হলো সঞ্চয়
যদি সে পায় পথিমধ্যে
কোনো সুগন্ধি বা কোনো বস্তু ঔষধি,
তাই প্রেমিকরা স্বপ্ন দেখে পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ আনন্দের
কিন্তু দেখা পায় গ্রীষ্ম সন্ধ্যা ভেবে শীতের।

বেনজনসন ও ডান তখন ছিলেন সম্মানের শীর্ষে, এমনই মন্তব্য করেন ড. হার্ড। ক্ল্যারেন্ডন বর্ণনা করেন যে, কাউলে বেনজনসনের প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমী অধ্যয়নের প্রতি সদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু আমি বেনজনসনের কোনো কর্মের কোনো প্রভাব কাউলের রচনায় লক্ষ করিনি। শুধু মাত্র ডানের পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করাই ছিল কাউলের অভীষ্ট এবং সম্ভবত ডানের কাছেই কাউলে ধর্মীয় রূপবন্ধের ব্যবহার ও ধর্মীয় উপমা ব্যবহার করা শিখেছিলেন যা পড়ে যাঁরা যথেষ্ট ধার্মিক নন সে সব পাঠক আহত হন। আজকের যুগে বোধহয় এরকম কাজের যথেষ্ট মূল্য হবে না যখন ধর্মবোধ তার গভীরতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে।

কাউলে, ডান থেকে যে লাইনটি নিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে আমি তার ক্ষতিপূরণ করব এমন কটা লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে যা মিল্টন কাউলের কাছ থেকে ধার করেছেন বলে অনুমিত হয় :

তাঁর বল্লম ছিল বিরাট এক গাছের গুঁড়ি,
প্রকৃতি যাকে তৈরি করেছিলেন, সম্ভবত কোনো জাহাজের মাস্তুলের জুড়ি।

মিল্টনও শয়তান সম্পর্কে এরকমই বর্ণনা দেন,

তার বল্লম ছিল দীর্ঘতম পাইন গাছ
নরওয়ের পাহাড় থেকে কাটা মাস্তুল হবার যোগ্য
বিরাট কোনো যুদ্ধ জাহাজের, কিন্তু হলো এক দণ্ড মাত্র
যা নিয়ে সে হাঁটছিল।

তাঁর শব্দ চয়ন তাঁর যুগে অত্যন্ত অবহেলিত বলে সমালোচিত হয়েছিল। মনে হয় তিনি জানতেন বা এ কথাটি বিবেচনায় নেননি যে শব্দেরা স্বাধীন; শুধু মাত্র কোনো প্রসঙ্গেই সে কোনো অর্থের বাহক বা

ধারক হয়। এমনিভাবে শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রসঙ্গে। ভাষা হচ্ছে চিন্তার গাত্রাবরণ বা প্রকাশক্ষম মুখাবয়ব বা মনোভাবের শক্তিশালী প্রকাশ, সে ক্ষেত্রে যদি অমার্জিত, অতি যান্ত্রিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহলে খুব উচ্চমানের ভাবও তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য, মূল্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। উচ্চ ধারণার প্রকাশোপযোগী শব্দই কেবল সে ভাবের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। ভাব উপযোগ শব্দ ব্যবহৃত না হলে, ভাব তার গুরুত্ব হারায়। গভীর ভাবনার জন্য অগভীর, অশালীন শব্দ ব্যবহার ভাবনাকে ও প্রকাশকে কলুষিত করে।

সত্য সব সময়ই সত্য এবং যুক্তি সব সময়ই যুক্তি; তাদের একা সহজাত ও অপরিবর্তনীয় মূল্য আছে। সত্য যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই অবিনশ্বর বুদ্ধিমত্তার স্বর্ণ মেলে। কিন্তু আবার স্বর্ণকে নিম্নমানের ধাতু দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখা যায় যা পাকা জহুরী না হলে, তাকে আবিষ্কার অসম্ভব। উচ্চমানের ভাবও তেমনি নিম্নমানের শব্দে এমনভাবে ঢাকা পড়তে পারে, বিজ্ঞ দার্শনিক ছাড়া যার অর্থোৎঘাটন অসম্ভব বা এমনো হতে পারে ভাব ও ভাষা দুটিই যদি দুটির উপযুক্ত বাহন না হয়, তাহলে উভয়েই এমনভাবে হারিয়ে যেতে পারে যাকে উদ্ধারের ইচ্ছা কারো কোনোদিন নাও হতে পারে।

যে কোনো রচনায় শব্দ নির্বাচনই প্রধান, যেহেতু শব্দই ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন, শব্দ দিয়েই বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করা যায় প্রথমে: তাই যদি প্রথম প্রকাশেই পাঠক আহত হয় তখন অন্য কোনো ভাবের প্রতি পাঠক আকর্ষণ বোধ করে না আর। আনন্দ নিয়ে কোনো বিষয় উপভোগ করতে গেলে, সে আনন্দে তৎক্ষণাৎ পাঠককে আকৃষ্ট হতে হবে। আনন্দ বলতে বুঝায় তাৎক্ষণিক অপ্রত্যাশিত কোনো বিষয়, যাতে বিস্ময় থাকে তা অবশ্যই মনকে উচ্চস্তরে উপনীত করে। পক্ষান্তরে, যা অতি ধীরে আমাদের চেতনাকে উন্নীত করে হয়তো, তা থেকে তাৎক্ষণিক আনন্দ পাওয়া যায় না।

এসব বিষয় কাউলের জানা ছিল না মনে হয়, অথবা কাউলে এসবের প্রতি দৃষ্টিই দেননি সম্ভবত। তিনি শব্দ নির্বাচনে উদাসীন ছিলেন এবং গুচ্ছ শব্দকেও তিনি পরিমার্জিত রূপে উপস্থাপন করেন না: তাঁর বর্ণনায়ও তেমন কোনো সৌন্দর্য লক্ষ করা যায় না। তাঁর বাক্য গঠন বুদ্ধি কেন্দ্রিক, রূপবন্ধ বা কল্পনা কেন্দ্রিক নয়। তাঁর বক্তব্য বিষয় কম তাও খুব সুসজ্জিতভাবে উপস্থাপিত নয়। মনে হয় বিষয়বস্তু বা বক্তব্যই তাঁকে চালিয়ে নেয়, তিনি তাদের চালাতে পারেন না বা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম। ফলে দেখা যায় তাঁর বড়ো বড়ো লেখাগুলো ছোটো লেখার তুলনায় কম জনপ্রিয়। তিনি একই ভঙ্গি ও শব্দে নিরীহ এ্যানাক্রিয়ন এবং প্রতাপশালী পিণ্ডারকে তুলে ধরেন।

কাউলের কাব্য রচনাপদ্ধতি উপযুক্ত বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, তিনি ভেবেছিলেন তাঁর রচিত লাইনগুলো সঠিকভাবে পাঠ না করলে তাদের অন্তর্নিহিত গীত ভার আবিষ্কার দুরূহ, তা যদি তিনি সত্য ধরে নিয়ে থাকেন, তাহলে আজকের দিনে তাঁর কাব্য পাঠ রীতি বিলুপ্ত প্রায় কারণ আজকের পাঠকের কানে তাঁর কাব্য কর্কশই শোনাবে। বস্তুতপক্ষে, তিনি বেশ কয়েকটি মহৎ পংক্তি রচনা করেছেন যা অপেক্ষাকৃত দুর্বল কবি ওয়ালার কখনো লিখতে পারেননি। তাঁর মহৎ চিন্তায় কখনো কখনো তাঁর কাব্যকে অসামান্য আড়ম্বরে মহিমান্বিত করেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর এ মহত্ত্ব কখনো কখনো মনে হয়েছে ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া বা আকস্মিক। কখনো কখনো তিনি স্বেচ্ছায়, ঔদাসীন্যে এত নিমজ্জিত হয়ে যান সার্বিক কাব্যটি হয়ে যায় নীচু মানের, রূঢ়।

তাঁর শব্দ সঙ্কোচন প্রায়ই রূঢ় ও কর্কশ হতে দেখা যায়। তাঁর ছন্দগুলো তিনি অনুল্লেখ্য পদে বিন্যস্ত করেন, যা কানে বাজে এবং পুরো লাইনটার প্রাণস্পন্দনই নষ্ট করে দেয়।

বিভিন্ন মাত্রার সমন্বিত কাব্য বিন্যাস, কাউলের কাব্যকে অসুখকর, শ্রুতিকটু মনে হয়। তিনি লাইনগুলোকে এমনভাবে সংযুক্ত করেন যাতে পূর্বোক্ত লাইনটি পরবর্তী লাইনে সুসমঞ্জিত হয়নি।

'do' বা 'did' শব্দ দুটি আজকের দিনে যেভাবে ব্যবহৃত হয়, কাউলের সময়ে এদুটো শব্দ ব্যবহারে তেমন পার্থক্য টানা হতো না। অথচ শব্দ দুটি তিনি কীভাবে বহুল ব্যবহারে জীর্ণ করেন, কীভাবে

কানকে পীড়িত করে, তাঁর কাব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেখা যাক, কীভাবে মহৎ চিন্তা ভাষার কারণে পথভ্রষ্ট হয়:

Where honour or where conscience *does* not bind,
No other law shall shackle me:
Slave to myself I ne'er will be;
Nor shall my future actions be confin'd
By my own present mind.
Who by resolves and vows engag'd *dees* stand
For days that you belong to fate,
Does like an unthrift mortgage his estate
Before it falls into his hand,
To bondman of the cloister so,
And that he *does* receive *does* always owe,
And still as Time Comes in, it goes away,
Not to enjoy, but debts to pay!
Unhappy slave, and pupil to a bell
which his hours' work as well as hours *does* tell:
Unhappy till the last, the kind releasing knell.

তাঁর লাইনগুলো প্রায়ই এক সিলেবল এর শব্দে গঠিত তবুও তাঁর কবিতা কখনো কখনো বেশ মধুর ও সঙ্গীতময় মনে হয়। মেসিয়াহ সম্বন্ধে কাউলে বলেন, "সারা বিশ্বব্যাপী তার ভয়ঙ্কর নাম গুঞ্জরিত হবে।" এবং এই লাইনটির পর তিনি আবার অন্যত্র ডেভিড সম্বন্ধে বলেন:

তবুও তাকে যেতে দিতে হয় নিরাপদে; যখন তিনি পাঠান;
সওলই তার শত্রু, এবং আমরা তার বন্ধু, শুনুন।
যার ঈশ্বর আছে, কিইবা অভাব তার
আমরা যারা তাকে যেতে দিচ্ছি তারাই তাকে ফিরিয়ে আনব আবার।

তার এতসব অবহেলা আর উপেক্ষার মাঝেও তিনি কখনো কখনো অত্যন্ত সুচিন্তিত কাব্য রচনাও করেছেন; যার মধ্যে নীচের পংক্তিটির সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বিবরণী সংযুক্ত করে পড়া যেতে পারে:

মহিমাকেও কোনো মহাশূন্যতায় ধরা যায় না।

"আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, অধিকাংশ পাঠককে তিরস্কার করতে হয় এই বলে যে, শুধু অবহেলার কারণেই এই কবিতাটি এত ঢিলেঢালা, দীর্ঘ এবং এত বৃহৎ হয়নি; যে বিষয়টিকে চিত্রিত করতে হবে তারই প্রয়োজনে কবিতাটির আঙ্গিক এরকম।" আমি কবিতাটির অন্য অংশেও লক্ষ করে দেখেছি অনেক অযত্ন, অবহেলার ছাপ: ঠিক আগের মতো;

এবং সংলগ্ন মাঠটি অতিক্রম করে ভীষণ বেগে

দ্বিতীয় খণ্ডে

গভীর খাতের তলদেশে, তাদের সবাইকে নিক্ষেপ করে সে—

'—এবং

নীচে ছুঁড়ে মারে তার ঘাড় পরম হেলা ভরে

'তৃতীয়ত:

দস্তার তৈরি ছিল তার শিরস্ত্রাণ, জুতা ছিল দস্তার
দস্তায় নির্মিত বর্ম ছিল বক্ষে পরিহিত তার

'চতুর্থত:

কিছু চমৎকার পাইন গাছ শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তাচ্ছিল্যভরে অন্যদের মাঝে।

'এবং

কেউ কেউ নিজেদেরকে দ্রুত নিক্ষেপ করছিল নীচে।

'এরকম আরো বহু উদাহরণ দেয়া যাবে: কিন্তু এ কটি দৃষ্টান্তের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখাই ভালো। প্রধান বিষয় হচ্ছে, শব্দ ও ছন্দ বিন্যাস এমন হওয়া উচিত যাতে তারা নিজেরাই কবিতার মূল প্রতিপাদ্যকে জীবন্ত করে তোলে। অবশ্য গ্রিকরাও এসব বিষয়ে এত যত্নবান ছিল না বা এমন কোনো নিয়মের নিগড়ে কবিতাকে তারা বন্দিও করেনি, ইংরেজ কবিরাও গ্রিকদের অনুকরণে সামান্যই তা করেছেন, আমার অভিজ্ঞতায় আমি তেমনি দেখেছি। রোমানরা কখনো কখনো তা করেছে কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবি ভার্জিল সব সময়ই তা করেছেন। ভার্জিলের কবিতা থেকে এরকম অসংখ্য উদাহরণ টানা যাবে এবং সব বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নজরেই তা পড়বে। অতএব, এসব উদাহরণ টানা বাহুল্যের পর্যায়ে পড়বে।

আমি জানি না, এসব দৃষ্টান্তে তিনি যে সব প্রতীক ও সাদৃশ্য আনতে চেয়েছেন, সে সব অভীষ্টে তিনি পৌছতে পেরেছেন কিনা। কবিতা শুধু ধ্বনি ও গতির অনুকরণ করতে পারে।

একটা 'সুদীর্ঘ কবিতা' একটা 'ঋজু কবিতা' বা একটা 'দৃঢ় কবিতা' অনেক অসংলগ্ন ভাব ও অসামাজিক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হতেই পারে। "অযত্নশীল শৈথিল্য" এ পংক্তিটির প্রকাশিত ধ্বনির মধ্যে অদ্ভুত কী এমন থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। অথবা "পাইন" কেন এত "দীর্ঘ" যে তা দশ সিলেবলের না হয়ে আলেকজান্দ্রাইন ভার্সের হলো।

কিন্তু একচেটিয়াভাবে তাকে শুধু সমালোচনা করে তাকে তার প্রাপ্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিত করাও সঠিক হবে না। তিনি এমন উদাহরণও রেখে গেছেন যা কোনো ইংরেজ কবিই রেখে যেতে পারেননি।

সাহসী হও, দৃপ্ত হও জ্ঞান আহরণে।
প্রতিদিন যে কালক্ষেপণ করে অকারণ
নদী তীরে তার দিন করে সে যাপন
ততক্ষণে সে নদী বয়ে যাবে আপন মনে
সে নদী বয়ে যাবে প্রতিদিন, চিরদিন প্রতিক্ষণে।

আমার মনে হয় কাউলে হচ্ছেন প্রথম ইংরেজ কবি যিনি আলেকজান্দ্রাইন ভার্সকে স্বচ্ছন্দে সাধারণ দশ সিলেবলের সঙ্গে মিশ্রিত করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকেই ড্রাইডেন এ মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি রপ্ত করেছেন আলংকারিক উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। কাউলে বারো সিলেবল এর কবিতাকে উন্নত এবং রাজসিক ভেবেছেন এবং সম্ভবত তাই এটাকে ঈশ্বরের বাণী শোনার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

"Davideis" এর রচয়িতা কাউলেকে ড্রাইডেন অভিনন্দন জানিয়েছেন যুগ্ম পংক্তিতে তা রচনা করার জন্য। ড্রাইডেন মনে করতেন যুগ্ম পংক্তিতেই যে কোনো বিষয়ে সুললিত কবিতা রচনা সম্ভব। কিন্তু ড্রাইডেনের পূর্বেও এরকম ধারণা ছিল সম্ভবত মে ও সানডিস এরও। তারা দু'জন "Pharsalia" ও Metamorphoses" অনুবাদ করেছিলেন।

"Davideis" কাব্যে ভার্জিলের অনুকরণে কিছু অসম্পূর্ণ চরণ বা hemistich দেখা যায় যা তিনি সম্পূর্ণ করতেও চাননি: এই সিদ্ধান্তটি যে ভুল সম্ভবত সে দ্বন্দ্বেরও উপসংহার টানা যায়। কারণ এরকম অঙ্গচ্ছেদ আর কোনো রোমান কবিই ভার্জিলের অনুকরণে করেননি; কারণ ভার্জিল এরকম একটি অসম্পূর্ণ পংক্তি আবৃত্তি ছলে হলেও পূর্ণ করেছিলেন; কারণ কোনো একটি কবিতায় কোনো পংক্তি যদি অসম্পূর্ণও

থাকে সেই অসম্পূর্ণ পংক্তিটি দিয়েও মূল কবিতার ভাবোদ্ধার সম্ভব, তাহলে কোনো অসম্পূর্ণ পংক্তি অথবা কোনো পংক্তির কোনো অঙ্গচ্ছেদ বা হঠাৎ ব্যবহৃত কোনো বিরাম চিহ্ন সত্ত্বেও কবিতার ভাব অক্ষুণ্নই থেকে যায়।

ত্রিপদে রচিত "Davideis" কাব্যে তিনি এরকম কোনো অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেননি এবং সম্ভবত তার প্রয়োজনও বোধ করেননি, কিন্তু মনে হয় পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন, কারণ ক্রমওয়েলের সরকার নিয়ে রচিত তাঁর কাব্যে তিনি সেগুলো স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন।

কাউলের কবিতার এত সমালোচনার পর, তাঁর সম্বন্ধে যে সব সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে সেগুলোর উল্লেখও সম্ভবত প্রাসঙ্গিক। শোনা যায় স্প্র্যাট তাঁর আলাপচারিতায় বলেছিলেন, কাউলের কবিতায় উৎকর্ষ সম্পর্কে কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। কোনো লেখকই কাউলের মতো গদ্য ও পদ্যের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন ব্যবধান টানেননি। তাঁর চিন্তা স্বাভাবিক, তাঁর রচনাভঙ্গিও সুন্দর, স্থির কিন্তু কাউলে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। কাউলের কাব্য দূরবর্তী কোনো কিছুর উল্লেখ নেই, কোনো কষ্টকল্পিত কিছুও নেই বরং তাঁর সব রচনা কিঞ্চিৎ দুর্বলতা সত্ত্বেও সহজবোধ্য এবং তাঁর কাব্য সম্পূর্ণ স্থূলতা বর্জিত।

ফেল্টন তাঁর প্রবন্ধে কাউলে সম্বন্ধে বলেন, কাউলে সাহিত্যের সব শাখায়ই বিচরণ করেছেন সমানভাবে এবং তিনি প্রাচীন কবিদের, ট্র্যাজেডি ছাড়া সাহিত্যের সব শাখায়ই অতিক্রম করেছেন।

অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করেও বলা যায়, কাউলে তাঁর কবিতা সম্ভারকে পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ করেছেন, সম্ভব সব অলঙ্কারে অলংকৃত করেছেন। তিনি ইংরেজি গীতি কবিতার পদ বিন্যাসে নতুনত্ব আনেন প্রথম। তবে তাতে আনন্দের প্রাচুর্য কম। যদিও কাব্যকে প্রাণোজ্জ্বল করার প্রাণ প্রাচুর্য তাঁর ছিল। অনুবাদ সাহিত্যেকে তিনি মূল কবির দাসানুগত্য থেকে মুক্তি দেন এবং মূল কবির কাব্য থেকে দূরে না গিয়ে, তার সঙ্গে সমান্তরালভাবেই চলেন। কাউলে যদি তাঁর কাব্যকে উন্নত করার চেষ্টা করে কোনো পরবর্তী কবি সে সম্ভাবনাও তার কাব্যে রেখে যান।